সুহাসিনী।

(উপন্যাস।)

সুহাসিনী।

(উপন্যাস।)

শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস
প্রণীত

কলিকাতা।

কর প্রেস।

সন ১২৮৯ সাল।

Printed by A[illegible]ur Nauth Chutterjee and Published by
Krisn[illegible] [illegible]ar Press" No. 167,
[illegible]t—Calcutta.

বন্ধুবর

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন হালদার

করকমলেষু।

প্রিয় প্যারি!

তুমি বাল্যাবধি আমায় ভালবাস—শুধু আমাকে নয়, আমি যাহাকে ভালবাসি তাহাকেও ভালবাস; হয়ত ভালবাসা তোমার স্বভাব-সিদ্ধ গুণ। আমি সুহাসিনীকে বড় ভালবাসি—সুহাসিনী বালিকা তাহাতে জন্মাবচ্ছিন্ন অদৃষ্ট চক্রের ভীষণ আবর্ত্তনে বিঘূর্ণিতা। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাকে সুখিনী করিতে পারিনাই—সুতরাং আমার নিকট সুহাসিনীর সুখ নাই। সাধারণে তাহার প্রতি সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে কি না জানিনা। তুমি তাহাকে স্নেহের চক্ষে দেখ। অতএব স্নেহের সামগ্রী স্নেহবানের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম।

অভিন্নহৃদয়

শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস।

অশুদ্ধ সংশোধন।

—— ❋ ——

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১৬	৩	হব	হবে।
১৮	১৪	পূর্ব্বে যন্ত্রনা	পূর্ব্ব যন্ত্রনা।
২৩	৮	কার্ক্তণের	কারুণ্যের
২৮	১৩	তোমার	তোমায়
৩৪	৭	প্রাচীতিদেশ	পশ্চিমাকাশ
৩৫	১৮	কথায়	কোথায়
৩৭	৯	উৎকন্ঠা	উৎকণ্ঠা
৪৫	৮	পরিপাট্য	পারিপাট্য
৪৫	১১	সৌন্দর্য্যতার	সৌন্দর্য্যের
৫২	১৩	রঘুনাথ	রমানাথ
৫৭	১	আমাবস্যা	শুক্লপক্ষ
৬১	১৯	একাদশ	দ্বাদশ
৬১	২২	গগণ প্রকৃতির	গগণ ও প্রকৃতি
১১৬	৩	আমায়	আমার

☞ সকল অশুদ্ধ সংশোধন করা গেল না, যে গুলি না করিলে নয় সেই গুলিই করা গে

সুহাসিনী।

(উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

——00*00——

সুখ-সন্ধ্যা।

সন্ধ্যাকাল, সূর্য্যের স্তিমিত কিরণ বৃক্ষ শাখা, গৃহচূড়া, গগনপ্রাঙ্গন প্রভৃতি হইতে ধীরে ধীরে কাঁপিতে কাঁপিতে অনন্তে মিশাইতেছে। সরোবরে সান্ধ্যসমীরণে বিকম্পিত সরোজিনী, যেন দীননয়নে বিদায়পর দিবাকরের প্রতি সেৎসুক দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে, আবার নিশা-পতিকে দেখিয়া কুমুদিনী নাচিয়া নাচিয়া প্রেম সম্ভাষণ করিতেছে, আহ্লাদ হৃদয়ে ধরে না,—ফাটিয়া শতধা হইতেছে। এমত সময়ে হরিহরপুরের একটী কুসুমোদ্যানে একটী অপূর্ব্ব সুন্দরী পরিভ্রমণ করিতেছিল। রমণী ক্ষণেক একটী লতামণ্ডপে উপবেশন করিল; দেখিল—তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, গগণপটে তারাহার পরিয়া সুধাংশু তাহার স্নিগ্ধকিরণে জগৎ ভাসাইতেছে। পুষ্পাবলী সেই কিরণ মাখিয়া, সমীরণ ভরে আনন্দে বিভোর হইয়া নাচিতেছে। যুবতীর বুঝি সে সুখ প্রাণে সহিল না, একটী একটী করিয়া কুসুম-

চয়ন করিয়া সেই প্রীতিপ্রদ শোভা নষ্ট করিতে লাগিল। কিন্তু ফুল তখন মাতোয়ারা, সে বুঝিল না,—যুবতীর চম্পকতুল্য হস্তে যেন সে আরও হাসিতে লাগিল।

রমণীর বয়ক্রম অনূ্যন পঞ্চদশ বৎসর, অঙ্গায়তন সম্পূর্ণ বিকশিত না হইলেও, তাহাদের অভাবে রমণীর কোন স্থানের সৌন্দর্য্য হ্রাস করিতেছিল না। যুবতী সেই কুসুমকাননের একটী ইষ্টক নির্ম্মিত বেদির উপরে উপবেশন করিয়া পুষ্পগুলি লইয়া মালা রচনায় নিযুক্তা হইল। রমণী অনন্যোমনে মালা গাঁথিতেছে, এমত সময়ে তথায় একটী যুবক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যুবাটীর বয়ক্রম দ্বাবিংশ বৎসর, দেখিতে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কিন্তু অঙ্গের গঠন অতি সুললিত। বদনের শোভাও মনোহর। চক্ষু, নাসা, কর্ণ, অধরোষ্ঠ প্রভৃতি তাঁহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যতার পরিচয় দিতেছে।

যুবাটী হরিহরপুরের শঙ্করাচার্য্য চট্টোপাধ্যায় নামে একজন ধনাঢ্যের একমাত্র সন্তান—নাম বিপিন। বিপিন রমণীর অজ্ঞাতসারে তাহার চক্ষুদ্বয় হস্তদ্বারা আবরিত করিলেন। রমণী চমকিয়া উঠিয়া বলিল "ছি! বিপিন অমন করিও না।"

যুবা হাসিয়া কহিলেন "কেন?"

রমণী। দেখিলে লোকে কি বলিবে?

যুবা। সুহাসিনি! তুমি কি এখনও লোকাপবাদ ভয় কর?

রমণী। লোকাপবাদ ভয় করি,—কিন্তু তোমার সহবাসে সে লোকাপবাদকেও তুচ্ছ জ্ঞান করি।

যুবা। তবে ও কথা বলিলে কেন

রমণী। আমরা ত এখনও বিবাহিত হই নাই।

যুবা। তুমি কি এখনও বিবাহের আশা কর?

রমণী। কেন?

যুবা। গ্রাম্য দলাদলি-সূত্রে আমার পিতা এবং তোমার পিতার

যেরূপ জাতক্রোধ আছে, এবং এখনও তিনি আমায় যেরূপ ঘৃণা করেন, তাহাতে যে তিনি তোমায় আমার করে সমর্পণ করিবেন, তাহা আমি স্বপ্নেও বিশ্বাস করি না।

রমণী। তবে কি পিতা হইয়া আমার সুখের পথে কাঁটা দিবেন?

যুবা। সুহাসিনি! তুমি এখনও বালিকা। হিন্দুরা এক সমাজের জন্য সকল পাপই করিতে পারে।

রমণী। সত্য—কিন্তু আমার হৃদয় কে বাধ্য করিতে পারিবে?

যুবা। তোমায় দায়ে পড়িয়া বাধ্য হইতে হইবে।

রমণীর চক্ষে জল আসিল, বলিল "বিপিন! ঈশ্বর কি রমণীগণকে অসহ্য যন্ত্রণা দিবার জন্যই ভারতে সৃষ্ট করেন?

যুবা স্বীয় বস্ত্রদ্বারা রমণীর নয়নজল মুছাইয়া কহিলেন "প্রায় বটে।"

রমণী অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, পরে আবার মালা গাঁথিতে লাগিল। মালা গাঁথা সমাপ্ত হইলে বলিল "বিপিন! এত যত্নে মালা গাঁথিলাম কিন্তু কাহার গলে দিব?"

বিপিন ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "যাহার গলে দিয়া পরিতৃপ্ত হও।"

রমণীর চক্ষে আবার জল আসিল, বলিল "বিপিন! যাহার গলে দিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারি, ঈশ্বর কি তাঁহার গলে এ ফুলহার দিতে দিবেন?"

বিপিন। তবে আপনি পর।

রমণী। সেত সহজ কথা, তবে আমিই পরি।

এই বলিয়া রমণী এক একটী করিয়া সমস্ত মালাই আপন গলদেশে দিল। পরে কহিল "মালা পরিয়া কেমন দেখাইতেছে?"

বিপিন। অপূর্ব্ব!

রমণী। এস দেখি তোমার গলায় দিয়া দেখি, কেমন দেখায়।

এই বলিয়া সমস্ত মালাগুলি বিপিনের গলায় দিল।

বিপিন "এতগুলি মালা লইয়া কি করিব" বলিয়া গলা হইতে কতকগুলি মালা আবার সুহাসিনীর গলায় দিলেন। সুহাসিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল "বিপিন! কি করিলে, এ যে মাল্য বিনিময় হইল।"

বিপিন "তাইত এমন অপাত্রেও মালা দিল্যুম।" এই কথা বলিয়া মৃদু হাসিয়া সুহাসিনীর মুখচুম্বন করিলেন। সুহাসিনী বিপিনের স্কন্ধে স্বীয় ক্ষুদ্র মস্তকভার অর্পণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। অনেকক্ষণ ক্রন্দনের পর কহিল "বিপিন কি উপায় হইবে?"

বিপিন। ভয় নাই—আমি তাহার উপায় করিয়াছি।

সুহা। কি উপায় স্থির করিয়াছ বল, আমায় প্রাণে বাঁচাও।

বিপিন। সুহাসিনি! বিপিনের কোন্ কথা তোমার অবিদিত আছে? কল্য সংবাদ পাইবে।

সুহা। কোথায়?

বিপিন। এই স্থানে।

সুহা। ভুলিও না।

বিপিন। সুহাসিনি! আমার কি প্রাণ নাই? এ হৃদয় কি পাষাণসম? আমি কি তোমায় ভালবাসি না?

এমত সময়ে কাননদ্বার হইতে কে ডাকিল "সুহাসিনি এখানে?"

সুহাসিনীর বদন শুষ্ক হইয়া গেল। বিপিন বলিলেন "ভয় কি উত্তর দাও না?"

ক্রমে প্রশ্নকারী নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, সপ্তমীর চন্দ্র ক্ষীণজ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়া আকাশ পথে বিরাজ করিতেছে, প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা করিলেন "কেও সুহাসিনি? এত রাত্রে এখানে কি করিতেছ?"

সুহাসিনী জড়িত স্বরে উত্তর করিল "কিছু না।"

আগন্তুকের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, কহিলেন "পাপাত্মা বিপিন, তোর এই কাজ? কুকুর-শাবক হইয়া দেবী স্পর্শ বাসনা? নীচ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া অদ্বিতীয় পবিত্র কূলে কলঙ্কারোপের ইচ্ছা?" কাল ইহার সমুচিত প্রতিফল পাইবে। দেশ কি অরাজক?

বিপিন বিনীত ভাবে কহিল "মহাশয়! আপনি অন্যায় রাগ করিতেছেন, পবিত্র প্রণয়বেগ কে হ্রাস করিতে পারে? আমরা অনেকদিন হইতে উভয়ে উভয়কে আত্মসমর্পণ করিয়াছি।

পাঠক! আগন্তুক কে তাহা বুঝিয়াছেন কি? ইনি সুহাসিনীর পিতা। ব্রাহ্মণ আরও রাগ করিয়া কহিল "তোর পবিত্র প্রণয়েরও মুখে ঝাঁটা, তোরও মুখে ঝাঁটা।"

ব্রাহ্মণের চীৎকার ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সুহাসিনীর মাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ব্রাহ্মণ তাহাকে দেখিয়া কহিলেন "এই নাও তোমার গুণের সুহাসিনীকে দেখ।"

ব্রাহ্মণী কহিলেন "হয়েছে কি?"

ব্রাহ্মণ। পবিত্র প্রণয় ফলাচ্চে, আর হবে কি!

ব্রাহ্মণী। তুমি কি পাগল হয়েছ, চীৎকার করে গাঁ মাথায় কর্‌ছ যে,—আর ঢলিওনা।

ব্রাহ্মণ। আমিই ঢলাচ্চি বইকি, তোমার মেয়ে ত কিছুই ঢলায় নি।

ব্রাহ্মণী। ওগো তোমার পায়ে পড়ি চুপ্‌ কর, তুমি যে মিথ্যেকে সত্যি করে তুল্‌চ, লোকে শুন্‌লে যে একঘরে কর্‌বে।

ব্রাহ্মণ। আমায় একঘরে করে কে? আমি কার ধার্‌ধারি।

ব্রাহ্মণী। তুমি কার ধার্‌ ধারনা চুপ্‌ কর।

ব্রাহ্মণ। আমি খুব্‌ কর্‌ব চেঁচাব।

ব্রাহ্মণী তখন সুহাসিনীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন "আয় মা আয় আমরা বাড়ী যাই, বিপিন! বাবা বাড়ী যাও ত?

বিপিন ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলে, বৃদ্ধ সংক্রোধে আস্ফালন করিয়া কহিলেন "কি ও মেয়ে আবার বাঁড়ী যাবে?

তখন ব্রাহ্মণীর চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, কহিলেন "কি! ঘরের ছেলে ঘরে যাবে না?—করেছে কি?

ব্রাহ্মণ তখন জড়িত স্বরে কহিলেন "বলি আমি তা—তা বারণ কর্‌ছি কি?—তুমিই ত মাথা খেলে।"

ব্রাহ্মণী। তোমার যেমন বুদ্ধি।

ব্রাহ্মণ। তাত আমি বল্‌ছি আমার বুদ্ধিটে খারাপ হয়েছে, আর বয়েস হয়েছে কিনা, মা সুহাসিনি! কিছু মনে করনা। আমি তোমার বুড়ো বাপ্, কি বল্‌তে কি বলি। ব্রাহ্মণি! তুমিও যেমন অন্যায় রাগ কর, বাপ হই একবার শাসন কর্‌বো না?

ব্রাহ্মণী। এই বুঝি তোমার শাসন করা?

ব্রাহ্মণ। বুঝেছ ব্রাহ্মণী ওটা আমার বিস্মৃতি ক্রমে হয়েছে।

ব্রাহ্মণী। বেশ হয়েছে এখন বাড়ী চল।

ব্রাহ্মণ। চল যাইতেছি।"

ব্রাহ্মণী সুহাসিনীর হস্তধারণ করিয়া অগ্রে অগ্রে, এবং তদ্‌পশ্চাতে বৃদ্ধ গমন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সখী-সকাশে।

গত রাত্রের ঘটনার পরদিবস বেলা দ্বিপ্রহরের সময় সুহাসিনী তাহার পিতৃ ভবনের একটী প্রকোষ্ঠে উপবেশন করিয়া, তাহার সখীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিন্তু সখী এখনও আসিল না। সুহাসিনীর একটী মাত্র সখী ছিল, তাহার নিকট সুহাসিনী মন খুলিয়া সকল কথা কহিত। সখীর নাম নীরজা। নীরজা প্রতেবেশিনী ব্রাহ্মণ কন্যা, বাল্যাবস্থা হইতে নীরজার সহিত সুহাসিনীর ভালবাসা জন্মায়, পূর্ব্বকালের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সুহাসিনীর সহিত নীরজার সখীত্ব সংস্থাপিত হয়। আজি সুহাসিনী নীরজাকে গত রাত্রের ঘটনাবলী বিবৃত করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছে, কিন্তু নীরজা এখনও আসিল না।

প্রিয় পাঠক! গতরাত্রে সুহাসিনীর পিতাকে দেখিয়া তিনি যে কি ধাতু-নির্ম্মিত ব্যক্তি, তাহা বোধ করি বুঝিতে বাকি নাই, কিন্তু তাঁহার অবস্থা সম্বন্ধে দুই এক কথা না বলা উচিত হয় না। সুহাসিনীর পিতার নাম কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়ক্রম পঞ্চান্ন কি বাইট বৎসর। কৃষ্ণধন বৃদ্ধ বয়সে তৃতীয় পক্ষে বিবাহে পিতৃরক্ষা করিয়া, এই একমাত্র সুহাসিনী নাম্নী দুহিতারত্ন লাভ করিয়াছেন। কৃষ্ণধন অতি সদ্বংশযাত কুলীন সন্তান, বিষয়াদিরও কিছু অপ্রতুল ছিলনা। আর একটী কথা কৃষ্ণধন কুলীনসন্তানদিগের ন্যায় অজ্ঞ ছিলেন না, তাহা হইলে একটী পল্লীতে নিকৃষ্ট থাকিতেন না। যদিও কৃষ্ণধন তাঁহার বর্ত্তমান মিষ্টভাষিণী ব্রাহ্মণীকে তৃতীয়পক্ষে বিবাহ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি একটী স্ত্রী বর্ত্তমানে অপরকে বিবাহ

করেন নাই, একটী করিয়া কালের করাল কবলে নিপতিতা হইয়াছিল, আর একটী করিয়া নবীনা স্ত্রী কৃষ্ণধন কর্তৃক বিবাহিতা হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের প্রায় আট নয় শত বিঘা নিষ্কর ভূমি, ২০।২৫টী পুষ্করিণী এবং অনেক বাগান ছিল, তদ্ব্যতীত বিলক্ষণ নগদ টাকাও ছিল। কৃষ্ণধন মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার যে সমস্ত ভূসম্পত্তি ও অর্থ আছে, তদ্দ্বারা একটী বৃহৎ পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন সুখে অতিবাহিত হইতে পারে। মনে করিয়াছিলেন, একজন দরীদ্র কুলীন ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার সাধের সুহাসিনীর বিবাহ দিয়া, তাহাকে যত্নের সহিত স্বগৃহে রাখিবেন। কিন্তু গত রাত্রের ঘটনায় তাঁহার হৃদয়ে কতকটা হতাশাঅনল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। যদিও তিনি তাহাতে অবিরত আশাবারি সিঞ্চন করিতে ছিলেন, তথাপি তাহা তুষাবৃত অনল সদৃশ থাকিয়া থাকিয়া প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতেছিল।

সুহাসিনী যদ্যপি কোন অকুলীন ব্রাহ্মণসন্তানের প্রতিও অনুরাগিণী হইত, তাহা হইলেও ক্ষতি ছিলনা, ব্রাহ্মণ আহ্লাদ সহকারে তাহার সহিত সুহাসিনীর বিবাহ দিতেন। কিন্তু সুহাসিনী যে বিপিনকে ভালবাসে, ইহাই কৃষ্ণধনের হৃদয় আরও দগ্ধ করিতে লাগিল। কারণ বিপিনের পিতার সহিত কৃষ্ণধনের চিরকাল ঘোর শত্রুতা, এমন কি কথা বার্ত্তা পর্য্যন্ত ছিলনা। বন্দ্যোপাধ্যায় ভাবিলেন যে বিপিনের পিতা বোধ করি তাঁহাকে জাতিভ্রষ্ট করাইয়া শত্রুতার একশেষ করিবার নিমিত্ত এই উপায় স্থির করিয়াছে। গতরাত্রে প্রকৃতই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নিদ্রা যান নাই। কেবল ব্রাহ্মণীর ভয়ে নিঃশব্দে শয়ন করিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে নিদ্রোসূচক নাসিকা ধ্বনিও করিয়াছিলেন।

সুহাসিনী একদৃষ্টে দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উপবিষ্টা। এমত সময়ে নীরজা আসিয়া উপস্থিত হইল। নীরজার পরিধানে

কালাপেড়ে সাড়ি, হস্তে সুবর্ণ বলয়, কর্ণে কর্ণাভিরণ, মস্তকে সুবিন্যস্ত কেশরাশি,—নীরজা অধর প্রান্তে মৃদু হাসিতে হাসিতে যে গৃহে সুহাসিনী উপবিষ্ট ছিল, সেই গৃহে প্রবেশ করিল। নীরজা দেখিতে অতি সুন্দরী, যে সমস্ত সৌন্দর্য্য থাকিলে স্ত্রীলোক সুন্দরী হয়, নীরজার তাহার কিছুরই অভাব ছিল না, বস্তুতঃ যদ্যপি কেহ আমাদিগকে নীরজা ও সুহাসিনীর রূপের তুলনা করিতে বলেন, তাহা হইলে আমরা বিষম সঙ্কটে পতিত হই। ইহাদের মধ্যে যে কাহাকে প্রথম আসন দেওয়া যাইবে, তাহা স্থির করা সহজ নহে। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে নীরজা গৃহ প্রবেশ করিবা মাত্র তাহার রূপালোকে গৃহ উজ্জ্বলিত হইতে আমরা দেখিতে পাইনাই। নীরজার রূপ গৃহ আলো করে বটে, কিন্তু সে গৃহে আর একটি দীপ্তি বিকাশ পাইতেছিল; হয়ত সেই জন্যই নীরজার রূপালোক তখন নয়ন বিভাসিত করিতে পারিল না।

নীরজা গৃহ প্রবেশ করিয়াই ঈষৎ হাসিয়া কহিল “ও সই?”

সুহা। কি সই।

নীরজা। পিরীতি গড়িয়েছে নাকি?

সুহা। তুমি কেবল রঙ্গ নিয়ে আছ বইত নয়।

নীরজা। আমি রঙ্গ করছি, না তুমি রঙ্গ করেছ?

সুহা। যা বল।

নীরজা। দেশে যে ঢাক বেজেছে।

সুহা। কাল বাজ্‌লেও বাজ্‌ত, না হয় পূর্ব্বেই বেজেছে।

নীরজা। এখন কি স্থির কর্‌লে?

সুহা। চির কাল যাহা স্থির করেছি।

নীরজা। বিপিনের বাপ তাকে যে নিয়েছে, সেকি আর তোমায় বিবাহ কর্‌বে?

সুহা। নাইবা করিল সই, বিবাহ ত একটা সামাজিক প্রথা

মাত্র, আত্মসমর্পণই বিবাহের উদ্দেশ্য। সখি! সে উদ্দেশ্য ত বহুদিন পূর্ণ হয়েছে! আমি যে মুর্ত্তি হৃদয়ে একবার প্রতিষ্ঠা করেছি, নীরজা! সে মুর্ত্তি কি আর অপসারিত হয়? বিবাহের কথা কি কহিতেছ সখি! আমি আজি হইতে অনন্ত কাল যদ্যাপ বিপিনকে না দেখিতে পাই, তথাপি তিনি আমার প্রাণেশ্বর, যতদিন জ্ঞান থাকিবে, তত দিন বিপিন আমার, তত দিন বিপিনের সেই প্রীতি প্রফুল্ল পবিত্র মূর্ত্তি ধ্যান করে হৃদয়ে যে পরিমানে সুখলাভ কর্‌ব, তত সুখ বুঝি বিধাতা কাহারও কপালে লিখেন নাই। নীরজা! তবে কি আমি আর বিপিনেকে দেখিতে পাব না?

নীরজা। আমার ত তাই বোধ হয়।

সুহাসিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "তুমি আমার চির সখি, তুমি সুহাসিনীর প্রাণ সখি, এ জীবনে সুহাসিনীর হৃদয় নীরজা ব্যতীত কেহ জানেনা, সম্ভবত জানিবেও না। সখি! আজি আমার একটি প্রার্থনা রাখ, আমার বিপিনকে একবার দেখাও, আমি আর দ্বিতীয় বার এ প্রার্থনা তোমার নিকট করিবনা।"

নীরজা মৃদু হাসিয়া কহিল "সেকি সখি! তুমি এই যে বলিলে, যে আজি হইতে অনন্ত কাল ও যদ্যপি তাহাকে দেখিতে না পাও, তথাপি তুমি বড় সুখী।"

সুহাসিনী কোন উত্তর না দিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

নীরজা কহিল "সই আর কেঁদনা, ধৈর্য্য ধর, তোমার শ্রীকৃষ্ণকে এখনি আনিয়া দিব।"

সুহা। এ আবার কি?

নীরজা। রোগের প্রতিকার।

সুহা। রোগটা কি?

নীরজা। প্রেম বিকার।

সুহা। তুমি তার কে?

নীরজা। গোবদ্দি।

সুহাসিনী ঈষৎ হাসিয়া কহিল "নীরজা! তুমিই সুখী। আমোদ নিয়েই আছ।

নীরজা। আমাকে আমোদ নেয়, আমিও তাই আমোদকে নি। আর যে কেউ নেয়না ভাই।

সুহা। যতদিন আপনার প্রাণ আপনাতে থাকে, তত দিনই ভাল। প্রণয়ের এমন সুখ যেন কেহ আস্বাদন করেনা।

নীরজা। আমি ও না।

সুহা। যত দিন পার।

নীরজা। কেন?

সুহা। তাহ'লে ও হাসি টুকু কি আর থাকুবে?

নীরজা। তবে আমিত সুখী।

সুহা। বোধ হয়।

নীরজা। বুয়ের ত ক্ষিধে পায় না, যত ক্ষিধে শ্বাশুড়ির। বৌ যে বল্‌তে জানেনা।

সুহা। না সই তুমি ভালবাস গে।

নীরজা। আমি কাহাকেও বড় ভালবাসিলে তুমি সুখী হবে?

সুহা। কেন হবনা।

নীরজা। তবে আমি ভালবাসি?

সুহা। বাস।

নীরজা। কাকে ভালবেসেছি জান?

সুহা। না—

নীরজা। বিপিন কে।

সুহাসিনী ঈষৎ হাসিয়া কহিল "আমরি!"

নীরজা হাসিয়া বলিল "এর বেলাই আমরি কেন?"

সুহাসিনী কহিল "পার বাসগে।"

নীরজা। না সই তুমি বড় অধীরা হয়েছ, চল তোমার বংশীধারী মদনমোহনকে দেখাই গে। শ্যামের বামে প্যারী হেলে দাঁড়িয়ে তোমার এত সাধের বিন্দে দূতীর মনোরঞ্জন কর্‌তে পারবে?

সুহা। দেখা যাবে।

নীরজা। তবে চল!

সুহা। কোথায়?

নীরজা। আইর বাড়ি।

সুহা। আইকে কি করে বল্‌ব?

নীরজা। আমি বলব এখন—পেটে ক্ষিধে মুখে লাজে আর কাজ কি?

এই কথা বলিয়া মৃদু হাসিয়া নীরজা অগ্রগামিনী হইল, সুহাসিনী ধীরে ধীরে তাহার অনুগামিনী হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সংবাদ।

নীরজা ও সুহাসিনী গ্রাম্য পথ দিয়া আইর বাটীতে চলিল। পথের ধারে যে কোন স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইল, নীরজা কাহাকেও বিদ্রূপ করিতে ছাড়িল না, নীরজার পরিহাসে, অঙ্গ ভঙ্গিতে, ও বিলোল কটাক্ষে সকলেই পরাভব স্বীকার করিল। দুই একটি স্ত্রীলোক সুহাসিনীকে উদ্দেশ করিয়া নীরজাকে ঠাট্টা করিল, কেহ বা গা টেপাটিপি করিয়া বদনে ব্রীড়া প্রকাশ করিল; সুহাসিনী তাহা দেখিল, কিন্তু ভ্রূক্ষেপও করিল না। উভয়ে ক্রমে আইর বাটির নিকটবর্ত্তিনী হইল। একটি পুষ্করিণীর পাহাড়ের উপর আইর বাটি।

আইর বাটির পূর্ব্বদিকে পুষ্করণী, পুষ্করণীতে কলমির দল, তাহাতে হংস রাজি ক্রীড়া করিতেছে। পশ্চিমদিকে আম্রবাগান, উত্তরে প্রান্তর, কেবলমাত্র দক্ষিণে গ্রাম। আইর বাটি গ্রামের এক পার্শ্বে। আই বড় পুণ্যবতী! অশীতি বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যেই ভাই, ভগিনী, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, পৌত্র প্রভৃতি সকলকে উদরস্থাৎ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে। কিন্তু এখনও আশা মিটে নাই, পরের পুত্র কন্যার প্রতিও আক্রোশ প্রকাশ করে। আইর ঘর বা প্রাচীরবেষ্টিত দুইটিমাত্র কুটীর ছিল। আই একটীতে রন্ধন; ও অপরটিতে শয়ন করিত।

নীরজা ও সুহাসিনী আইর বাটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুনির্ম্মিত ভগ্নদ্বারের বৃহৎ ছিদ্র দিয়া দেখিল, আই বসিয়া চর্‌কা কাটিতেছে। এবং বাটির মধ্যস্থ একটি আম্র বৃক্ষে যে সকল পক্ষীরা আসিয়া উপদ্রব করিতেছিল, বৃদ্ধা তাহাদিগকে যদৃচ্ছ গালি দিতে ছিল। এমত সময়ে নীরজা দ্বারে খট্ খট্ খট্ করিয়া শব্দ করিল।

বৃদ্ধা রাগভরে কহিল " মরণ নাই, এখানে আবার জ্বলাতে এসেছ? দাঁড়া তোদের গুরুমহাশয়ের কাছে যাচ্চি। "

নীরজা হাসিতে হাসিতে আবার খট্ খট্ খট্ শব্দ করিল।

বৃদ্ধা আরও রাগান্বিতা হইয়া কহিল "দাঁড়াত পোড়াকপালে ছোঁড়ারা, দাঁড়া দাঁড়া তোদের শ্রাদ্ধ কর্‌ছি।

নীরজা হাসিতে হাসিতে কহিল " এ পোড়াকপালে ছোঁড়াদের শ্রাদ্ধ নয়, রসিক ছুকরীদের। "

আই। কে লো

নীরজা। দেখ্‌না লো।

আই। নীরি!

নীরজা বিকৃতস্বরে কহিল "নীরি!

আই। ভেঙ্গাস্ কেন বোন্।

নীরজা। নে নে দোর খোল।

আই। আর বোন্ আমাদের আর কি তোদের মতন উঠ্‌তি বয়েস, যে হেতা এক পা আর হোতা এক পা দেব?

নীরজা। নে নে রঙ্গ করিস্ নে চলে আয়।

আই। এত তাড়া কেন, তোর ত এখানে নাগর বসে নাই।

নীরজা। আমার নাগর সঙ্গে।

সুহাসিনী ঈষৎ হাসিয়া কহিল "ও কি লা।"

নীরজা। বল্লেও ত তুমি আমার নাগর হ'তে পারবে না।

এমত সময়ে আই আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল, সুহাসিনীকে দেখিয়া বলিল "এস দিদি এস,—ভাল আছিস ত?" মা ভাল আছে, বাবা ভাল আছে?

সুহাসিনী মস্তক নাড়িয়া মঙ্গল সংবাদ দিল।

নীরজা আসিয়াই আইর আমগাছে আকুর্শি প্রয়োগ করিল। আই বলিল "ওকি লো নীরি, এই দেশে এত আঁব, তা আই বলে কটা আঁব দিয়েছিলি?"

নীরজা হাসিয়া কহিল, আই আঁব খেতে পারিস তাত জানতাম না, আমি আঁটি গলায় লাগবে বলে দি নাই।"

আই! তুমি এমনিই বটে।

নীরজা। মাইরী আই তোর মাথা খাই।

আই। আ বোন্ তা খেতে পারিলে ত বাঁচি।

নীরজা আঁকুর্শি ফেলিয়া বলিল "তোর ঘরে কি আছে দেখি।"

আই। না না আমার ঘরে কিছু নেই রোকে বস্।

নীরজা। ঘরে তোর নাগর আছে নাকি লো?

আই। আছে তার বাছে যাবি? ছুঁড়ি যেন আগুনের ফুল্‌কি।

নীরজা। কার গায়ে উড়ে পড়ে ফোস্‌কা করেছি?

আই। করনি, করতে দেরীও নেই।

নীরজা হাসিতে হাসিতে বলিল "আই আমার একটা নাগর খুঁজে দিবি ?"

আই। খুঁজ্‌তে হবেনা, আপনি আসবে, ফুল ভোমরা খোঁজেনা, ভোমরাই ফুল খোঁজে।

নীরজা। না হয় আমি খুঁজলাম ই।

আই। তা খোঁজ্‌না ?

নীরজা। তুই খুঁজে দে।

আই। আমায় ভাগ দিবি ?

নীরজা। দবো—আই তোমার একটী কাজ কর্‌তে হবে।

আই। কি ?

নীরজা। করবে বল ?

আই। করবো করবো।

নীরজা। একবার বিপিনের কাছে যেতে হবে।

আই। কেন লো ?

নীরজা। তাকে ব'লগে যে সুহাসিনী তোমার সঙ্গে দেখা করবে, কোথায় দেখা হ'বে বল।

আই। সে কি লো নীরি, আমার কি ঐ কাজ, হাঁগা সুহাস, তোমারি এ রোগ কেন ?

সুহাসিনী বদন অবনত করিল, কোন কথা কহিল না।

নীরজা। আই সে জন্যে তুই কিছু ভাবিস্ না।

বৃদ্ধা আই বিরক্তি সহকারে কহিল "নে নে তোর কথা আমার ভাল লাগে না, আপনি মর্‌বি মর, ও কচি মেয়ের মাথা খাস কেন ?

নীরজা ঈষৎ হাসিয়া কহিল "কারও মাথা খাওয়া তুই একবার যা।

আই কহিল "যা যা মিছে বকিস্‌নে, আমার ও সব কথা ভাল লাগে না, ভাল কুলে জন্মেছিস কুলের মাথা খাস্‌নে।

সুহাসিনী নীরজার কানে কানে কি কহিলে, নীরজা দশটি টাকা বাহির করিয়া কহিল "এই নাও—এ কার্য্যে দোষ নাই, এ উপকার তোমায় করতেই হব।"

আই দেখিল সুহাসিনীর চক্ষে জল আসিয়াছে—বলিল "ও কি সুহাস তুই কাঁদিস কেন?"

সুহাসিনী কোন উত্তর দিল না। নীরজা কহিল "এখন চকের জল পুছবে, না স্ত্রীহত্যা কর্‌বে?"

আই দশটাকার মায়া ছাড়িতে পারিল না, সতৃষ্ণনয়নে সেই টাকার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল।

নীরজা বলিল "আর আই ভেবে আর কি হবে, তুমি বইত উপায় নাই, এখন আর ওকে প্রাণে মেরে স্ত্রীহত্যার পাতক হয়ওনা, আইর কাজ কর, আর কবে কি করবে? বুড়িও ত হয়েছ; এখন আমাদের হাসি মুখ দেখে মর।

আই এবার কাঁদিল, বলিল "আ বোন্ তার কথা কি, তোরা বই আর সংসারে আমার কে আছে, তোদের মুখ দেখেই ত বেঁচে আছি।"

নীরজা মৃদু হাসিয়া কহিল "টাকা কটা এখন নেবে, না এসে নেবে।"

আই চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল "তোদেরই ত বোন্ খাচ্চি, তোরা ছেলে মানুষ হারিয়ে ফেলবি, আমায় দে আমি বাক্সয় তুলে রেখে যাই।"

নীরজা বৃদ্ধার হস্তে টাকা কটি প্রদান করিল, বৃদ্ধা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহা বাক্সে রাখিয়া দু তিনবার ডালা টানিয়া দেখিল যে বাক্স বন্ধ হইয়াছে কিনা। পরে সুহাসিনীর দিকে ফিরিয়া কহিল "তোমাদের কোথা দেখা পাব।"

নীরজা। কেন এইখানে।

আইর তাহা ভাল লাগিল না, বলিল " আমি বুড় মানুষ, কখন আস্‌বো তার ঠিক নাই; তোরা ততক্ষণ থাকবি ? "

নীরজা হাসিয়া কহিল " আই তোর মাথা খাই যদি তোর আঁব গাছে হাত দি। তোর ঘরে টাকা কড়ি থাকে, তুই না হয় ঘরে চাবি দিয়ে যা। "

আই কহিল " সে কি কথা, একটা ছেড়ে দশটা আঁব খানা, তোদেরই ত গাছ। " আই এই কথা কহিতে কহিতে দ্বারে চাবি দিয়া বলিল " তবে তোরা ব'স্ আমি আসি। "

নীরজা ঈষৎ হাসিয়া কহিল "তার কথা কি, দুর্গা শ্রীহরি ব'লে এস।"

আই একটি লাঠি লইয়া " দুর্গা দুর্গা দুর্গা " বলিয়া যাত্রা করিল, বহির্দ্বারের নিকট যাইয়া দেবতাদিগকে প্রণাম করিয়া বলিল " মা, সিদ্ধেশ্বরী কার্য্য সিদ্ধি কর মা, আমার সাধের সুহাসিনীর মনস্কামনা সিদ্ধি কর মা।

নীরজা মৃদু হাসিয়া কহিল " আই একটু আস্তে কথা কও। "

আই তাহা শুনিতে না পাইয়া চলিয়া গেল,—যাইতে যাইতে ভাবিতেছে, যে প্রাপ্ত দশটাকার তুলা কিনিয়া কাটনা কাটিয়া অপরকে সুতা বিক্রয় করিয়া লভ্য করিব, কি এক আনা সুদে ধার দিব। প্রথমে ভাবিল যদি তুলা কিনি তাহা হইলে রাখিব কোথায়, সম্মুখে বর্ষা—তায় ভাঙ্গা ঘর, সকল তুলাই নষ্ট হইবে। আবার ভাবিল ধার দিয়া যদ্যপি আদায় না হয়, তবে আমার সকল পরিশ্রম মিছা হইবে। বৃদ্ধা এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে বিপিনের অনুসন্ধানে চলিল। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি যে, সে দিন পাঠশালের ছেলেরা আমাদের আইকে বড়ই বিরক্ত করিয়াছিল। বালক দেখিলেই বৃদ্ধা রাগিত, সুতরাং বালকেরাও সুযোগ পাইয়া তাহাকে রাগাইয়া আমোদ করিত। সে

দিন, বৃদ্ধা এত রাগান্বিত হইয়াছিল, যে তিন চারিবার পথ ভ্রম হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আইর সুসংবাদ।

আই প্রস্থান করিলে, নীরজা ও সুহাসিনী একস্থানে বসিয়া রহিল। সুহাসিনীকে বিষন্ন দেখিয়া নীরজা কহিল "সখি! আর অধোবদনে কেন? কুঞ্জেত সংবাদ গেছে, হয়ত এখনি তোমার মনচোরা বংশিধ্বনি কর্‌তে কর্‌তে এইখানে এসে উপস্থিত হবে এখন।"

সুহাসিনী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া নীরব হইয়া রহিল, কিন্তু চক্ষু মানিল না, দুই এক বিন্দু জল অপাঙ্গে দেখাদিল।

নীরজা কহিল "ওকি সই তুমি কাঁদ্‌চ, পাগল হ'বে দেখছি যে।"

সুহাসিনী কহিল "সখি, পাগল হওয়াত গালি নহে—আশীর্ব্বাদ, পাগলের ত সুখ বই দুঃখ নাই, তবে পাগল হওয়ার পূর্ব্বে যন্ত্রনা বড় কষ্ট কর।"

নীরজা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া কহিল "এস আমরা পুকুরে কেমন হাঁস বেড়াচ্চে দেখিগে।"

সুহা। নীরজে! যার মনে সুখ নাই, তার সুখ কি নন্দনকাননেও হ'তে পারে। নীরজে! আমার বিপিনকে কি পা'ব না?

নীরজা। কেন পাবে না? কেঁদ না, ও সুন্দর চক্ষু বিধাতা কাঁদ্‌বার জন্য সৃজন করেন নাই।

সুহাসিনী আবার কাঁদিল বলিল " নীরজা ! যেদিন হ'তে সোনার চক্ষে বিপিনকে দেখেছি, সেই দিন হ'তে অনন্ত ভালবাসাকে হৃদয় মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছি, আমি বিপিনকে দেখ্‌লে যে সুখানুভব করি, সখি! বল্‌তে কি, বুঝি তত সুখ আর পৃথিবীর কোথাও নাই। যত দেখি ততই আশা মিটেনা, মনে হয় ঈশ্বর তুমি কেন দুটি চক্ষু সৃজন করেছিলে, কেন শত সহস্র চক্ষু কর নাই ; আমি অতৃপ্ত নয়নে বিপিনকে দেখে অধিকতর সুখানুভব কর্‌তাম। মনে হয় বিধাতঃ যদি দুটি চক্ষুই দিলে, তবে তাহাতে আবার পলকের সৃজন কেন ? নীরজে ! আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম সেই বিপিনকে না দেখে আমি থাকৃতে পারৃব ? পিতা কৃতসঙ্কল্প হয়েছেন যে বিপিনের সহিত আমার বিবাহ দিবেন না। সখি! তবে কি আমার এই নবীন জীবনেই সকল আশা বিসর্জ্জন দিতে হবে ?

নীরজা। সখি, আর কেঁদ না, তোমার কান্না দেখে আমার কান্না পায়।

সুহা। নীরজে! "কাঁদ্‌বার নিমিত্তই যে বিধাতা আমায় সৃজন করেছেন, আমি কাঁদ্‌ব না বল্‌লে চল্‌বে কেন ?

নীরজা। ছি ! অমন কথা কি বল্‌তে আছে।

সুহা। তবে কি বল্‌ব সখি ?

নীরজা। বিপিন বুদ্ধিমান সুচতুর লোক, তিনি অবশ্যই ইহার একটি না একটি উপায় স্থির করেছেন ই করেছেন।

সুহা। তা হ'লে আমায় বল্‌তেন না।

নীরজা। আই সে সংবাদ আন্‌তে এখন।

সুহা। আশাতেই ত মানুষ বাচে।

নীরজা আর কোন কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে এই গানটি গাহিল।

প্রণয়েতে সুখ বটে পেলে মন-মত ধন, *
নতুবা বিফল আশা ভালবাসা অকারণ।
যারে ভালবাসে মন, সে যদি বাসে তেমন,
তবে প্রেম সুখময়, নতুবা দহে জীবন।
ভাগিরথী সাগরেতে, চায় অনুক্ষণ যেতে,
তবু সে সাগর এসে করে তারে আলিঙ্গন।
প্রণয়ের এই রিত, যারে চায় যেই চিত,
সে যদি তাহার প্রাণ করে তারে সমর্পণ।
তবেই সে ভালবাসা, সফল মানস আশা,
সফল জীবন তার, সফল যৌবন ধন।

গীত সমাপ্ত হইলে সুহাসিনী নীরজার চিবুক দেশে হস্ত প্রদান করিয়া কহিল "এমন সখি যার, ভাবনা কিলো তার।"

নীরজা। এত করেও তবু তোমার মন যোগান ভার।

সুহা। হাসি আসে না যে সই।

নীরজা। কেন প্রাণ সই ?

সুহা। পরাণ সদাই জ্বলে যায়।

নীরজা। আমি সখী শীতল জল ছেঁচে দিব তায়।

সুহা। সুখ কবে আমি পাব ?

নীরজা। যেদিন সুখসাগরে যাবে।

সুহা। সুখ সাগরে বালির রাশ সলিল কোথা পাব ?

নীরজা। জল আমি ছেঁচে দিব।

সুহা। ছেঁচা জল দিয়ে সই আগুন নিবাব ?

নীরজা। এখন তোমার জন্যে স্রোতের জল কোথায় আমি পাব ?

(বাহার খাম্বাজ—তৃতালা।

সুহা। তবে মনের আগুণ নিয়ে সখী ধীরে ভেসে যাব।

নীরজা হাসিয়া কহিল "মানময়ী, পঙ্কজনয়নী, মন ভুলানী, তোমার নিকট হারি মানিলাম, এখন ও রাঙ্গাচরণ ধরিতেছি মানে ইতি কর।"

সুহাসিনী ঈষৎ হাসিয়া কহিল "ও আবার কি রঙ্গ?"

নীরজা। যাতে জ্বলে অঙ্গ।

এমত সময়ে আমাদের আই লাঠি হাতে ধীরে ধীরে বিরসবদনে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আইর বিরসবদন দেখিয়া সুহাসিনীর মস্তক ঘুরিয়া গেল, মনে করিল, না জানি আই কি অশুভ সংবাদই দিবে।

নীরজা বলিল "আই তোমার চাঁদবদন শুকন কেন? কেউ মেরেছে নাকি?"

আই। উঃ!

নীরজা। বলি হয়েছে কি?

আই। গা হাত কামড়ে—উঃ!

নীরজা। মরণ—বলনা?

আই—"মাগো কোমর আর নেই।" বলিয়া শয়ন করিল।

নীরজা। এখন খবর কি বল?

আই। তোদের আর ত্বস্থয় না, আমি মর্‌চি।

নীরজা। বলে মর না?

আই। ঘাড় গেল মা।

নীরজা। আ মলো; একি পাপের ভোগ।

আই। বলি—উঃ!

নীরজা। হয়েছে কি?

আই। চলে চলে পা গেছে, উঃ!

নীরজা। ওমা যেতেই পা গেল?

আই। আঃ ছোঁড়ারা বড় ঘুরিয়েছে।

নীরজা। কোন্ ছোঁড়ারা?

আই। ঐ পাঠশালার।

নীরজা। এখন সংবাদ কি?

আই। দাঁড়া বোন একটু জিরুই।

নীরজা। আ মরণ,—সব কথা কইতে পারেন, কেবল ঐ কথাটি পারেন না।

আই। পায়ের গিঁট আর নাই।

নীরজা। পায়ের গিঁট নাই ত কার কি?

আই। তাই বল্‌ছি বোন, গিচি মা।

নীরজা। আই তোর পায় পড়ি যা হ'ক বল, আমরা বাড়ি যাই।

আই। আর এক সময় আসিস্, এখন ঘাড় কামড়াচ্চে, বুড়-মানুষ কিনা।

নীরজা। বলনা আমরা যাই।

আই। বড় হাঁপিয়ে ছি।

নীরজা। তুমি মর্‌বে কবে?

আই। মলেই ত বাঁচি বোন্।

সুহাসিনী নীরজার কানে কানে কি বলিলে, নীরজা পাঁচটী টাকা আইর হাতে দিল।

আই তখন কাঁদিতে আরম্ভ করিল। নীরজা বলিল "মরণ কাঁদ্‌চ কেন?"

আই। কাঁদ্‌ব না; তোদের যেমন ভালবাসার শ্রী, বাপন সুহা-সিনীর কাকাকে মেরে ফেলেছে।

নীরজা। মেরে ফেলেছে কি?

আই। কে জানে মা, মা বল্‌চি বোন্, গায়ের লোকেরা আজ সকালে দেখেছে সুহাসের কাকা মরে বড়পুকুরের পাড়ে পড়ে আছে;

কে তার গলা টিপে মেরে ফেলেছে। সকলে বল্‌ছে যে কালি রাত্রে বিপিনের সঙ্গে তার ঝগড়া হয়েছিল বলে হয়ত, সে তাকে মেরে ফেলেছে।

সুহাসিনী কাঁদিতে লাগিল।

নীরজা "বিপিন কি এত গোঁয়ার?"

সুহাসিনী বলিল "নীরজে! আমি সকল যন্ত্রণা—সকল কথা অম্লানবদনে সহ্য কর্‌তে পারি, কিন্তু বিপিনের কোন অপবাদ সহ্য কর্‌তে পারি না। সখি! তুমি সে হৃদয় যে কত কারুণের আবাস স্থল তাহা জাননা, যদি জান্‌তে তাহা হ'লে আজি কখন তাহার অখ্যাতি কর্‌তে পার্‌তে না। ভবিতব্যতার লিখন কে খণ্ডাইতে সক্ষম। আহা! কাকা আমায় কত ভাল বাস্‌তেন, কত স্নেহ কর্‌তেন। নীরজে সে যত্ন আর আমায় কে কর্‌বে? আমি এমনি হতভাগিনী যে সেই স্নেহাধার—হারালাম। এ জন্মে আর তাঁহাকে দেখ্‌তে পাব না। নীরজে! ইহা অপেক্ষা আর অধিক দুঃখ কি আছে? কিন্তু সখি! বিপিন তাঁকে মেরে ফেলেছেন, একথা আমি বিশ্বাস করি না, আর যদি একথা সত্যই হয়, তাহা হলেও আমি অদ্য যে কেবল দুঃখী হয়েছি তাহা নয়, আমার সুখেরও ইয়ত্বা নাই, কাকার মৃত্যু শোচনীয় বটে, কিন্তু পক্ষান্তরে বিপিনের আত্ম রক্ষা সর্ব্বতোভাবে সুখকর। নীরজে! যে আঘাতে কাকা প্রাণত্যাগ করেছেন, সেই আঘাতে অদ্য যদ্যপি বিপিন প্রাণে মরিতেন, তাহা হ'লে কি হ'ত? নীরজে! আর আমি কাঁদ্‌ব না, বিপিন যে জীবিত আছে, ইহা অপেক্ষা অধিক সুখকর আর কি হ'তে পারে? সখি! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও, যে তিনি আমার জীবন সর্ব্বস্ব ধন বিপিনকে অসংখ্য বিপদ হ'তে ত্রাণ করেছেন।

নীরজা কহিল—"কাকা ত আর কচি ছেলে নয়, যে বিপিন তাব

গলা টিপে মেরে ফেল্‌বে? অনেক অনেক দেশ দেখেছি, এমন দেশ কখন দেখিনি। এখানকার লোকেরা সত্যকে মিথ্যা কর্‌তে পারে, আর মিথ্যাকে সত্য কর্‌তে পারে। বিপিন কাকাকে মেরেছে একথা আমার ও বিশ্বাস হয় না। আমার বোধ হয় এ তাঁর সেই গুপ্ত পিরীতের ফল!

সুহাসিনী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া আইর দিকে ফিরিয়া বলিল—"আই, কাকার মৃত্যু সংবাদ শুনে আমি যে তোমা অপেক্ষা দুঃখিত হয়েছি সন্দেহ নাই, কিন্তু তোমার পায় পড়ি একটী কথা বল।

আই। কি বল্‌ব?

সুহা। কি বল্‌বে?—বিপিন তোমায় কি বল্‌লেন।

আই। তার সঙ্গে ত দেখা কর্‌তে বলেছে।

সুহা। কোথায়?

আই। রায়েদের বাগানের বটতলায়।

সুহা। কখন।

আই। সন্ধ্যার পর।

সুহা। তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, আই আর পাঁচটী টাকা।

এই বলিয়া আইর হস্তে টাকা প্রদান করিল, আই টাকা গ্রহণ করিয়া বলিল—" ভগবান তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করুন।"

সুহাসিনী ও নীরজা গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দেশান্তরী।

সন্ধ্যা হইতে না হইতে সুহাসিনী নীরজার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া রায়েদের বাগানের দিকে চলিল। তথায় যে বটবৃক্ষতলে সাক্ষাতের কথা ছিল, সেই বটবৃক্ষের নিকট যাইয়া দাঁড়াইল। ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। সুহাসিনীর হৃদয়ে এক প্রকার বীভৎস ভাবের উদয় হইল, সুহাসিনীর চক্ষে জল আসিল, সুহাসিনী ঊর্দ্ধদিকে করপুটে কহিল—"হে ভবানিপতি! আমার যদি তোমার পদে অচলা ভক্তি থাকে, তবে যেন আমার বিপিনের পদে কুশাঙ্কুরও বিদ্ধ হয় না।" ক্রমে সান্ধ্যগগণে তারাহার পরিয়া শশধর উদয় হইল। শশধর যেন সেই তরুতলে সুহাসিনীর অপূর্ব্ব রূপমাধুরী অবলোকন করিতেই অঙ্কাংশ উঠিয়াছে। শশধরের কিরণ জাল যেন কেবলমাত্র বৃক্ষেই নিপতিত হইয়াছে। আর কোথাও নাই, তবু কে জানে নিকটস্থ সরোবরে কেন কুমুদিনী হাসিতেছে।

শশধরকে দেখিয়া যেন প্রকৃতি সতী হাসিতে লাগিল। চাঁদ বড় সুরসিক; এক একবার এক এক খণ্ড নীরদ কোলে লুকাইতে লাগিল, প্রকৃতি অমনি বিরসবদনে বিষাদমূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিল। সুধাংশু অমনি হাসিয়া বদন বাহির করিল, অনন্ত প্রকৃতিও যেন সহসা হাসির তরঙ্গে নাচিয়া উঠিল। সরসীবক্ষে কুমুদিনী নাচিল; কুমুদিনী নাচিল,—তাহার সঙ্গে সঙ্গে জলও কাঁপিল। শশধর মেঘের পশ্চাতে ছুটিল। অসংখ্য তারকারাজিও তাহার অনুধাবন করিল, প্রকৃতিও সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল।

সুহাসিনী গগণপটে পূর্ণচন্দ্রকে দেখিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল, মনে করিল চন্দ্র হইতে বুঝি অন্তরাল হইয়াছি, আবার চাহিয়া দেখিল, চন্দ্রও তাঁহার সহিত আসিয়াছে, সুহাসিনীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিতেছে। সুহাসিনী শশধরকে হাসিতে দেখিয়া কিছু লজ্জিত হইল। মনে মনে বলিল—"চাঁদ এ তোমার কি অভ্যাস, তুমি আমায় দেখে হাস কেন? গবাক্ষ দ্বার উন্মোচন করে যখন আমি শায়িত হয়ে বিপিনকে ভাবি, তখনও দেখেছি তুমি বাতায়ন দিয়ে দৃষ্টি-সঞ্চালন করে হাস। চাঁদ হয়ত তুমি অন্তর্য্যামী হয়ত তুমি আমার ভবিষ্যত আশা দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পাও। হয়ত বিপিন আমার হবে না সুতরাং তুমি আমার আশা দেখে হাস্‌ছ।

এবার সুহাসিনী কাঁদিল, বলিল "শশধর অধিনীর প্রতি কৃপা কর, আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমার বিপিনকে আমায় দাও।" আবার আকাশের দিকে চাহিল—দেখিল তখনও চন্দ্র হাসিতেছে, তখনও তাহার দিকে হাসিমুখে দৃষ্টিপ্রয়োগ করিতেছে। সুহাসিনী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অবনতমস্তকে মৃত্তিকায় দৃষ্টি সংলগ্ন করিল।

এমত সময়ে দূরে একটি অশ্বপদশব্দ শ্রুত হইল, শব্দ ক্রমশঃ অধিকতর হইল, সুহাসিনী দেখিল একটি যোদ্ধ অশ্ব পৃষ্ঠে আসিতেছেন। অশ্ব বটবৃক্ষ নিকটে আসিয়া থামিল, অশ্বারোহী অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া কহিলেন "সুহাসিনি!"

সুহাসিনী অন্তরাল হইতে বহির্গতা হইয়া কহিল "একি বেশ বিপিন?"

বিপিন। বিদেশ যাত্রার বেশ।

সুহা। তুমি দেশান্তরী হইবে?

বিপিন। আর যে উপায় নাই।

সুহা। কেন বিপিন?

বিপিন। সুহাসিনি! গ্রামসুদ্ধ সকল লোকই অন্যায় করিয়া আমার বিপক্ষতাচরণ করিতেছে, তোমার পিতার কুহকে পড়িয়া সকলেই আমাকে রাজদ্বারে প্রেরণ করিতে কৃতসংকল্প করিয়াছে। আমি, নৃশংস সিরাজউদ্দৌল্লা কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইবার নিমিত্ত এ দেশে থাকিব?—সুহাসিনি! আর এক কথা, আমি যে তোমার কাল্লুকে মারিয়াছি, এ কথা কি তুমি বিশ্বাস কর?—যদ্যপি করিয়া থাক, সুহাসিনি তোমার মিনতি করি, আমায় বল, তোমার সমক্ষে আমার প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করি।

সুহা। কিসের প্রায়শ্চিত্ত বিপিন!

বিপিন। তোমার বিশ্বাসের!

সুহাসিনীর চক্ষে জল আসিল বলিল "বিপিন যদ্যপি এ কথা বিশ্বাস করিয়া থাকি, তবে ঈশ্বর যেন আমার মস্তকে এখনি বজ্রপাত করেন। বিপিন! প্রাণেশ্বর! আমি তোমায় যে কত ভালবাসি তাহা তুমি কি জানিবে?

বিপিন। না সুহাসিনী ও কথা বলিও না আমি তাহা জানি।

সুহা। জান.

বিপিন। জানি।

সুহাসিনী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "তবে আমায় ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবে, আমার দশা কি হইবে?"

বিপিন। যদি বিধাতা দিন দেন তবে সাক্ষাৎ হইবে।

সুহা। তোমার অদর্শনে বাঁচিব?

বিপিন। কি করিবে সুহাসিনি, ঈশ্বর প্রতিবাদী হইলে কে তাহার সহায়তা করিবে?

সুহা। আমায় লইয়া চল, তুমি যেখানে যাইবে আমি ছায়ার ন্যায় তথায় তোমার অনুগামিনী হইব।

বিপিন। তোমার কোমল হৃদয় বিদেশ ভ্রমণজনিত ক্লেশ কখনই সহ্য করিতে পারিবে না।

সুহা। বিপিন অমন কথা মুখে আনিও না, আমি তাহাতে অনন্ত সুখানুভব করিব।

বিপিন। পারিবে?

সুহা। পারিব।

বিপিন। তবে অদ্য আমি যাই—পরশ্ব দিবস, এই সময়ে এইস্থানে একখানি শিবিকা ও তদুপযুক্ত বাহক দেখিবে। তুমি নিঃশঙ্ক হৃদয়ে শিবিকায় প্রবেশ করিও।

সুহা। আমি তোমার সহিত পদব্রজে যাইব।

বিপিন। সুহাসিনি! তাহা তুমি পারিবে না, প্রাণ থাকিতে আমি তোমায় পদব্রজে এই সকল কুটিল পথে ভ্রমণ করিতে দিতে পারিব না। প্রাণেশ্বরি! এ দেহে প্রাণ থাকিতে কি তোমার বিস্মৃত হইতে পারিব? সুহাসিনি! আমার কথা শুন অদ্য গৃহে যাও, নির্দ্ধারিত দিনে এখানে আসিও, আমার সহিত মিলিত হইবে, নির্জ্জন পর্ব্বতে বাস করিয়া অনন্ত সুখে কালাতিপাত করিব। আমি অদ্য অশ্বপৃষ্ঠে অনেক দূর যাইব, কি জানি, যদ্যপি কেহ সন্ধান পায়, তাহা হইলে আমাকে সাধ্যমতে বিপদগ্রস্থ করিতে চেষ্টা করিবে।

সুহাসিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "বিপিন! আমি জগতের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি, কিন্তু তোমার বিরহ যন্ত্রণা এক মুহূর্ত্ত সহ্য করিতে পারি না। প্রাণেশ্বর! আমি তৃষিত চাতকিনীর ন্যায় তোমার দর্শন লাভ প্রতীক্ষা করিয়া জীবনধারণ করিব, দেখিও আমায় অনন্ত পাথারে ভাসাইও না, আমায় প্রাণে মারিও না।

বিপিন সুহাসিনীকে বক্ষে ধারণ করিয়া মুখচুম্বন করিলেন, বলিলেন "সুহাসিনি! যে পর্য্যন্ত তোমার দেখা না পাইব, ততক্ষণ জীবন্মৃত

রহিব। প্রিয়ে এখন আসি বিদায় দাও। আমার এ অবস্থায় অবস্থান করা বিপদ কর।”

সুহাসিনী কোন কথা কহিল না, নীরবে কাঁদিতে লাগিল। বিপিন তাহার নয়ন জল মুছাইলেন—আর একবার মুখচুম্বন করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া কহিলেন “সুহাসিনি! অদ্য আসি, তুমি গৃহে যাও।”

সুহাসিনী নীরব হইয়া রহিল। কিন্তু চক্ষু মানিল না, মুক্তবলীর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া নয়নাশ্রু ভূমি চুম্বন করিতে লাগিল। বিপিন অশ্বকে কষাঘাত করিলেন, অশ্ব তীরবেগে ছুটিল, সুহাসিনী যতক্ষণ অশ্বকে দেখিতে পাইল, ততক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। এক একবার চক্ষের জলে দৃষ্টিরোধ হইতে লাগিল, সুহাসিনী বসনাঞ্চলে চক্ষের জল মুছিয়া আবার দেখিতে লাগিল।

বিপিন অনেকদূর যাইয়া পশ্চাৎদিকে ফিরিয়া দেখিলেন, সুহাসিনী এখনও সেইস্থানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তিনি আর নয়ন বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। রুমাল দিয়া চক্ষু মুছিয়া আবার অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

সুহাসিনী সেইস্থানে চিত্র পুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মানা, চক্ষে আকাশ পাতাল মর্ত্ত ঘুরিতেছে। পৃথিবীশূন্যময় যেন ধূমপূর্ণ, দেখিতে দেখিতে সহসা সুহাসিনী মৃত্তিকা উপরে নিপতিতা হইল, তাহার সংজ্ঞা অন্তর্হিত হইল।

এমত সময়ে একটী রমণী আসিয়া সুহাসিনীকে ক্ষণেক বীজন করিল, মুখে, কানে, নাকে, ফুৎকার দিল, নিকটস্থ সরোবর হইতে স্বীয় অঞ্চল সিক্ত করিয়া, জল আনিয়া তাহার বদন মণ্ডলে দিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে সুহাসিনীর জ্ঞানের সঞ্চার হইতেছে দেখিয়া সে ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

সুহাসিনীর জ্ঞান-সঞ্চার হইবামাত্র চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিল, তখনও চন্দ্র তাহার দিক চাহিয়া হাসিতেছে। সুহাসিনী একটি

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল " বিপিন তুমি কোথায় ? " বাগেতে কষ্ট বোধ হইল, মনে মনে বলিল "একি, আমি এত দুর্ব্বল কেন, আমি নিদ্রা গিয়াছিলাম, না মূর্চ্ছিতা হইয়াছিল। আমার অঙ্গে জল আসিল কোথা হইতে ? হয়ত, আমার মূর্চ্ছিতাবস্থায় বিপিন জল দিয়া থাকবে। বিপিন হয়ত ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি হয়ত আবার জল আনিতে গিয়াছেন, এখনি আসিবেন এখন।" এইরূপে আশার কুহকে পতিত হইয়া সুহাসিনী অনেকক্ষণ সেইস্থানে উপবেশন করিয়া রহিল, কিন্তু কেহ আসিল না। তখন সুহাসিনীর ভয় হইল, মনে করিল "তবে কে আমার বদনে সলিল সিঞ্চন করিয়াছিল।" আবার ভাবিল " রাত্রি ত অনেক হইয়াছে, পিতা হয়ত গৃহে আসিয়াছেন, কি বলিবেন কি জানি।"

সুহাসিনী সাহসে ভর করিয়া ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিল, তাহার পা কাঁপিতেছে। মস্তক ঘুরিতেছে। হৃদয় দুর দুর করিতেছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নীরজা ও সুহাসিনী।

সুহাসিনী ও নীরজা তাহাদের একটি প্রকোষ্ঠে উপবেশন করিয়া রহিয়াছে, তখন মার্ত্তণ্ড দেব তাঁহার প্রখরকিরণজাল বিকীরণ করিতেছিলেন, সেই কিরণে সমগ্র সংসার যেন দগ্ধ হইতেছিল। নীরজা একটি তালবৃন্ত দ্বারা বীজন করিতেছিল।

ক্ষণেক উভয়ে মৌন রহিয়া নীরজা কহিল, "সুহাসিনি তুমি কোন সাহসে গৃহত্যাগ করিবে ?"

সুহা। এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিলে নীরজা?

নীরজা। পুরুষে চিরদিন কাহাকে ভালবাসিয়াছে?

সুহা। না বাসিতে পারে, কিন্তু বিপিন কি না বাসিবে?

নীরজা। কেন বাসিবে?

সুহা। আমি জানি, যে তিনি আমায় অন্তরের সহিত ভালবাসেন।

নীরজা। ভালবাসেন, না প্রলোভন দেখান?

সুহা। না সখি, সে দেবদুর্ল্লভ হৃদয়ে কি কপটতা প্রবেশ করিতে পারে?

নীরজা। আশাতেই ত মানুষ বাঁচে।

সুহা। সখি, আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে তিনি আমার অস্নেহ করিলেও, আমি আজীবন তাঁহার চরণ ধ্যান করিব।

নীরজা। কেন করিবে?

সুহা। আমি করিতে বাধ্য।

নীরজা হাসিয়া কহিল "কেন?"

সুহা। আমি তাঁহার চির অনুগত দাসী বলে,—তিনি আমার জীবনের একমাত্র সার পতি বলে।

নীরজা। বিপিন তোমার পতি?

সুহা। অবশ্য,—প্রথানুসারে যদিও আমাদের বিবাহ হয় নাই, তথাপি তিনিই আমার পতি।

নীরজা। এ এক নূতন কথা বটে।

সুহা। আমার পক্ষে বড়ই পুরাতন।

নীরজা। পিতামাতাকে একবারে ভুলিবে?

সুহা। নীরজা, পিতামাতাকে বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব, কিন্তু বিপিনের জন্য তাঁহাদের অদর্শন জনিত ব্যথা আমি অম্লানবদনে সহ্য করিব।

নীরজা এ কথার কোন উত্তর দিল না, অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। সুহাসিনী বলিল " সখি কি ভাবিতেছ ? "

নীরজা যেন ত্রস্ত হইয়া কহিল " কই কিছু না। "

সুহা। সে কি সখি, তোমার প্রত্যেক কথায় কিছু মাখান রহিয়াছে, তথাপি বলিতেছ কিছু না।

নীরজা। সুহাসিনি তুমি কি আমায় বিশ্বাস কর ?

সুহা। সম্পূর্ণ করি, প্রাণ অপেক্ষা অধিক করি।

নীরজা। আমি যাহা করি, তাহা তোমার হিতের জন্য তাহা কি জান ?

সুহা। জানি।

নীরজা। তবে আমার একটি কথা রাখিবে ?

সুহা। রাখিব।

নীরজা। গৃহত্যাগিনী হইও না।

সুহা। কেন ?

নীরজা। বিপিন তোমায় ত্যাগ করিলে কোথায় দাঁড়াইবে ?

সুহা। চিতায় !

নীরজা। এই কি প্রেমের পরিণাম ?

সুহা। না সখি ! সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিয়া অর্চ্চনা করিব।

নীরজা। তাহাতে কি সুখ ?

সুহা। স্ত্রীলোকের আবার তাহা অপেক্ষা কি অধিক সুখ হইতে পারে ?

নীরজা। যদি তাহা হয়, তবে কেন এখন হইতে করনা ?

সুহা। বিপিন কি মনে করিবে ?

নীরজা। কিছু না।

সুহা। আমার হৃদয় মানিবে কেন ?

নীরজা। তবে নলিনী ভ্রমরের প্রেম করগে।

সুহা। সখি!, আজি একথা বলিতেছ কেন ?

নীরজা। তোমার ভবিষ্যত তমোময় দেখিয়া।

সুহা।, কিসে জানিলে ?

নীরজা। চিন্তায়।

সুহা। সে চিন্তা ভ্রম।

নীরজা। তুমি সুখিনী হও, কিন্তু শেষের পথ রাখিও।

সুহা। বনবাসীরাও ত প্রাণধারণ করে।

নীরজা। তুমি কি সেরূপে থাকিতে পারিবে ?

সুহা। তবে নারী জন্ম কেন ?

নীরজা। সখি! আমার কথা রাখ, বিপিনকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিও না।

সুহা। কেন

নীরজা। সে কথায় কাজ নাই।

সুহাসিনীর বদন শুষ্ক হইয়া গেল বলিল "বলিবে না ?"

নীরজা। বিপিনের আজি সন্ধ্যার সময় তোমায় লইয়া যাইবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি কল্য সন্ধ্যার সময় আমায় বলিয়া গিয়াছেন, যে আর দুদিন পরে লইয়া যাইবেন।

সুহা। তবে হয়ত শিবিকার স্থির করিতে পারেন নাই।

নীরজা। তাহাও হইতে পারে।

সুহা। আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না কেন ?

নীরজা। পাছে তাঁহার আগমন প্রকাশ হয় বলিয়া।

সুহা। সখি! এই জন্য কি তুমি আমার বিপিনকে বিস্মৃত হইতে কহিতেছিলে ?

নীরজা। আমার ধারণা হইয়াছিল যে, তিনি তোমায় বিস্মৃত হইয়াছেন।

সুহা। নীরজে! আমার এই দুইদিন গৃহে বাস করিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে। আমি সহস্র বৎসরের কারাবাস যাতনা অনুভব করিব।

নীরজা। কি করিবে সখি!

সুহাসিনী তাহার কোন উত্তর না দিয়া বিমর্ষভাবে রহিল।

এদিকে দিবা অবসান প্রায়, মধ্যগগণ ত্যাগ করিয়া দিননাথ প্রাচীতি দেশ আশ্রম করিতেছেন, পক্ষীগণ ইতস্ততঃ নিড়ান্বেষণে ধাবিত হইতেছে। কুন্দদন্তে অধর টিপিয়া—দর্পণ সম্মুখে যুবতীরা কেশ রচনা করিতেছে। মনে মনে কত কি ভাবিতেছে, অমনি অধর টিপিয়া হাসিতেছে। কেহ বা এদিক ওদিক চাহিয়া দর্পনে স্বীয় স্ফীতবক্ষের প্রতিবিম্ব দেখিয়া মনে মনে হরষিত হইতেছে।

এমত সময়ে নীরজা বলিল "চুল বাঁধিবেনা?"

সুহাসিনী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল "কাহার জন্য কেশের শোভা সম্পাদন করিব?"

নীরজা। তবে আমি এখন আসি।

সুহা। আবার কখন আসিবে?

নীরজা। কাল প্রাতে।

সুহা। আজ আসিবে না?

নীরজা। আজ আর আসিতে পারিব না।

সুহাসিনী আর কোন কথা কহিল না। নীরজা ঈষৎ হাসিয়া ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিল। নীরজার মুখভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, সে যেন কোন গুরুতর কার্য্য করিবে। পাঠক! আইস আমরা তাহার সঙ্গে যাই।

নীরজা আপনার আলয়ে গমন করিল, তথায় অতি সুরুচির সহিত কেশদাম রচিত করিল। তাম্বুল পাত্র হইতে

তাম্বুল গ্রহণ করিয়া চর্ব্বণ করিতে করিতে একটি মনোহর কারু কার্য্য সম্পন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া গৃহ হইতে বহিষ্ক্রান্তা হইল। পথ ঘাট বাটী পুষ্করণী প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া ক্রমশ গ্রামের প্রান্ত ভাগে উপস্থিত হইল। পাঠক! এ স্থানটি কি চিনিতে পারিয়াছ? ইহা সেই রঞ্জয়দের বাগান।

নীরজা তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল বাহক চতুষ্টয় ও শিবিকা রহিয়াছে। নীরজাকে দেখিয়া তাহারা বলিল "পাল্‌কিতে উঠন, বিলম্বে অনিষ্ট হইতে পারে।"

নীরজা কোন কথা না কহিয়া শিবিকা আরোহণ করিল, বাহকেরাও কোন কথা না কহিয়া শিবিকা স্কন্ধে করিয়া চলিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আশাভঙ্গ।

রমণী চারি পাঁচ দিবস দিবা রাত্র শিবিকারোহণে চলিল। বহুসংখ্যক বাহক থাকায় পথিমধ্যে কিছু মাত্র বিলম্ব হইলনা। পাঁচ দিবসের পর রমণী দূরে একটী মেঘমালা সদৃশ বস্তু দেখিতে পাইয়া বাহকদিগকে জিজ্ঞাসা করিল "এটি কি?"

বাহকেরা উত্তর করিল "বিন্ধ্যাচল।"

রমণী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল "আমরা কথায় যাইব?"

বাহকেরা উত্তর করিল "ঐ বিন্ধ্যাচলে।"

রমণী আর কোন কথা কহিল না, বাহকেরা শিবিকা স্কন্ধে দ্রুত-পদে চলিল। তখন অপরাহ্ণ হইয়াছে, বৃক্ষ শাখায় সূর্য্য-কিরণ ক্রীড়া করিতেছে। বিন্ধ্যাচ[illegible]

করিতেছে। সেই সূর্য্য কিরণে বিন্ধ্যাচল এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। তুষার রাশিতে সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া অশেষ বিধ বর্ণে রঞ্জিত হইয়া এক অলোক সামান্য বর্ণ ধারণ করিয়াছে। ক্রমে তপন দেবের তেজ হ্রাস হইয়া আসিল, বিন্ধ্যাচলের সে শোভা অপসারিত হইয়া গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ঘন অন্ধকারে মেদিনী গ্রাস করিল। তখন পর্ব্বতের দৃশ্য ভয়াবহ, ভীতিবিহ্বল লোকের হৃদয়ে আরও আতঙ্ক জন্মাইয়া দেয়, কিন্তু যে প্রকৃতির শোভা ব্যতীত অপর কোন দৃশ্য দেখিতে জানেনা, তাহার পক্ষে এ দৃশ্য বড় আনন্দপ্রদ। সে দেখে—পর্ব্বতোপরে অসংখ্য মণি মানিক্যাদি জ্বলিতেছে, বিবিধ বর্ণের আলোক চতুর্দ্দিক হইতে বিকীর্ণ হইতেছে। সে শোভা অতি মনোহর, দেখিলেই হৃদয়ে এক অননুভূত আনন্দের উদ্রেক হয়। নীরজা সেই সমস্ত সৌন্দর্য্য অনিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে করিতে যাইতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বাহকেরা শিবিকা সহ পর্ব্বতে উঠিতে লাগিল, ক্রমে পর্ব্বতের সানুদেশে উপস্থিত হইল,—শিবিকা নামাইল। রমণী দেখিল তথায় একটী কুটীর রহিয়াছে, কুটীর মধ্য হইতে একটি রক্তবস্ত্র পরিহিত যুবা পুরুষ বহির্গত হইলেন, রমণী তাহাকে চিনিল, দেখিল তিনি স্বয়ং বিপিন। হৃদয় দুর দুর করিতে লাগিল।

বিপিন শিবিকা সন্নিধানে যাইয়া কহিল "তুমি কুটীরে যাও।"

রমণী কোন কথা না কহিয়া অবগুণ্ঠন দিয়া কুটীর মধ্যে প্রবিষ্টা হইলে, বিপিন বাহক দিগকে তাহাদের পারিশ্রমিক ও যথাযথ পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিলেন। বাহকেরা হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলে, যুবা কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন রমণী অবগুণ্ঠন খুলিয়া বসিয়াছে, যুবা তাহাকে দেখিয়া প্রথমে চমকিয়া উঠিলেন, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন "সুহাসিনী কোথায়?

রমণী কহিল " গৃহে

বিপিন। নীরজা! তুমি এখানে কেন?

নীরজা। আপনাকে সংবাদ দিতে।

বিপিন। তিনি আসিলেন না কেন?

নীরজা। তাঁহার ইচ্ছা।

বিপিন। তুমি আসিলে কেন?

নীরজা। আপনাকে দেখিতে।

বিপিন। নীরজা, তুমি জ্বলন্ত অনলে ঘৃতাহুতি দিলে, সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরই জানেন, যে আমি কি অসহ্য উৎকণ্ঠা অনবরত সহ্য করিতেছি। আজি আমার জীবন সর্ব্বস্ব সুহাসিনীকে বক্ষে ধারণ করিয়া মনে করিয়াছিলাম হৃদয় জুড়াইব, কিন্তু তুমি কি করিবে, ঈশ্বর তাহাতে বাদ সাধিলেন।

নীরজা কাঁদিল, চক্ষের জল মুছিয়া কহিল " বিপিন! আমিও যে অসহ্য উৎকণ্ঠা সহ্য করিতেছি, তাহা ও যদ্যপি জানিতে, তাহা হইলে আজি তুমিও আমায় এরূপে সম্ভাষণ করিতেনা। তোমায় পাইবার আশায় পিতা মাতা কুল শীল সমস্ত ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, আমার এতদিনের সযত্ন রোপিত আশালতা ছিন্ন করিওনা, আমায় অকুল সাগরে ভাসাইওনা।

বিপিন। তোমার হৃদয়ে যদি সে আশা করিয়া থাক, তাহা হইলে অন্যায় করিয়াছ; আমি তোমায় স্নেহময়ী ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ করি, আশা করি, তুমিও আমায় ভ্রাতার ন্যায় ভাল বসিবে। নীরজা, আমার অনুরোধ রাখ, আমায় বিস্মৃত হও। আমাকে হৃদয় মধ্যে স্থান দিলে, অসুখ ব্যতীত কখন সুখ পাইবে না। এই নবীন বয়সে এ হতভাগ্যকে হৃদয় মধ্যে স্থান দিয়া কেন সকল সুখে জলাঞ্জলি দিবে?

নীরজা। কাহাকে বিস্মৃত হইব, তোমায়? এ জীবনে যদি

তাহা পারিব, তবে এত দূর আসিব কেন, দেশে কি মরিবার স্থান ছিলনা ?

বিপিন কোন উত্তর দিলেন না। নীরজা পুনরপি বলিতে লাগিল দেখ বিপিন আমি তোমার জন্য কিনা করিয়াছি, আমার শৈশব সহচরী সরলা প্রেমপূর্ণ সুহাসিনীকে প্রবঞ্চনা করিয়া তোমার নিকট আসিয়াছি, তাহার হৃদয়ে জ্বলন্ত অঙ্গার নিক্ষেপ করিতে একবারও দ্বিধা করিনাই। সুহাসিনী সেই নিদারুণ শোক সন্তপ্ত হইয়া বাঁচিবে কি না তাহাও জানি না।

বিপিনের চক্ষে জল আসিল বলিল "নীরজা! মনে করিতাম, রমণী বড় সরলা, কিন্তু সে বিশ্বাস আজি ঘুচিল।"

নীরজা। সুধু আমার সম্বন্ধে, না সকলের সম্বন্ধে ?

বিপিন। পৃথিবী সম্বন্ধে, কিন্তু সুহাসিনী সম্বন্ধে নয়।

নীরজা ঈষৎ হাসিয়া কহিল "আপনি এখনও সুহাসিনীর আশা করেন ?"

বিপিন। যদি সুহাসিনীর আশা ত্যাগ করিব, তবে কাহার আশায় জীবন ধারণ করিব ?

নীরজা। আমার আশা পুরিবেনা ?

বিপিন। নিশ্চয়ই না।

নীরজা। তবে আমি বিদায় হই ?

বিপিন। এ নিশীথ সময়ে অপরিচিত স্থানে একাকিনী কোথায় যাইবে ?

নীরজা। কোথায় থাকিব ?

বিপিন। আমার আশ্রয়ে।

নীরজা। পর পুরুষের সহিত ?

বিপিন। তাহাতে দোষ কি ?

নীরজা। সম্পূর্ণ।

বিপিন। তবে কি বন্য জন্তুর উদরস্থ হইতে বাসনা কর?

নীরজা। তাহাতেই বা ভয় কি?

বিপিন কোন কথা কহিলেন না দেখিয়া, নীরজা ধীরে ধীরে কুটীর হইতে বহির্গত হইল। বিপিন তখন বলিলেন "আমার কথা রাখ, এ রাত্রে যাইও না।"

নীরজা। আপনি আমার আশা পূর্ণ করিতে স্বীকার করুন।

নীরজা বিপিনকে তাহার কোন উত্তর দিতে না দেখিয়া বলিল, "তবে আর আমাকে বাধা দিবেন না, আমরা পরপুরুষের সহিত রাত্রি যাপন করিতে ঘৃণা করি। আপনার কুটীরে থাকিয়া এই প্রাণের বোঝা রক্ষা করা অপেক্ষা, বন্য জন্তুর উদর আমার বাঞ্ছণীয় স্থান।

বিপিন আর কোন কথা কহিলেন না। রমণী মৃদুপাদবিক্ষেপে সেই দুর্গম পথে একাকিনী প্রস্থান করিল। কোথায় যাইবে, কোন দিকে যাইতেছে, তাহার স্থির নাই; তথাপি চলিল। এখনি হয়ত হিংস্রক জন্তুর উদরস্থ হইবে, তথাপি বিপিনের নিষেধ বাক্য অবহেলা করিয়া সেই পর্ব্বতের কুটিল পথ আশ্রয় করিল।

রমণী প্রস্থান করিলে বিপিন অনেকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে উপবিষ্ট হইয়া রহিলেন। পরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "সুহাসিনি! এত দিনে তোমার আশা ত্যাগ করিতে হইল! নীরজা, তুমিই আমার আশা ভঙ্গের কি একমাত্র কারণ হইলে।" আবার নিস্তব্ধ হইলেন পরে কহিলেন "না সুহাসিনি তোমার আশা ত্যাগ করা অমার সাধ্যাতীত। যাহার বদন মাধুরী একপল স্মরণ ব্যতীত থাকিতে পারি না, তাহাকে কি কখন বিস্মৃত হইতে পারি? যদি বিস্মৃত হইতে পারিতাম, তাহা হইলে ত সুখ পাইতাম, কিন্তু বিস্মৃত হইতে পারিব না, অথচ অনন্তকাল হৃদয়ে আগুন জ্বলিবে। বিধাতঃ

তোমার লিপি কে খণ্ডাইবে? আমি ত ক্ষুদ্র নর। আশার তরঙ্গে অনবরত দুলিতেছি, এক একবার মনে করি, ঈশ্বর উপাসনায় নিরত হইয়া সে বদন বিস্মৃত হইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু বিধাতঃ তাহাতেও তুমি প্রতিবাদী। ঈশ্বর উপাসনা দূরে রাখিয়া সেই সরুণাময়ী পবিত্রতাপূর্ণ সুহাসিনীর বদন ধ্যান করি।" বিপিনের চক্ষে জল আসিল, চক্ষু হইতে জল অপসারিত করিয়া আবার নীরব হইয়া গাঢ় চিন্তায় মগ্ন হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

আশার ছলনা।

নীরজা বিদায় গ্রহণ করিয়া ঘোর অরণ্যানীমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সেই ভয়াবহ স্থানে নিঃশঙ্ক হৃদয়ে রজনী অতিবাহিত করিল, যে স্থানে অতি সাহসী পুরুষও রাত্রি যাপন করিতে ভীত হয়, সে স্থানে নীরজা নির্ভয়ে রাত্রিবাস করিল, বস্তুত নীরজার হৃদয়ে প্রাণ ধারণ ইচ্ছা বড় বলবতী ছিল না। নীরজার হৃদয়ে আতঙ্ক উদ্রেক করিতে নিশাদেবী অধিককাল রহিলেন না। ক্রমে পার্ব্বতীয় প্রদেশে প্রভাতী বায়ু ধীরে ধীরে বহিল, পক্ষীগণ কাকলী করিতে করিতে ইতস্ততঃ প্রস্থান করিল। পর্ব্বত প্রদেশ চিত্রিত করিতে করিতে পূর্ব্বদিকে তপনদেব তাঁহার বাল্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া উদিত হইলেন। তখন নীরজা পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল, তাঁহার হৃদয়ের অনেক ভার অপসারিত হইল, জীবনের আশা বলবতী হইল। মনে মনে বলিল "কেন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে বাসনা করিয়াছিলাম। ঈশ্বর আমাদিগকে যে পুরুষ বধ করিবার অব্যর্থ

আস্তুৰ দিয়াছেন একবার তাহা প্রয়োগ করি না কেন? তাহাতে কি বিপিনকে বশ্য করিতে পারিব না? অবশ্য পারিব। যে শর সংযোজনা ভবানীপতি সহ্য করিতে পারেন নাই, তাহা কি ক্ষুদ্র নর বিপিন সহ্য করিবে?" আবার অনেকক্ষণ কি ভাবিল, পরে বলিল "যদি কৃতকার্য্য না হই?" আবার বলিল "যদি কৃতকার্য্য না হই, তবে আমার এ রূপ কি? তবে আবার কোন মুখে এ রূপের প্রশংসা করি?"—ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিল "তবে কি এখনই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব?—না না তাহার সময় আছে।"

নীরজা কতকগুলি ফল আহরণ করিল, একটি তরুতলে উপবেশন করিয়া তাহা ভক্ষণ করিয়া সেই তরুতলে শয়ন করিল। রজনীর অধিকাংশ ভাগই অনিদ্রায় অতিবাহিত হইয়াছিল, সুতরাং সেই তরুতলে বিশ্রাম করিতে করিতে নীরজা নিদ্রিতা হইল।

এদিকে বিপিন আহারার্থ ফল মূল অহরণ করিতে করিতে সেই তরুতলে আসিয়া উপস্থিত; নীরজাকে দেখিয়া তিনি কিঞ্চিত আনন্দিত হইলেন। তাঁহার আহারিয় কতিপয় ফল তাহার নিকট রাখিয়া প্রস্থান করিবেন, এমত সময়ে নীরজার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। নীরজা নিদ্রা ভঙ্গে বিপিনকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিতা হইল, কি করিবে কি বলিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

বিপিন বলিলেন "নিরজা তুমি দেশে যাইবে কি?"

নীরজা। দেশে কাহার জন্য যাইব?

বিপিন। এখানে কাহার জন্য থাকিবে?

নীরজা। তোমার জন্য।

বিপিন ঘৃণা সহকারে বলিলেন "স্ত্রীলোকের হৃদয় কি এত নীচ?"

নীরজার সে কথা সহিল না, বলিল "স্ত্রী লোকের হৃদয় নীচ নহে, তবে ভালবাসিয়া নীচ হইয়া থাকিবে।

বিপিন। এখন কি করিবে স্থির করিয়াছ?

নীরজা। সে সংবাদে আপনার কি হইবে?

বিপিন। তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ, না হয় আমি তোমার কিছু উপকার করি।

নীরজা। এ অধিনী আপনার নিকট কোন প্রকার উপকারের আর প্রত্যাশা করে না, কিন্তু এ টুকু স্থির জানিবেন, যে বিজলী মানবের নয়ন বিমোহিত করে, আবার সেই বিজলীই মানবের প্রাণ-নাশ করে।

বিপিন ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন " নীরজা তুমি কি এখনও বিশ্বাস কর, যে আমি তোমার নিকট কোন উপকারের প্রত্যাশা করি?"

নীরজা সদর্পে কহিল " সম্পূর্ণ করি, আপনি চিরকাল আমার নিকট উপকার প্রত্যাশা করিয়াছেন, এবং এখনও করেন।"

বিপিন ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন " নীরজা তুমি কি আমায় ভয় দেখাইতেছ?"

নীরজা। কেন?

বিপিন। তোমার প্রসাদভোগী করিতে?

নীরজা। আপনার প্রণয় আমি তৃণ অপেক্ষাও তুচ্ছ জ্ঞান করি।

বিপিন। শুনিয়া সুখী হইলাম।

নীরজা। এ ফল মুল কেন?

বিপিন। তোমার আহারার্থ।

নীরজা। আপনার অনুকম্পায় জীবনধারণ করিব?

বিপিন। না হয় খাইওনা।

নীরজা। আপনি এখানে কেন?

বিপিন। বিদায় হইতেছি।

নীরজা। আজ্ঞা হউন।

বিপিন আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

নীরজা তখন গাত্রোত্থান করিয়া উৎস নীরে আপনার বসন ধৌত করিল, পরিচ্ছদাদি পারিপাট্যের সহিত পরিধান করিল। বিপিন প্রদত্ত ফলগুলি ভক্ষণ করিয়া জলপান করিয়া সেই উৎস সন্নিকটে উপবেশন করিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিল। এমত সময়ে কে তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। উৎস সলিলে তাঁহার ছায়া নিপতিত দেখিয়া নীরজা চমকিয়া উঠিল, পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল একটি সুন্দর যুবাপুরুষ। যুবকটির বয়ঃক্রম অন্যূন পঞ্চবিংশতিবর্ষ। উন্নত নাসিকা, সুটানা নয়ন, চাপাদৃশ ভ্রূ-যুগল, উজ্জ্বল কান্তি, ও মনোহর ওষ্ঠদ্বয়, তাঁহার সৌন্দর্য্যের পরিচয় দিতেছিল।

নীরজা অকস্মাৎ সেই যুবাটিকে দেখিয়া কি করিবে তাহার স্থির করিতে পারিতেছিল না। তাহার হৃদয় দুর দুর করিতেছিল, চক্ষে আশ্চর্য্যের চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছিল।

যুবাটি তাহাকে তদাবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সুন্দরী আপনি কে?"

নীরজা। অসহায়া রমণী, আপনি কে?

যুবক। আমি বিহারী।

রমণী আর কোন উত্তর করিল না। যুবক বলিলেন "আপনি কিরূপে এখানে আসিলেন?

নীরজা। সে অনেক কথা।

যুবক। এক্ষণে কি করিবেন স্থির করিয়াছেন?

নীরজা। লোকালয়ে যাইব।

যুবক। আপনার বাটী কোথায়?

নীরজা। অনেকদূর।

যুবক। কোন্ দেশ?

নীরজা। "এ অবস্থায় দেশের নাম মুখে আনিতে লজ্জিত হই।

যুবক। চিনিয়া দেশে যাইতে পারিবেন?

নীরজা। দেশে ত যাইব না।

যুবক। তবে কোথায়?

নীরজা। অন্যত্রে।

যুবক। কিরূপে যাইবেন?

নীরজা। যেরূপে লোকে অজানিত দেশে যায়।

যুবক। আমার সহিত যাইবেন?

নীরজা। কোথায়?

যুবক। মুর্শিদাবাদ।

নীরজা। যেখানে নরপিশাচ শিরাজউদ্দৌলা বাস করে?

যুবক। সে সম্বন্ধে কোন ভয় করিবেন না।

নীরজা আর কোন উত্তর দিল না দেখিয়া যুবক বলিলেন "তবে আমার সঙ্গে আসুন।"

নীরজা নিঃশব্দে তাঁহার অনুসরণ করিল, কিয়দ্দূর যাইয়া দেখিল শিবিকা বাহক ও রক্ষীবর্গ রহিয়াছে, এবং একটি ক্ষুদ্র শিবিরও সন্নিবেশিত রহিয়াছে। যুবক রমণীকে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে কহিলেন। তথায় আহারাদির পর সন্ধ্যার সময় তাঁহারা শিবিকা-রোহণে মুর্শিদাবাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

ঘোর পরিবর্ত্তন।

কএক দিবস পরে নীরজা মুর্শিদাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইল, তথায় একটি বৃহৎ অট্টালিকা মধ্যে স্থান পাইল। কোন স্থানে এমত বৃহৎ বাটী আছে বা হইতে পারে, নীরজা কখন তাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই, সুতরাং মুর্শিদাবাদের জাঁকজমক দেখিয়া নীরজা বড় আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়াছিল। নীরজা দেখিল, দ্বারে দ্বারে শানিত কৃপান হস্তে কৃতান্তসম রক্ষীবর্গ ইতস্ততঃ পরিক্রমন পূর্ব্বক প্রহরাকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। অসংখ্য দাস দাসী গৃহাধিবাসীগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। গৃহ সমস্ত অতিশয় পরিপাট্য ও সৌন্দর্য্যতার সহিত সুসজ্জিত। কাহার গৃহ যে এত সুন্দর আছে, নীরজা তাহা পূর্ব্বে জানিত না, সুতরাং এ সমস্ত বিভবাদি দেখিয়া নীরজা একবারে আশ্চর্য্যান্বিতা মুগ্ধা ও বিমোহিতা হইয়াছিল।

নীরজা সেই প্রাসাদসম অট্টালিকার একটী প্রকোষ্ঠে অনেকক্ষণ উপবিষ্টা থাকিয়া তাহার শিখরদেশে পরিভ্রমণ করিতে গেল, যাহা দেখিল তাহা নীরজা কখন দেখে নাই। মনোহর অট্টালিকা শ্রেণী নীরজাকে স্তম্ভিত করিল, নীরজা অনিমেষ লোচনে গৃহ সমূহের পারিপাট্য বিলোকন করিতে লাগিল। যেদিকে নয়ন ফিরায়, সেই দিকেই অট্টালিকা, সেই দিকেই সুন্দর কুসুমোদ্যান, নীরজা বিস্ময়াপ্লুত-চিত্তে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতেছে, এমত সময়ে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত ব্যক্তি আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। আগন্তুক কহিলেন "আপনার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল ত ?"

নীরজা। “আপাততঃ বটে।

আগন্তুক। শুনিয়া সুখী হইলাম।

নীরজা। মহাশয়! এখন আপনার পরিচয় দিন, আমার শুভানুধ্যায়ীর নাম শুনিয়া পরিতৃপ্ত হই।

আগন্তুক। আমার নাম কমল সেঠ, জগৎ সেঠের নাম শুনিয়াছেন কি? আমি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র।

নীরজা ক্ষণেক মৌনী হইয়া কহিল “এ গলগ্রহ আর কেন? বিদায় করুন না।”

কমল। দাসের প্রতি এত নিদয় কেন?

নীরজা। এ সম্ভাষণ সম্মান সূচক নয়।

কমল। প্রাণ পরিতোষক বটে।

নীরজা। হৃদয় প্রদাহক।

কমল। এক্ষণে আপনার পরিচয় দিয়া পরিতৃপ্ত করুন।

নীরজা। আমার আবার পরিচয় কি? আমি স্ত্রীলোক এই পর্য্যন্তই আমার পরিচয়।

কমল। সে পরিচয় ত অনেক দিন পাইয়াছি।

নীরজা। তদপেক্ষা আর অধিক কিছু পাইবেন না।

কমল। এখন না পাই সময়েও ত পাইব।

নীরজা। মহাশয় আশ্রিত অবলার সহিত বিদ্রূপ করা কি আপনার ন্যায় লোকের উচিত কার্য্য?

কমল। প্রাণেশ্বরি! বলিতে কি, যে পর্য্যন্ত তোমার ঐ শশী মুখ নিরীক্ষণ করিয়াছি, সে পর্য্যন্ত আর আমাতে আমি নাই আমার প্রতি কৃপাকটাক্ষ বিতরণ কর, আমি কৃতার্থ হই।

নীরজার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, বলিল “মহাশয়, যদি ঈশ্বর থাকেন তবে আপনার বাক্যের সমুচিত প্রতিফল পাইবেন। কিন্তু সাবধান অবলারা প্রতিহিংসা সাধনে নিতান্ত পরাঙ্মুখ নহে।

কমল। প্রিয়ে তুমি কি আমায় ভয় দেখাইতেছ ?

নীরজা। আপনি কেন আমার কথায় ভীত হইবেন।

কমল। তবে হাসিমুখে আমার বক্ষে এস, আমার প্রাণ শীতল হউক।

নীরজার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, সর্ব্ব শরীর ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিল, কথা কহিতে পারিল না, তখন কমল আবার বলিলেন প্রিয়ে তোমার রাগ বা অভিমান কোন ফলপ্রদ নহে, আমায় প্রতি প্রসন্না হও নতুবা উপায় নাই।

নীরজা দম্ভভরে বলিল "যতক্ষণ প্রাণ আছে, ততক্ষণ উপায়ও আছে।"

কমল। প্রাণেশ্বরি ! আমি কি তোমার প্রণয় পাত্র হইবার উপ-যুক্ত নহি।

নীরজা। আপনার হৃদয় পশুবৎ জানিলে এ গৃহে পদার্পণও করিতাম না।

কমল ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "সে যাহা হইবার তাহাত হইয়াছে, এখন কিরূপ আদেশ হয় ? দেখ তুমি আমার এই অতুল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র অধিশ্বরী হইবে।"

নীরজা ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে কহিল "পথে পথে ভিক্ষা করিয়া জীবনপোষণ করাও শ্লাঘনীয়, তথাপি আপনার ঐশ্বর্য্য আমার নিকট তৃণ অপেক্ষাও তুচ্ছ পদার্থ।

কমল ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "তবে এখন বিদায় হই ?"

নীরজা সদর্পে কহিল "এখনি, কিন্তু আমাকেও বিদায় দিন।"

কমল তাহার কোন প্রতি উত্তর না দিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলেন।

এমত সময়ে তথায় একজন বৃদ্ধা দাসী আসিল, দাসীকে দেখিয়া নীরজা আর হৃদয়-বেগ সম্বরণ করিতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিল; এবং একে একে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। দাসী নীরজাকে অনেক আশান্বিতা করিল।

দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব অস্তাচল শিখরাবলম্বন করিলেন, কাঁপিতে কাঁপিতে সূর্য্যের স্তিমিত রশ্মি অত্যুচ্চ গহশিখর ক্ষণেক অবলম্বন করিল, পরে তথা হইতে আকাশে এবং ক্রমে বিলীন হইল। জগৎ সেঠের বাটী বিকম্পিত করিয়া সান্ধ্যকালীন দেব সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল।

এমত সময় বৃদ্ধা বলিল "আইস নীচে যাই।"

নীরজা তাহার অনুসরণ করিল, উভয়ে একটী প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল, তথায় দাসী নীরজাকে নানাবিধ সুখাদ্য প্রদান করিল, নীরজার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে নানা প্রকার অনুরোধ ও দিব্য দিয়া আহার করাইতে লাগিল। আহার করিতে করিতে নীরজার মস্তক ঘুরিয়া উঠিল, নীরজা সেইস্থানেই শয়ন করিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাসীর বদনে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল, দেখিল দাসীর বদনে ঈষৎ হাসি দেখা যাইতেছে; নীরজার চক্ষে জল আসিল। ক্রমে নীরজার চক্ষু মুদ্রিত ও জ্ঞান অপসারিত হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

অবলার প্রাণ।

রাত্রি প্রভাতপ্রায়, গৃহমধ্যে এখনও কাচাধারে দীপ জ্বলিতেছে, নৈশ গগণের শোভা হ্রাস করিয়া এক একটী করিয়া তারকারাজি রাত্রির নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিতেছে। এমত সময়ে নীরজার জ্ঞান হইল, চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিল কে তাহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। চিনিল—সেই নরপিশাচ কমল। চমকিয়া বাহুলতাপাশ ছিন্ন করিল।

কমল নিদ্রাভঙ্গে মৃদু হাসিয়া আবার তাহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইল।

নীরজা সর্পিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া কহিল "পামর সাবধান, নারী-হৃদয় কোমল হইলেও তোমার প্রাণনাশে কুণ্ঠিত হইবে না।"

কমল পুনরপি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "আর কেন—যাহা হইবার তাহাত হইয়াছে, তোমার সতীত্ব ত বিনষ্ট হইয়াছে, তবে কেন এ অধিনের প্রতি কৃপা করিয়া তাহাকে সুখী করিতে কুণ্ঠিত হও?"

নীরজা কাঁদিল। অজস্র কাঁদিতে লাগিল, কমল কত সান্ত্বনা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অনেকক্ষণ পরে কহিল "আপনি কি ভাল কাজ করিয়াছেন?"

কমল। করি নাই সত্য—কিন্তু মন যে মানে না, সুন্দরি আমায় ক্ষমা কর, আমায় সুখী কর।

নীরজা সদর্পে কহিল 'আমি অনন্তকাল এ কলঙ্কের বোঝা মাথায় করিয়া পথে পথে ভিক্ষা করিব, তথাপি আপনার ন্যায় নৃশংসের সুখাভিলাষিণী হইব না।" নীরজা আবার কাঁদিতে লাগিল. মান

মনে বলিল "কে বলে ঈশ্বর আছেন, যদ্যপি ঈশ্বর থাকিতেন তাহা হইলে এ বিপদে কি এ অবলাকে রক্ষা করিতে পারিতেন না। আমি মূর্খের ন্যায় ভবিতব্যতার উপর নির্ভর করিয়া এই পাষণ্ডের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু কে বলে ভবিতব্যতা সত্য, কে অদৃষ্ট-বাদিত্ব স্বীকার করে? যে স্বীকার করে সে মূর্খ। নর আপনার কার্য্যফল ভোগ করে, ঈশ্বর কাহার অদৃষ্ট নির্দ্দেশ করেন না, যদি করেন তবে তিনি আবার ঈশ্বর কোথায়, তিনি অতি নীচ, অতি হেয়, আমারও ঘৃণার পাত্র।" নীরজা আবার বস্ত্রাঞ্চলে স্বীয় বদন লুক্কায়িত করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কমল পূর্ব্বে মনে করিয়াছিল যে নীরজার সতীত্ব নষ্ট হইলে সে অগত্যা তাঁহার গণিকা হইবে, কিন্তু তাঁহার সে আশা ব্যর্থ হইল। কমলের অনুনয় বিনয় প্রলোভন যত্ন প্রভৃতি কিছুই নীরজাকে সান্ত্বনা করিতে পারিল না। কমলের অনুনয়ে নীরজা বরং সমধিক রোষ পরতন্ত্রা হইতে লাগিল। অগত্যা উষা সমাগম দেখিয়া কমল নীরজাকে রাখিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন নীরজা একাকিনী সেই গৃহমধ্যে আপন অদৃষ্ট চিন্তা করিয়া কাঁদিতে লাগিল। আপনাকে মনে মনে অসংখ্য ধিক্কার দিল।

ক্রমে উষাসহ বালার্ক কিরণ গৃহমধ্যে দেখা দিল। তখন নীরজা মনে মনে ভাবিতেছিল যে, কি উপায়ে এ পুরী হইতে বহির্গত হইবে। মানব হৃদয়ের কি অবিরাম গতি, যে নীরজা জগৎ সেঠের বাটী দেখিয়া আনন্দে বিভোর হইয়াছিল আজি—এই দ্বাদশ ঘণ্টা অতীত হইয়াছে মাত্র—নীরজা তাহাকে কারাবৎ ভাবিতেছে, ত্যাগ করিতে পারিলে কৃতার্থ হয়। নীরজা একমনে পরিত্রাণ চেষ্টা করিতেছে, এমত সময়ে সেই পূর্ব্ব রাত্রের সেই দাসী আসিয়া অধর প্রান্তে মৃদু হাসিয়া কহিল "রাণী মা! এখন কেমন আছেন?"

নীরজার হৃদয় বহ্নিতে কে যেন ঘৃতাহুতি প্রদান করিল। নীরজা

কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া কহিল "হাঁ বাছা তোমার তিনকাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, কিন্তু এইরূপ করে কি এক জনার সর্ব্বনাশ করিতে হয়?"

দাসী। কি কর্‌ব বল মা, এ হ'ল আমার ব্যবসায়। আর আমি তোমার সুখ বই দুঃখের জন্য ত করি নাই। এত রাজসংসার। আর বাবু যে তোমায় ভালবাসেন!

নীরজা। তোমার বাবুর ভালবাসারও মুখে ঝাঁটা, তোমারও মুখে ঝাঁটা। এ ব্যবসা করে লোকের সর্ব্বনাশ না করে ভিক্ষা কর্‌লে কি পেট ভরেনা?

দাসী ঈষৎ হাসিয়া কহিল "পেট ভরে মা, মেয়ের সোণা দানা হয় না।"

নীরজা। আমায় কেন পূর্ব্বে বল নাই, আমি তোমায় গহনা দিতাম।

দাসী হাসিয়া কহিল "এবার হইতে বলিব।"

নীরজার এ বিদ্রূপ সহ্য হইল না বলিল "তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।"

দাসী হাসিয়া কহিল "আমি যাইতেছি,—বাবুকে ডাকিয়া দিব কি?"

নীরজা তাহার কোন উত্তর না দিয়া সমধিক মর্ম্ম পীড়িতা ও ব্যথিতা হইয়া কাঁদিতে লাগিল। দাসী হাসিতে হাসিতে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পরিতাপ।

নবাব সেরাজউদ্দৌলার সময়ে মুর্শিদাবাদ—মুর্শিদাবাদ কেন সমস্ত বঙ্গদেশ যে কি ভয়াবহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, তাহা যাঁহারা বাঙ্গলার ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। সুন্দরী যুবতীগণের ত্রাসের আর ইয়ত্বা ছিল না। অধিক কি পিতামাতা সুন্দরীর পরিবর্ত্তে কুৎসিত কন্যা কামনা করিতেন। এই সময়ে নীরজা সাহসে ভর করিয়া তাহার রূপের বোঝা লইয়া মুর্শিদাবাদ আসিয়াছে। যদিও নবাব কর্ত্তৃক নীরজার এখনও কোন অনিষ্ট হয় নাই, তথাপি আমরা নীরজার সাহসকে ধন্যবাদ দি।

আমাদের পূর্ব্ব পরিচিতা দাসীর একটী সধোবা কন্যা ছিল। কন্যার বয়ঃক্রম সপ্তদশ বৎসর—কোলে একটী দুগ্ধ পোষ্য শিশু, স্বামী রঘুনাথ জগৎ সেঠেদের বাটীতে খাতা পত্র লেখে ; মাসে ৮্ টাকা মাত্র বেতন পায়। সেই আট টাকায় সস্তার সময়ে রমানাথ কষ্টে কালাতিপাত করিত, তাহার দুঃখে এক অনন্ত সুখ ছিল—স্ত্রীর প্রেম। বৃদ্ধার কন্যা—বৃদ্ধার গৃহে থাকিত না। স্বতন্ত্র গৃহে বাস করিত। বৃদ্ধার চরিত্র দোষই তাহার একমাত্র কারণ। কিন্তু বৃদ্ধা কন্যাকে বড় ভালবাসিত। প্রত্যহ একবার করিয়া তাহাকে দেখিয়া আসিত। মধ্যে মধ্যে টাকাটা সিকাটাও দিত।

বৃদ্ধা দাসীর ঘর জগৎ সেঠের বাটীর পশ্চিমদিকে। দুইটী খড়ের শয়ন ঘর, একটী গোশালা ও একটী পাকশালা। দাসী এই বয়সে কত স্ত্রীলোকের যে সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। যদি পরলোকে বিচার থাকে, তাহা হইলে বৃদ্ধা দাসীর যে কি হইবে. তাহা

চিন্তা করিলেও, সংজ্ঞাভ্রষ্ট হইতে হয়। কিন্তু এত পাপ করিয়াও বৃদ্ধা চারিটী খড়ের ঘর, দুইটী গাভি, পিতল কাঁসার সামান্য বাসন ও তৈজসাদি ব্যতীত অপর কিছুই করিতে পারে নাই।

বৃদ্ধা দাসী কমল সেঠের সেই প্রমোদ কাননের গৃহ পরিষ্কার করিতেছে এমত সময়ে একজন স্ত্রীলোক আসিয়া কহিল "আই শীঘ্র তোমার জামাই বাটী যাও, তাদের বড় বিপদ।"

বৃদ্ধা চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি হইয়াছে?"

রমণী। আর হ'বে কি মাথা মুণ্ড, নবাব বাহাদুর দিদিকে ধরে নিয়ে গেছে।

বৃদ্ধার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল "ওমা আমার ননীর পুতুল রে, কি হ'ল রে।" বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জামাই বাটীর দিকে ছুটিল।

সেখানে যাইয়া দেখে—বাটী লোকারণ্য, শিশু সন্তানটী কাঁদিতেছে। একটী যুবা তাহাকে সান্ত্বনা করিতেছে। কিন্তু সে বালক তাহা শুনিবে কেন, মাতৃবিহনে আর্ত্তস্বরে রোদন কারিতেছে। জামতা রমানাথ বহির্দ্দারের নিকট পড়িয়া কাঁদিতেছে। জনতা বিষণ্ন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য যে এত লোকমধ্যে একটীও স্ত্রীলোক নাই। এই দুর্ঘটনায় রমণীগণ গৃহের অর্গল বন্ধ করিয়াছে। পথি মধ্যে বাহির হইতেছে না। বৃদ্ধা যাইয়াই সেই শিশু সন্তানটীকে কোলে লইয়া "হা ভগবান্ তোর মনে এই ছিল রে, আমার কচি মেয়ে রে, কি হ'ল রে। আমার সে যে কিছু জানে না রে, বাপ্ রে। আমার কপালে কেন এত দুঃখ রে, পোড়া বিধিরে।" এই বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে একটী একটী করিয়া গুটিকত পরিপক্ক বয়স্কা স্ত্রীলোক আসিতে লাগিল। তাহারা নানা মত বৃদ্ধাকে বুঝাইতে লাগিল। বৃদ্ধা নাসিকা ঝাড়িয়া রোদন করিয়া কহিল "মা! আমি যে কখন কার অনিষ্ট করিনি মা, আমার কপালে কেন এত দুঃখ মা!"

নীরজা। মহাশয়! যাহা করিয়াছেন উত্তমই করিয়াছেন, ঈশ্বর-ইচ্ছা হয় ক্ষমা করিবেন। কিন্তু আমায় আর ক্লেশ দিবেন না,—ছাড়িয়া দিন।

কমল। কাহাকে ছাড়িয়া দিব সুন্দরি—তোমায়? তবে আমার দশা কি হইবে?

নীরজা। তবে কি অনাহারে আমায় মৃত দেখিয়া সুখী হইবেন?

কমল। সে কি সুন্দরি! তুমি যাহা খাইতে চাহিবে এ দাস তৎক্ষণাৎ তাহাই দিবে।

নীরজা। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে আপনার আবাসে জলস্পর্শও করিব না।

কমল অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, অঝোরে কাঁদিলেন, নীরজার পদপ্রান্তে পতিত হইতেও দ্বিধা করিলেন না, কিন্তু তাঁহার সকল আশা, সকল যত্ন ব্যর্থ হইল। তখন কমল ভাবিলেন যে, নীরজাকে হস্তগত করা দুই একদিনের কর্ম্ম নহে,—কাল বিলম্ব হইবে। আবার ভাবিলেন যে, নীরজা যদ্যপি আহার না করে, তবে উপায়? মন বলিল,—অনাহারে কদিন থাকিবে, আহার করিবে বইকি। কমলের বদন হর্ষোৎফুল্ল হইল। কমল আপন ভাবে আপনি গদগদ হইয়া নীরজার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতঃ কহিলেন "তবে এখন আসি? আমি কোন ক্রমেই তোমার আশা ত্যাগ করিতে পারিব না, সুন্দরি তোমার মোহিনী মূর্ত্তি হৃদয়ে এত গাঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছে, যে তাহা বিস্মৃত হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু প্রিয়ে তুমি বড় নিষ্ঠুর!"

নীরজা কমলের কোন কথারই উত্তর দিল না। আপন মনে অঞ্চলে বদনাবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কমল ধীরে ধীরে ভগ্ন হৃদয়ে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ

হইয়াছে, আজি অমাবস্যা তিথি তৃতীয়া সুতরাং ইতি মধ্যেই চন্দ্রের মৃদু আলোক স্তিমিত প্রায়,—ক্রমে অন্ধকারে পরিণত হইল, প্রকৃতি নবীন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জীবগণের হৃদয়ে নবভাব সমুদিত করিতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

——00*00——

পরিত্রাণ।

নীরজা এই সময়ে এতদবস্থায় অবস্থিত, এমত সময়ে সেই কন্যা-হারা দাসী আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। দাসীকে দেখিয়া নীরজার প্রাণ চমকিয়া উঠিল। কিন্তু এবার আর দাসীর পূর্ব্ববৎ পরিহাস নাই, সেই বৃদ্ধ বয়সের নিবস্তুচক্ষে আর সে বিলোল কটাক্ষ নাই। সে অঙ্গভঙ্গি, সে রসালাপ, সে বিদ্রূপ প্রভৃতি আর কিছুই নাই। দাসীর এরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া নীরজা স্তম্ভিতা ও আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "হাঁ মা তুমি এত বিষন্ন কেন ?"

শুভক্ষণে নীরজা দাসীকে "মা" বলিয়াছিল। "মা" বাণী শুনিয়া দাসীর হৃদয় যেন আর্দ্র হইয়া গেল। দাসী—"মাগো এ সংসারে এ পোড়াকপালীকে মা বলিতে আর কেহ নাই।" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

নীরজা মনে করিল বুঝি দাসীর একটী কন্যা ছিল তাহার মৃত্যু হইয়াছে, সুতরাং দুঃখ সহকারে জিজ্ঞাসিল "আহা এমন করে হ'ল, যমের জ্বালায় আর সুখী হবার উপায় নাই।"

দাসী—"যমে নিলে ত বাঁচতুম মা!" বলিয়া আবার কাঁদিতে লাগিল।

নীরজা তখন সমধিক কৌতুহলাক্রান্তা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল তবে কি হইয়াছে মা ?" নীরজা মা বলা ছাড়িল না।

দাসী তখন নীরজাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। শুনিয়া নীরজা চমকিয়া উঠিল। নীরজার আননে যেন প্রতিহিংসা রূপ আনন্দ সূচক চিহ্ন দেখা দিল। মনে মনে বলিল "ঈশ্বর আছেন বইকি ; এই আমার অনিষ্টের ফল ত হাতে হাতে ফলিল।" আবার ভাবিল "আচ্ছা আমার ইহা কোন পাপ হইল ?" মনে হইল "সুহাসিনী" নীরজা চমকিয়া উঠিল, বদন বিশুষ্ক হইল। নীরজা বাহ্য জগতের আস্থাশূন্য হইল, নীরজার চক্ষে পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল ; জ্ঞান বিকল হইল, বুদ্ধি নষ্ট হইল। বলিল "কি মনের আশা পূরিবে না ? যদি এক দিনের জন্যও বিপিনকে না পাই তাহা হইলে আর এ প্রাণের বোঝা বহিব না। ইহাতে যে কোন পাপ হউক না, যে কোন অপরাধ হউক না, আমি তাহা তৃনানুতৃণ তুচ্ছ জ্ঞান করিব। বিপিন সুহাসিনীকে ভালবাসিবে কিন্তু আমায় ঘৃণা করিবে!—ইহা আমি প্রাণ থাকিতে সহ্য করিতে পারিব না।"

ভাবিতে ভাবিতে নীরজার চিবুকদেশ রক্তিমাভ হইল। চক্ষু বিঘূর্ণিত হইল। দাসী দেখিয়া ভয় পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল অমন করিতেছ কেন মা ?"

নীরজা কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল "কই কিছুই ত করি নাই।"

দাসী। সেকি মা আমায় লুকাও কেন, তুমি আজ হইতে আমার কন্যা হইলে।

নীরজা সুযোগ পাইয়া বলিল "তোমা বলিলে কি হইবে ?"

দাসী। সাধ্যমত তাহার প্রতিকারের উপায় করিব।

নীরজা বলিল “ তবে আমায় এ যমপুরি হইতে পরিত্রাণ করিয়া মাতার ন্যায় কার্য্য কর। ”

দাসী সদন্তে বলিল “ তাহাই করিব। ” দাসী এবার কাঁদিল বলিল “ মা! তোমার সর্ব্বনাশ করিয়াই আমার এ সর্ব্বনাশ হইয়াছে, কত সতীর সতীত্ব নষ্টের কারণ হইয়াছি, কিন্তু তোমার ন্যায় কাহাকেও বিষাদিত হইতে দেখি নাই। মা! সেই পাপেই আমার বৃদ্ধ বয়সে এই মনস্তাপ ঘটিয়াছে। ”

নীরজা স্বীয় অঞ্চল দ্বারা বৃদ্ধার নয়ন যুগল মুছাইয়া দিল। দাসী বলিল “ তবে আর বিলম্ব করিও না এ রাত্রেই প্রস্থান করিতে হইবে, আমি যে এখানে আসিয়াছি তাহা কেহ জানে না, অতএব তোমাকে মুক্তি করিবার এই উত্তম সময়। ”

নীরজা। চল যাইতেছি।

দাসী। এ বেশে তোমায় কে পথ ছাড়িবে? আমার বস্ত্র পরিধান কর। আমি আর একখানা ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিতেছি।

নীরজা তাহাই করিল। পরে উভয়ে ধীরে ধীরে কমল সেঠের বাটীর একটী গুপ্ত দ্বার দিয়া বহিষ্কৃত হইল। সেঠের বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নীরজা বড়ই আহ্লাদিতা হইল। তাহার হৃদয় যেন নবরসে উত্তেজিত হইল,—উৎসাহে উৎফুল্ল হইল। যে প্রকৃতি শোভা পূর্ব্বে বিষতুল্য অনুভব হইতেছিল, এখন তাহা সমধিক প্রীতিপ্রদ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এ আনন্দেও বিষাদ ছিল, নীরজা সতত সচকিত নয়নে পশ্চাৎদিকে দৃষ্টি করিতেছিল, যে কেহ তাহাদিগকে ধৃত করিতে আসিতেছে কি না; নীরজার হৃদয়ে এ সময়ে যুগপৎ হর্ষ ও ভীতি উপস্থিত হইতেছিল, এতদুভয় ভাবের বিমিশ্রন কিরূপ তাহা সমভাব গ্রস্থ ব্যক্তি ব্যতীত অপরকে বুঝান সহজ নহে। নীরজা সেই উভয় ভাবকে হৃদয়

মধ্যে স্থান দিয়া বিষাদের তাড়নায় ও অপূর্ব্ব উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া বৃদ্ধা দাসীর সহিত চলিল। তখন রাত্রি একাদশ ঘটিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রকৃতি পূর্ব্বাপেক্ষা গম্ভীর।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ঘোর বিপদ।

সেই কৃষ্ণান্ধকারময়ী রজনীতে নীরজা অকুতোভয়ে ও উল্লাস সহকারে দাসীর সহিত চলিল। কোথায় যাইতেছে তাহার স্থিরতা নাই। কাহার নিকট যাইতেছে তাহাও জানে না, অপরিচিত স্থানে যাইয়া সেই হতভাগিনীর ভাগ্য—প্রসন্ন কি অপ্রসন্না হইবে তাহাও জ্ঞাত নহে। যে পূর্ব্ব দিবস তাহার সর্ব্বনাশ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, সেই পিশাচিনীর সহিত কোন য পুরীতে যাইতেছে তাহারও নিশ্চয়তা নাই, তথাপি নীরজা দাসীর সহিত যাইতেছে। অনেক দূর উভয়ে নীরবে চলিল পরে নীরজা জিজ্ঞাসা করিল "হাঁ মা আমারা কোথায় যাইতেছি?"

দাসী। আমার গৃহে।

নীরজা। এখান হইতে কত দূর?

দাসী। অধিক দূর নয়।

আবার কতকদূর যাইয়া নীরজা পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল "এখন কত দূর?"

দাসী। অধিক দূর ত নয় তুমি কি ক্লান্ত হইয়া ?

নীরজা নীরব হইয়া রহিল।

দাসী জিজ্ঞাসা করিল "আজ কি কিছুই খাও নাই।"

নীরজা এবারেও নীরব রহিল।

তখন দাসী কহিল "আ মরি মরি যেটের বাছা আমার, তা আমায় আগে বল নাই কেন ?

নীরজা বলিল "তাহার নিমিত্ত ভাবিত হইও না—চল।"

দাসী। তা কি হয় মা, চল তোমায় আগে খাওয়াইতেছি।

নীরজা। না আমি কাহার বাটীতে খাইব না।

দাসী। তাহাতে লজ্জা কি ?

নীরজা আবার বলিল "না"।

দাসী বলিল "আচ্ছা তুমি রাস্তায় একবার দাঁড়াইও, আমি তোমার নিমিত্ত খাদ্যসামগ্রী আনিয়া দিব।"

নীরজা বলিল "থাকুক বাটীতে যাইয়াই আহার করা যাইবে।" দাসী তাহাতে নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিলে নীরজা অগত্যা তাহাতে স্বীকৃতা হইল। কতকদূর যাইয়া দাসী বলিল "মা, তবে তুমি এইখানে দাঁড়াও, আমি তোমার খাবার আনি।"

নীরজা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তথায় অপেক্ষা করিল। বৃদ্ধা অনতিবিলম্বে কতক আহার্য্য বস্তু ও পানীয় আনিয়া নীরজাকে দিল, নীরজা সেই অন্ধকারে পথিমধ্যে বসিয়া তাহা আহার করিল। বলিতে কি নীরজা বড়ই ক্ষুধার্ত্তা হইয়াছিল। আহারাদি সমাপ্ত হইলে আবার দাসী সমভিব্যাহারে চলিল। তখন রজনী একাদশ ঘটিকা উত্তীর্ণ প্রায়। নৈশগগণ ঘনান্ধকারময়—নির্ম্মেঘ পরিচ্ছন্ন—তারকারাজি পরিবেষ্টিত ; সেই কৃষ্ণাসন যেন অসংখ্য হীরক খচিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। গগণ প্রকৃতির নিস্তব্দতার এক প্রকার অপূর্ব্ব শব্দ হইতেছে। কখন কখন শুষ্কপত্রের পতন শব্দ, নীড়ে দাম্পত্য প্রণয়ে বিভোর বিহঙ্গমগণের পক্ষ সঞ্চালনের শব্দ মাত্র শ্রুত হইতেছিল। দূরে কুল কুল স্বরে আপন মনে পুণ্যদা গঙ্গা ধীরে ধীরে বহিতেছে। ভাগিরথী মধুর স্বরে গান করিতে করিতে নাচিতে নাচিতে যেন

ধাইতেছে। সে স্বর কি অপূর্ব্ব—প্রেমিকের মনে তাহা সুধা বর্ষণ করে, বিষাদিনীকে অধিকতর বিষাদিনী করে। তাপসের কর্ণে পবিত্রতা বিধান করে, আজি নীরজার কর্ণে সে স্বর কিরূপ লাগিতেছিল তাহা আমরা বলিতে পারিনা। নীরজা ক্ষণেক যেন উৎকর্ণ হইয়া তাহা শ্রবণ করিল, পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। স্থানে স্থানে বৃক্ষশাখায় খদ্যোত মালা বিভূষিত হইয়া নয়নানন্দ প্রদান করিতেছিল। দূরে ঝিল্লীগণ যেন সে শোভায় আনন্দে আপ্লুত হইয়া বিভুগান করিতেছিল। নীরজা ও দাসী অনেকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে চলিল পরে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দাসী কহিল "আমি যে তোমার উপকার করিলাম, কই তাহার পারিশ্রমিক কিছুই দিলে না ?"

নীরজা। এখনি কি সময় গিয়াছে ?

দাসী। পরে কি স্মরণ থাকিবে ?

"না হয় এখনি লও।" এই বলিয়া নীরজা তাহার কণ্ঠ হইতে একছড়া হার দাসীর হস্তে দিল। দাসী অলঙ্কার হস্তে পাইয়া তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া বড়ই আনন্দিতা হইল, বলিল "মা ! ঈশ্বর তোমায় সুখিনী করুন।"

নীরজা ঈষৎ দুঃখের হাসি হাসিয়া কহিল "আর ঈশ্বর কি করিবেন, তুমি আমায় যেরূপ সুখিনী করিয়াছ তাহা যতকাল বাঁচিব দিব্য স্মরণ থাকিবে।"

দাসী আর কোন কথা কহিল না, উভয়ে বাঙনিষ্পত্তি বিনা চলিল—নীরজার হৃদয় ভবিষ্যত প্রতীক্ষায় কৌতূহল পুর্ণ—পাঠক ! বৃদ্ধার হৃদয় ভাব দেখুন। অনেক দূর যাইয়া দাসী বলিল "কে আছ ?"

সেই গম্ভীর অন্ধকার রজনীর গাঢ় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কে উত্তর দিল "বুড়ি আসিয়াছিস্—সে কোথায় ?"

দাসী। আমার সঙ্গে।

নিমেষ মধ্যে তাহাদের সম্মুখে দুইজন কৃতান্ত সম যোদ্ধৃ পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের মূর্ত্তি দেখিলে প্রাণ শুষ্ক হইয়া যায়। দীর্ঘ শ্মশ্রু—আকর্ণ গুম্ফ—দীর্ঘ নেত্র—বিস্মৃত কপোল—হস্তে উলঙ্গ অসি,—তাহারা নীরজাকে দেখিবামাত্র "এই বটে" বলিয়া তাহাকে স্কন্ধে তুলিল। নীরজা চীৎকার করিয়া উঠিল, দাসীকে অভিসম্পাত করিল। জনৈক যোদ্ধৃ পুরুষ তাহার প্রত্যুত্তরে কহিল "সুন্দরি! এখানে চীৎকার করিলে কে তোমায় রক্ষা করিবে? নিশ্চিন্ত হইয়া চল—তোমার সুখের অবধি রহিবে না।"

নীরজার জ্ঞানাপনোদন হইল, নিকটে বৃহৎ অশ্বদ্বয় সংযুক্ত একটী শকট ছিল, তাহারা তন্মধ্যে নীরজাকে রাখিল। একজন দাসীকে কহিল "তোর কন্যাকে কি আজই চাস্।"

দাসী "হাঁ বাবা," বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

রক্ষী পুরুষ উত্তর করিল "তবে আমাদের সহিত আয়।"

সকলে শকটে উঠিল, শকট তীরবেগে ছুটিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—:o:—

সুহাসিনী।

নীরজা গৃহত্যাগিনী হইলে হরিহর পুরে মহা হুলুস্থূল বাধিয়া গেল। অনেকে অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু কেহই নীরজার নিরুদ্দেশের বিন্দুমাত্র কারণ স্থির করিতে পারিল না। বলা বাহুল্য যে, তাহার পিতা মাতার আর শোকের সীমা রহিল না। সুধু তাই নয়, সুহাসিনী একে বিপিনের শোকে অধীরা, তাহাতে আবার প্রাণ-

ধিকা প্রাণসখীর নিরুদ্দেশে সমধিক মর্ম্মপিড়ীতা। সুহাসিনীর মনের কথা বলিবার স্থান ছিল—নীরজা। সুহাসিনী যখন তখন তাহার নিকটে কাঁদিয়া আপন মনের ভার কমাইত, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় সুহাসিনীর সে সখীটী পর্য্যন্ত যে কোথায় গিয়াছে তাহার স্থিরতা নাই। যে দিন নীরজা দেশান্তরী হইয়াছে, সেই দিন দৈব দুর্ব্বিপাকে হরিহর পুরে একটী বাঘের উপদ্রব হয়, সুতরাং আর কেহ ততটা বিশ্বাস করুক বা না করুক সুহাসিনী স্থির করিল নীরজা নিশ্চয়ই ব্যাঘ্রের উদরস্থ হইয়াছে। নতুবা তাহার এ দুঃখের সময় সে কখন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত না।

এখন সুহাসিনীর আর সে শ্রী নাই; সে হাসি নাই—সে উৎসাহ নাই—সে আশাও নাই। সুহাসিনী অবিরত কাঁদে। রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠে, কখন কখন বা স্বপ্নে কাঁদিয়া উঠে। আহারে অনিচ্ছা, স্নানে অনভিলাষ—কেবল ভাল লাগে কাঁদিতে, আর নির্জ্জনে করকপোলিত হইয়া চিন্তা করিতে। যদ্যপি সুহাসিনীর নিকট কেহ বসে, তাহা হইলে সুহাসিনী তথা হইতে প্রস্থান করে; যদ্যপি কেহ আশ্বাস দেয় সুহাসিনী অবাক হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকে। সহসা দেখিলে অতি যে নির্ব্বোধ, যে সংসার জ্ঞান মাত্রের একবিন্দুও জানে না, সেও বুঝে যে সুহাসিনী পাগলিনী।

সুহাসিনীর মাতা অবিরত কাঁদেন, সতত স্বামীকে ধিক্কার দেন, কন্যার ক্লেশের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ব্রাহ্মণ বিনাবাক্য প্রয়োগে তাহা সহ্য করেন, এবং আত্ম দোষ স্বীকার করিয়া আত্ম ভৎসনা করেন।

আজি বেলা অপরাহ্ন, গগন প্রাঙ্গন বৃক্ষচূড়া প্রভৃতিতে এখনও সূর্য্যরশ্মি ক্রীড়া করিতেছে। সরসী সলিল অসংখ্য শল কাটিয়া নব-সুশোভিত হইতেছে। মৃণাল মুদিত, আবার কুমুদিনী হাসিতেছে। পক্ষীগণ বায়ুসাগরে সন্তরণ দিয়া কুলায়াভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে।

গ্রাম্য সুন্দরীরা সহচরীর সহিত পরস্পরে পরস্পরের মনের কথা কহিতে কহিতে কলসীকক্ষে জল আনিতে যাইতেছে। কেহ বা গৃহে সান্ধ্য কার্য্যের আয়োজন করিতেছে, কেহ বা কৌতুকভরে মনোহর কেশ রচনা করিতেছে, ও অনন্যমনা হইয়া বিগত রজনীতে প্রিয়তমের প্রেম সম্ভাষণ ও বিপুল কৌতুক স্মরণ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছে, কত রমণী আবার সন্ধ্যা সমাগম দেখিয়া অশ্রুজলে ধরণীবক্ষ সিক্ত করিতেছে, এমত সময়ে সেই কুসুমোদ্যানে দুঃখিনী সুহাসিনী ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। সুহাসিনী ইতস্ততঃ কি দেখিল, একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "আহা আমি কত যত্ন করিয়া এই উদ্যানটীকে প্রস্তুত করাইয়াছি। বিপিন! মনে করিতাম যখন আমরা বিবাহিত হইব, তখন এই আমাদের প্রমোদ উদ্যান হইবে।" সুহাসিনী চক্ষু মুছিয়া আবার বলিতে লাগিল "কিন্তু বিধাতঃ! তুমি কি নিষ্ঠুর যে আমায় এক দিনের জন্যও সুখিনী করিলে না।" উদ্যানের মধ্যস্থলে একটী গোলাপ প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। সুহাসিনী তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল "আহা একদিন এই গাছে একটী তোরই মত ফুল ফুটে, আমি সযত্নে সেটীকে তুলে বিপিনের হাতে দিলাম, বিপিন সেটীকে আঘ্রাণ করে বল্লেন "প্রিয়ে! এ ফুল তোমারই উপযুক্ত তুমি ইহা হাতে কর, ফুলে কেমন ফুলের শোভা হয় দেখি।" আমি কত লজ্জিত হ'লাম, ফুল আর হাতে করতে পারি না, প্রাণেশ্বর আমার হাতে ফুলটী দিলেন। সেই অবধি আমি গোলাপ বড় ভালবাসি। কিন্তু আজি সেই বৃক্ষে সেই মত গোলাপ ফুটিয়াছে, বিধাতঃ! আমার বিপিন কোথায়? কে ইহার যত্ন বুঝিবে?" সুহাসিনী চক্ষের জল মুছিয়া সে গোলাপটীকে চয়ন করিল, নখদ্বারা তাহা শত ছিন্ন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

অদূরে একটী সুন্দর ইষ্টক নির্ম্মিত ঘাট সম্পন্ন তড়াগ ছিল, সুহাসিনী তাহার সোপানে উপবিষ্ট হইয়া অনেকক্ষণ কি ভাবিতে লাগিল, পরে বলিল " সলিল! কে বলে তুমি শীতল? যদি শীতল হও, তবে একবার আমার প্রাণ শীতল কর দেখি?—পারিবে কি? না না এ কাজ তোমার নয়।" আবার নিস্তব্ধ হইল, পরে বলিল "মৃণালিনি! মনে হয় কতদিন তোমার উপমা করিয়া, আমার ভাবি বিচ্ছেদ চিন্তা করিয়াছি। তোমার দুঃখে কত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু আজি তুমি আমার দুঃখে যে সহানুভূতি প্রকাশ করিলে, ইহাই যথেষ্ট, ইচ্ছা করে যে তোমায় বক্ষে ধারণ করি, তোমায় গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিদগ্ধ প্রাণ শীতল করি।" সুহাসিনী এইরূপে নানা প্রকার দুঃখ করিতেছে—কাঁদিতেছে, পাগলিনীর মত কখন আকাশের দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া আছে, কখন চকিতভাবে পশ্চাৎদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে, কখন বা সলিলে তীব্র দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছে, এমত সময়ে তথায় সুহাসিনীর মাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে দেখিলেন যে সুহাসিনী করকপোলিত হইয়া কাঁদিতেছে। সুহাসিনীর মাতার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল,—চক্ষে জল আসিল। বলিলেন " বিধাতঃ! যদি সংসারে সুখী করিতে এমন স্বর্ণলতা প্রদান করিয়াছ, তবে কেন তাহাকে এত কষ্ট দিতেছ? সুহাসিনি! মনে করিতাম, তোমার সুখ দেখিয়া সুখী হইব। কিন্তু ঈশ্বর তাহাতে বৈরী, আহা আমার সাধের স্বর্ণলতা যেন কালিমাবর্ণ প্রাপ্ত হয়েছে।" সুহাসিনীর মাতা আর তথায় স্থিরভাবে দাঁড়াইতে পারিলেন না,—ধীরে ধীরে সুহাসিনীর নিকটবর্ত্তিনী হইলেন, কিন্তু সুহাসিনী অন্যমনস্কা থাকায় তাহা দেখিতে পাইল না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

——:০:——

মাতৃ সমীপে।

সুহাসিনীর মাতা সুহাসিনীর ঠিক সম্মুখে দাঁড়াইলেন, তথাপি সুহাসিনী তাঁহাকে দেখিতে পাইলনা। তখন ও সুহাসিনী গাঢ় চিন্তায় মগ্না। সুহাসিনীর মাতা বলিলেন "সুহাসিনি!"

সুহাসিনী চমকিয়া উত্তর দিল "কেন মা!"

সুহা, মা। এখানে একা কি কর্‌ছ?

সুহাসিনী তাহার কোন উত্তর দিল না। নীরবে কাঁদিতে লাগিল, সুহাসিনী অশ্রু সম্বরণ করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিল, কিন্তু চক্ষু মানিল না। সুহাসিনীর মাতা তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিলেন "কাঁদ কেন মা?" সুহাসিনীর বদন লজ্জায় শুকাইয়া গেল, জড়িত স্বরে কহিল "নীরজার জন্য।" সুহাসিনীর মাতার চক্ষে জল আসিল, চক্ষু মুছিয়া বলিলেল "সুহাসিনি! তুমি নীরজার জন্য কাঁদিবে তাহা জানি, কিন্তু এখন কাহার জন্য কাঁদিতে ছিলে?"

সুহাসিনী তাহার কোন উত্তর না দিয়া অধোবদনে রহিল।

সুহা, মা। মা! আমি তোমার মন জানি, সুহাসিনি! তুমি বিপিনের জন্য যে উৎকণ্ঠা সহ্য করিতেছ তাহাও জানি। আমি এমনি হতভাগিনী যে তোমার হাসিমুখ দেখিতে পাইলাম না। তোমার চক্ষের জল মুছাইতে পারিলাম না। হয়ত এ জীবনে আর আমার মনসাধ পূর্ণ হইল না।

সুহাসিনীর মাতা কাঁদিতে লাগিলেন, সুহাসিনীও কাঁদিতে লাগিল। অনেকক্ষণ ক্রন্দনের পর সুহাসিনীর মাতা আবার বলিলেন "আর কত কাল এরূপে কাটাইবে?"

সুহাসিনী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল " যত কাল এ পোড়া প্রাণ থাকে। "

সুহা, মা। আমি চিরকালই কি তোমার বিষাদময়ী মূর্ত্তি দেখিব ?

সুহাসিনী। ঈশ্বরের ভবিতব্যতা।

সুহা, মা। লোকে কি বলিবে ?

সুহাসিনী। লোকের কথায় কি হয়।

সুহা, মা। বিপিনকে যদ্যপি না পাওয়া যায় তবে কি আর বিবাহ করিবে না ?

সুহাসিনী। না মা তাহা হইলে আমায় তোমার বিধবা কন্যা মধ্যে গণ্য করিও।

সুহা, মা। বিপিন আজ ছয় মাস দেশত্যাগী, সে যে এ পর্য্যন্ত জীবিত আছে তাহারই বা স্থির কি ?

সুহাসিনীর বদন বিশুষ্ক হইল, বলিল " এ কথা কোথা শুনিলে মা ? "

সুহা, মা। কোথাও শুনি নাই, আমি বলিতেছি। আরও দেখ বিপিন যদ্যপি তোমায় ভাল বাসিত তাহা হইলে একবার না একবার তোমার সহিত গোপনেও সাক্ষাৎ করিত, কিন্তু তাহাই বা কোথায় ?

সুহাসিনীর বদন আরও শুকাইল, ধীরে ধীরে তাহার মাতার ক্রোড়ে শয়ন করিল।

সুহাসিনীর মাতা ডাকিলেন " সুহাসিনি ! " উত্তর নাই—সুহাসিনী জ্ঞান শূন্যা। সুহাসিনীর মাতা সরোবর হইতে জল আনিয়া সুহাসিনীর বদনে দিলেন, অনেকক্ষণ পরে তাহার জ্ঞানের সঞ্চার হইল, চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিল " বিপিন "।

সুহাসিনীর মাতা দেখিলেন, সুহাসিনীর অবস্থা মন্দ, পাগল

হইবার উপক্রম, বদন শুষ্ক, চক্ষু রক্তবর্ণ, ঘূর্ণায়মান। সুহাসিনীর চক্ষে জল দিয়া বলিলেন "সুহাসিনি অমন করিতেছ কেন?"

সুহাসিনী উত্তর করিল "বিপিন।"

সুহা, মা। স্থির হও বিপিন আসিবে।

সুহাসিনী ক্রন্দন করিয়া বলিল "কন্যাকে প্রবঞ্চনা, আমার বিপিন যে নাই মা।"

সুহা, মা। সেকি বিপিন আছে বই কি?

সুহাসিনী হাসিয়া বলিল "হাঁ আছে তা জানি, মা আমায় ছেড়ে দাও আমার বিপিনের কাছে যাই।"

সুহা, মা। চল মা ঘরে যাই।

সুহাসিনী ঔৎসুক্যভাবে জিজ্ঞাসা করিল "হাঁ মা জমের বাড়ীর পথ কম্‌নে?"

সুহাসিনীর মাতা সভীত স্বরে কহিলেন "ঘরে যাই চল।"

সুহাসিনী ক্ষনেক তীব্র দৃষ্টি প্রয়োগ করিয়া রহিল, পরে কহিল "মা! মা! ঐ যে বিপিন, ঐ দেখ আমায় ডাকুচে, আমায় ছাড়—আমায় ছাড়, আমি বিপিনের কাছে যাই।" এই কথা বলিয়া মাতার হস্ত ছাড়াইয়া সুহাসিনী ছুটিল। কত কুসুম লতা, কত কণ্টকী গোলাপী বৃক্ষ পদতলে বিদলিত করিয়া, কণ্টকে শরীর আক্ষত করিয়া ছুটিল,—কণ্টকে অঙ্গ আক্ষত হইল, শোনিত পাত হইল। পরিধান বস্ত্রে পদদ্বয় বিজড়িত হইয়া সুহাসিনী পতিত হইল, তাহার আবার জ্ঞানাপনোদন হইল। আবার কাঁদিতে কাঁদিতে সুহাসিনীর মাতা সুহাসিনীর সুশ্রুষায় নিরতা হইলেন।

সঙ্গে করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিলে ভদ্র কুলোদ্ভ বলিয়া ধারণা হয়। আগন্তুক বলিল "মা আমি অনেকদূ হইতে আসিয়াছি, এই গ্রামে রাত্রি হইল, ভদ্র গৃহস্থের বাটী ব্যতী ত থাকা যায় না, তাই তোমার বাটীতে আসিয়াছি, অদ্য রা এখানে বাস করিতে দিলে পরম উপকৃত হই।"

সুহা, মা। কোথা হইতে আসিতেছ?

বৃদ্ধা। মুর্শিদাবাদ।

সুহা, মা। কোথা যাইবে?

বৃদ্ধা। রংপুর—আমার বাপের বাড়ী।

সুহা, মা। তোমরা কি জাতীয়?

বৃদ্ধা। কায়স্থ।

সুহা, মা। তা মা আমার বাটীতে থাকিবে এ আর বেশি কথ কি। রাত্রে কি খাইবে?

বৃদ্ধা। রাত্রে আর কি খাইব মা?

সুহাসিনীর মাতা "তাও কি হয়" বলিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া অপর কক্ষে গেলেন, দাসীকে পদ ধৌত করিবার জল দিতে কহিয়া আপনি জলযোগের আয়োজন করিয়া দিলেন বৃদ্ধা আহার করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল "তোমার ছেলে পিলে কি মা?"

সুহাসিনীর মাতা "একটী মেয়ে" বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

বৃদ্ধা। নিশ্বাস ফেল্‌লে যে?

সুহা, মা। মেয়েটীর বড় বিপদ মা।

বৃদ্ধা। কি হয়েছে?

সুহা, মা। সে অনেক কথা।

বৃদ্ধা। "যদি বলতে না দোষ থাকে তবে বলনা মা?"

সুহা, মা। সে শুনে আর কি হবে?

বৃদ্ধা। যদি আমার দ্বারা কখন কোন উপকার হয়।

সুহাসিনীর মাতা একে একে সমস্ত প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করিলেন। বৃদ্ধা শ্রবণান্তর একটু মৃদু হাসিল। সুহাসিনীর মাতা তাহা দেখিতে পাইলেন না। বৃদ্ধা বলিল "তাই ত মা শুনে যে হাত পা পেটের ভিতর সেঁদিয়ে যায়।"

সুহাসিনীর মাতা চক্ষের জল মুছিলেন, বৃদ্ধা কহিল "আর কাঁদিও না মা, কাঁদিলে ত আর কোন উপায় হবে না, এখন ঈশ্বরের হাত। তিনি যা কর্‌বেন তাই হবে।

সুহাসিনীর মাতা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "তিনি দয়াময় হয়ে কেন যে অধিনীর প্রতি এত নিদয় তাত জানি না।"

বৃদ্ধা আহার সমাপন করিয়া হস্ত প্রক্ষালন করিল। সুহাসিনীর মাতা তাহাকে তাম্বুল দিয়া, একটী কক্ষে শয়ন করিতে দিলেন। বৃদ্ধা বলিল "তবে মা, আমি ভোরে যাব হয় ত তোমার সঙ্গে দেখা হবে না, তা তুমি যে উপকার করিলে তাহা চিরকাল মনে থাকিবে।"

সুহা, মা। কি আর উপকার কর্‌লাম, এত সকলেই করে থাকে, যাই হোক্ কাল সকালে যাওয়া হবে না। আহারাদি করে যেও।

বৃদ্ধা। না মা অনেকদূর যেতে হ'বে ও অনুরোধ কর না, আর একদিন প্রসাদ পেয়ে যাব।

সুহা, মা। তবে যাবার সময় আমার সঙ্গে দেখা করো।

বৃদ্ধা বলিল "আচ্ছা।"

সুহাসিনীর মাতা প্রস্থান করিলে বৃদ্ধা শয়ন করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

নূতন বিপদ।

বৃদ্ধা শয়ন করিলে, সুহাসিনীর মাতা সুহাসিনীর নিকট শয়ন করিলেন। তাঁহার চক্ষে নিদ্রা নাই, অবিরত সুহাসিনীর শুশ্রূষায় নিযুক্তা। সুহাসিনীরও চক্ষে নিদ্রা নাই, সুহাসিনী কখন উঠিতেছে কখন বসিতেছে কখন কাঁদিতেছে, কখন বা হাসিতেছে। এই সকল পরিবর্ত্তনের আর বিরাম নাই। এমত সময় সহসা গৃহ যেন আলোকাকীর্ণ হইল, সদর দ্বারে কুঠারাঘাতের শব্দ হইতে লাগিল। গ্রামস্থ সকলে জানিল বন্দ্যোপাধ্যায়দের বাটীতে ডাকাতি হইতেছে। দুই এক জন পরিত্রাণ চেষ্টায় অগ্রসর হইতেছিল, কিন্তু দস্যুদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, সকলেই অস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত, এবং সকলেই যেন অস্ত্র বিদ্যায় সুশিক্ষিত দেখিয়া তাহারা কেহই আর এ দুঃসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর না হইয়া আত্মরক্ষা হেতু পলায়ন করিল। এ দিকে ঘোর ডাকাতি। ডাকাইতেরা নিমেষ মধ্যে দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিল, গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তাহাদের মশালের আলোকে রাত্রি দিন বলিয়া ভ্রম জন্মাইতে লাগিল। ডাকাতদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল "এই দিকে"—সম্বোধনকারিণী সেই বৃদ্ধা। আজ্ঞামাত্র চারি জন বাহক এক খানি শিবিকা লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। রমণী ইঙ্গিত করিবা মাত্র চারিজন অস্ত্রধারী পুরুষ তাহার অনুসরণ করিল। বৃদ্ধা যে গৃহে সুহাসিনী শয়ন করিয়াছিল সেই গৃহে প্রবেশ করিল। সুহাসিনীকে দেখাইয়া দিল,—সুহাসিনী মৃদু হাসিয়া বলিল "কি?" বৃদ্ধা বলিল "কিছু না আমার সঙ্গে এস।"

সুহাসিনী। কোথায়?

বৃদ্ধা। বিপিনের নিকট।

সুহাসিনী দ্রুত পদে বৃদ্ধার অনুসরণ করিল, বৃদ্ধা সুহাসিনীকে শিবিকা মধ্যে প্রবেশ করিতে কহিল।

সুহাসিনী বলিল " শিবিকায় কোথা যাইব ? "

বৃদ্ধা। বিপিনের নিকট।

সুহাসিনী হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল " এ শিবিকা কি বিপিন পাঠাইয়াছে ? "

বৃদ্ধা। হাঁ।

সুহাসিনী আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া দ্রুতপদে শিবিকা আরোহণ করিয়া কহিল " তবে শীঘ্র চল। "

শিবিকা চলিল, অসংখ্য ডাকাইতেরাও চলিল। পাঠক ! এ কি ডাকাতি বুঝিলেন কি ? ডাকাইতেরা যদ্যপি দস্যুই হইবে তাহা হইলে ইহারা রত্নালঙ্কার না লইয়া সুহাসিনীকে লইল কেন ? ইতিপূর্ব্বে যে বৃদ্ধা আসিয়াছিল সেই বা কে ? অবশ্য ইহাদের কোন গুহ্য বৃত্তান্ত আছে।

গ্রামস্থ লোকেরা ভয়ে জড় সড়, ডাকাতদিগের বিদায় কালে সকলেই নিভৃত স্থান হইতে দেখিতেছিল। দেখিল ডাকাতদিগের সঙ্গে আর কিছুই নাই, কেবল একখানি শিবিকা যাইতেছে। লোকে ইহার মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে পারিল না। কেহ বিবেচনা করিল লুণ্ঠ বস্তু বুঝি শিবিকামধ্যে আছে। কেহ বা অবাক হইল।

যে সময়ে এই সমস্ত কার্য্য হয় সে সময়ে সুহাসিনীর মাতা মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন। ডাকাইতেরা চলিয়া গেলে তাঁহার সংজ্ঞা হইল। সংজ্ঞা হইবামাত্র " সুহাসিনী কোথায় ? সুহাসিনী কোথায় ? " বলিয়া উঠিলেন। সুহাসিনীর পিতা অন্য গৃহ হইতে সমস্ত প্রকৃত ঘটনা দেখিয়াছিলেন, সুতরাং বলিলেন। তখন সুহাসিনীর মাতা, চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। প্রতিবেশিনীরাও উপস্থিত হইল,

তাহারাও কাঁদিল। গ্রামস্থ ভদ্র লোকেরা অবাক্ ও কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন। কেহ বলিলেন "তাহারা কে, যদ্যপি ডাকাত হইবে তবে স্বর্ণ রৌপ্যাদি লইল না কেন? সুহাসিনীকে কেন লইল।" কেহ বলিলেন "হয়ত ইহা বিপিনের কৌশল, বিপিন কোথাও জীবিত আছে।" কেহ বলিলেন "ডাকাতদিগকে দেখিয়া বোধ হইল উহারা মুসলমান," কেহ বলিলেন "আমার বোধ হয় উহারা নবাবের লোক।" কেহ বা বলিলেন "তোমরা যেমন, নবাবের লোক এখানে কি করিতে আসিবে। সুহাসিনী নামে যে এখানে একটী সুন্দরী আছে তাহা ত নবাব খড়ি পাতিয়া গণনা করে নাই।" যাহাই হউক সকলেই এক এক বার অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিল, কিন্তু কেহই তাহার শেষ সিদ্ধান্ত করিতে পারিল না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিপিনের সংবাদ।

এস পাঠক অনেক দিন পরে উভয়ে মিলিয়া বিপিনের অনুসন্ধান করি। চল একবার বিন্ধ্যাচলের শিখরদেশে যাই। ঐ দেখ বিপিনের সেই কুটীর রহিয়াছে, ভগ্নপ্রায়—কিন্তু বিপিন নাই। নীরজার প্রস্থানের পর সে স্থান আর নিরাপদ ছিল না বিবেচনায় বিপিন তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। এখনও দেয়ালের একপার্শ্বে লিখিত রহিয়াছে "সুহাসিনী ইহা তোমার উপাসনার ধর্ম্মমন্দির" স্থানে স্থানে ভূর্জ্জপত্রে লিখিত "সুহাসিনী প্রাণ যায়" কোথাও "একবার দেখা দাও।" কুটীরের সম্মুখস্থ একটী বৃক্ষ অঙ্গে লিখিত রহিয়াছে "বিপিন সুহাসিনী" কিন্তু বিপিন

এখানে নাই। এইস্থান হইতে দুই ক্রোশ অন্তরে একটী গুহা মধ্যে বিপিন বাস করেন। আজি দেখ গুহাভ্যন্তরে বিপিন চক্ষু মুদিত করিয়া ধ্যান পরায়ণ। অনেকক্ষণ পরে একটী উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "ভগবান! তুমিও আমার প্রতি নিদয় হ'লে? মনে করি সুহাসিনীকে বিস্মৃত হ'য়ে তোমার যোগসাধনে নিরত হই, কিন্তু বিধাতঃ! আমার সে আশা পূর্ণ হয় না, আমি যোগে মননিবেশ করিতে পারি না। তোমার পবিত্র মূর্ত্তি ধ্যান করিতে গেলে, সুহাসিনীর ছবি নয়নে ভাসিতে থাকে।" বিপিন চক্ষু মুছিলেন, আবার বেগে অশ্রুধারা বহিল,—অঝোরে কাঁদিতে লাগিলেন।

বিপিন আবার বলিতে লাগিলেন "আহা সুহাসিনী তোমার সেই পবিত্র প্রেমপূর্ণ মুখচ্ছবি অবলোকন করিলে তোমাকে এই পাপ সংসারের জঘন্য মনোবৃত্তিসম্পন্না রমণী বলিয়া বোধ হয় না, তোমাকে দেবকন্যা বলিয়া বোধহয়" বিপিনের চক্ষে জল আসিল, বলিলেন "প্রাণেশ্বরি! আমি কি এত ভাগ্যবান যে তোমায় প্রাপ্ত হইব?" আবার ক্ষণেক নীরব হইয়া রহিলেন পরে বলিলেন "ঈশ্বর যদি সুহাসিনীকে পাইব না বলিয়া জান, তুমি ত অন্তর্যামী, তবে কেন অবোধ সন্তানকে এত ক্লেশ দাও পিতঃ!—দয়াময়! আমি অতি সামান্য মনুষ্য, তোমার পক্ষে কীটানুকীট—আমাকে ক্লেশ দিয়া কেন তোমার মধুর দয়াময় নামে কলঙ্কারোপ কর?" বিপিন আবার কাঁদিতে লাগিলেন, অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন "নীরজা! যেদিন তুমি আমার আশা ভঙ্গ করিয়াছ, সেই দিনই বুঝিয়াছি যে সুহাসিনী আমার হইবে না, সেইদিন হইতে আশাকে বিসর্জ্জন দিয়াছি, কিন্তু স্মৃতি লোপ হয় না কেন? আর না সুহাসিনী—তোমার বৃথা চিন্তায় আর আমি সেই ত্রিলোক পালকের ধ্যান করিতে বিস্মৃত হইব না।" বিপিন চক্ষু মুদিয়া

ধ্যান আরম্ভ করিলেন, কিছুক্ষণ পরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন " অহো বিড়ম্বনা, আমার ললাটে বিধাতা কোন সুখ লিখেন নাই, আমার ঐহিক পারত্রিক সমস্তই নষ্ট হইবে।"

বিপিন ধীরে ধীরে কুটীর হইতে বহির্গত হইলেন। পর্ব্বতের কুটিল পথাবলম্বন করিয়া তাহার শিখর দেশাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তখন সূর্য্যদেব বিশ্রাম লালসায় পশ্চিম গগণে স্বর্ণ সিংহাসনে উপবেশন করিতেছেন, তখন বিশ্ব চরাচরে এক অপূর্ব্ব ভাব, পার্ব্বতীয় প্রদেশে এক অপূর্ব্ব শোভা। পর্ব্বত যেন উন্নতমস্তকে ভ্রূকুটি করিয়া এক একবার সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে,—উর্দ্ধে অনন্ত আকাশ, নিম্নে বিস্তৃত ভূমণ্ডল। তখন বিপিন একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন " প্রকৃতি! তোমার এ অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া যে নর মুগ্ধ ও বিস্মিত না হয় সে মনুষ্য পদবাচ্য নহে, কিন্তু আমি তোমার এই অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছি না, তোমার শোভায় বিমোহিত হইয়াও মুগ্ধ হইতে পারিতেছি না। মনে করিয়াছিলাম পর্ব্বত তোমার আশ্রয়ে থাকিয়া তোমার মনমুগ্ধকর শোভা বিলোকন করিয়া ক্ষণতরেও প্রাণ সুখী করিব; ক্ষণতরেও সেই মোহিনীমূর্ত্তি বিস্মৃত হইয়া সুখী হইব।" বিপিন কাঁদিয়া উঠিলেন বলিলেন " ওঃ! সুহাসিনীর প্রেমের পরিণাম দেখ,—আজি তাহায় বিস্মৃত হইয়া সুখানুসন্ধানে অভিলাষী, হা বিধাতঃ! তোমায় ধিক্, মানব প্রকৃতি তোরেও ধিক্।" ক্ষণেক নীরব হইয়া আবার বলিতে লাগিলেন "কিন্তু পর্ব্বত তোমায় দেখিয়া সুখ পাওয়া দূরে থাকুক প্রাণ আরও কাঁদিয়া উঠে, মনে হয় সুহাসিনীকে লইয়া যদ্যপি এই পার্ব্বতীয় দেশে বাস করিতাম তাহা হইলে কত সুখী হইতাম, যদি সুহাসিনী আমার নিকট থাকিত, তাহা হইলে তোমার এই সৌন্দর্য্য দেখিয়া উভয়ে কত আহ্লাদিত হইতাম। উভয়ে কত সুখানুভব করিতাম, কিন্তু আমি কোথায়, আর আমার প্রাণাধিকা সুহাসিনীই বা কোথায়? বিপিন

চক্ষু মুছিয়া বলিলেন "বিধাতঃ! একটী কাজত অনায়াসে করিতে পার, এই ত প্রত্যহ শত সহস্র লোক আত্মীয়বর্গকে কাঁদাইয়া সংসারাশ্রম ত্যাগ করিতেছে, আমার ত কাঁদিতে কেহ নাই, আমাকে কেন লও না, আমি সকল যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাই।" বিপিনের ক্রন্দনে আবার মৃদু হাসি দেখা দিল বলিলেন "না দেব আমারই ভ্রম হইয়াছে, তুমি ঠিক বুঝিয়াছ, আমি মরিলে এ দুঃখের বোঝা কে বহিবে, এই পর্ব্বত শিখরে অশ্রুনীর ত্যাগ করিয়া কে নদীবেগ প্রবর্দ্ধিত করিবে?" এবার বিপিন অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিয়া পরে বলিলেন "আর না—একস্থানে থাকিলে আমার প্রাণের বোঝা আরও গুরুতর হইবে, আমি কল্য প্রাতেই তীর্থ পর্য্যটনে যাইব, যেস্থান মনোরম বোধ হইবে সেইস্থানে কিছুদিন করিয়া থাকিব, দেখি ইহাতে মন কেমন থাকে।"

বিপিন সে স্থান হইতে নামিলেন, আবার ধীরে ধীরে আপন কুটী-রাভিমুখে আসিলেন।

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

—:o:—

নব প্রণয়ী।

নীরজা ব্যাধ হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ভয়ানক দ্রাক্ষালতায় বিজড়িত হইল। নর পিশাচ শিরাজউদ্দৌলা, যাহার দোর্দণ্ড প্রতাপে বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা বিকম্পিত হইত, সুন্দরী রমণী-গণ যাহার নাম শ্রবণে জ্ঞান হারাইত, আজি সেই পিশাচ গৃহে নীরজা বন্দিনী। নীরজার আর নিস্কৃতি পাইবার উপায়ান্তর নাই। নীরজার কল কৌশল, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি উপায়ানুসন্ধানে এতদিনে হারি

মানল। নীরজা যাহাকে মনে মনে ঘৃণা করিত, যে নীরজা কত যত্নে কত দম্ভ সহকারে আপন সতীত্ব রক্ষা করিতে চেষ্টা করিত, আজি সেই নীরজা তাহার সেই সতীত্ব শিরাজউদ্দৌলার কঠোর হস্তে সমর্পণ করিয়াছে।

গ্রীষ্মকাল—দিবা দুই ঘটিকা উত্তীর্ণ প্রায়, এমত সময়ে শিরাজ-উদ্দৌলা ও নীরজা একটী সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠের পালঙ্কে উপবিষ্ট। দাসীগণ সযত্নে নানাবিধ গন্ধ দ্রব্য ইতস্ততঃ সিঞ্চন করিয়া গৃহের সৌগন্ধতা সম্পাদন করিতেছিল। শিরাজউদ্দৌলা তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে বলিলেন——

“প্রিয়ে! তোমায় যে আমি কি চক্ষে দেখিয়াছি তাহা বলিতে পারি না, তোমা অপেক্ষা কাহাকেও অধিক ভালবাসিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না।

নীরজা মৃদু হাসিয়া বলিল “দাসী ভাগ্যবতী।

শিরাজউদ্দৌলা গাম্ভীর্য্য সহকারে বলিলেন “না নীরজা আমি প্রবঞ্চনা করি নাই, প্রবঞ্চনা করিবার শিরাজের কোন আবশ্যকও নাই, আমি প্রকৃতই তোমায় ভালবাসি। দেখ—আমার অভ্যাস প্রস্ফুটিত পুষ্পের মধুপান মাত্র, ভালবাসা আমার প্রকৃতিগত অভ্যাস নহে, এ পাষাণ প্রাণে কাহাকেও কখন ভালবাসিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না, কিন্তু তুমি মায়াবিনী, তুমি পাষাণকে আর্দ্র করিয়াছ।” দাসীদিগের প্রতি আদেশ দিলেন যে “আমি অদ্য রাত্রি নীরজা বিবীর নিকট থাকিব, সুতরাং তোমরা তাহার আয়োজন কর।

নীরজা শিরাজকে গাঢ় আলিঙ্গন করিল, শিরাজউদ্দৌলা রুমাল দ্বারা তাহার বদন মুছাইয়া একটী গাঢ় চুম্বন করিলেন, নীরজা শিরাজের স্কন্ধে আপন মস্তক রাখিয়া চক্ষু মুদিল, শিরাজ আবার তাহার বদন চুম্বন করিলেন।

শিরাজউদ্দৌলা বলিলেন "বিবি! তুমি সুন্দর গাহিতে পার, একটী গান গাও না?"

নীরজা মৃদু হাসিয়া তথায় একটী বেহালা ছিল, তাহাতে সুর বাঁধিয়া আপন কণ্ঠস্বর মিলাইল। নীরজার নৃত্য গীত ও বাদনে পূর্ব্বাপেক্ষা পরিপক্কতা যে শিরাজ গৃহে জন্মিয়াছে তাহা বোধ হয় পাঠকগণকে বলিতে হইবে না।

নীরজা বেহালা বাজাইতে বাজাইতে মৃদু স্বরে স্বর আলাপন করিতে লাগিল, শিরাজের তাহা অপ্সরা কণ্ঠ বলিয়া প্রতীতি হইতে লাগিল, শিরাজ একটী বাঁয়া লইয়া স্বয়ং তাহার সংগত করিতে বসিলেন। নীরজা তখন আপন অপ্সরা বিনিন্দিত কণ্ঠ বাহির করিয়া গাহিতে লাগিল ঃ——

প্রেম সুধা না গরল?
প্রেমে সুখ অসীম কি বড়ই বিরল।
প্রেম যদি সুধা হ'ত, প্রেমিকেতে সুখ পেত,
বিচ্ছেদে বা কে কাঁদিত হয়ে প্রাণে বিকল?
প্রণয় অমৃত হ'লে, প্রেমিকেতে কুতূহলে,
আস্বাদিয়া প্রেম রস হ'ত সুখে বিহ্বল।
কিন্তু যেই প্রেম করে, সে মরমে পুড়ে মরে,
তাই বলি প্রেম নহে সুধা বিনা হলাহল।

গীত সমাপ্ত হইবামাত্র নবাব নীরজাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া মুখ চুম্বন করতঃ বলিলেন "নীরজা আমি অনেক গীত শুনিয়াছি কিন্তু তোমার মত মধুর কণ্ঠ কখন শুনি নাই।" নীরজা মনে মনে বলিল "লোকে নবাবকে অতি দুরাচার বলিয়া নির্দ্দেশ করে, কিন্তু

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

আমার ত ইহাকে অতি সদাশয় বলিয়া বোধ হয়, যে জন প্রেমিব তাহার হৃদয় কি কখন পাষাণসম হইতে পারে ?” নীরজা শিরাজে বদন প্রতি চাহিল, দেখিল তাঁহার নয়নদ্বয় যেন ঢুলিতেছে প্রণয় মাখান, নীরজার চক্ষে জল আসিল।

নবাব বলিলেন “ প্রিয়ে ! তোমার চক্ষে জল কেন ?”

নীরজা গদ গদ স্বরে কহিল “ আপনার গুণে।”

নবাব। আমার গুণে নীরজা ?

নীরজা। হাঁ জাঁহাপনা।

নবাব মৃদু হাসিয়া আবার নীরজার মুখ চুম্বন করিলেন।

এমত সময়ে একজন দাসী আসিয়া প্রণত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল—“ বহির্দ্দেশ হইতে জাঁহাপনা শ্রীচরণে সংবাদ আসিয়াছে যে হরিহরপুর হইতে একটী স্ত্রীলোককে আনা হইয়াছে। আপনা অনুমতি অপেক্ষায় এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে শিবিকাতেই রাখা হইয়াছে।

নবাব কহিলেন “ অতি সমাদরে তাহাকে এই স্থানে আনয়ন কর।”

দাসী প্রস্থান করিল। নবাব কহিলেন “ নীরজা তোমার সখী আসিয়াছেন।”

নীরজা হাসিয়া কহিল “ আমি অন্য গৃহে যাই, আমি এখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব না।”

নবাব বলিলেন “ আচ্ছা।”

নীরজা বলিল “ কিন্তু জাঁহাপনা আমি যাহা বলিব তাহা করিতে হইবে।”

নবাব হাসিয়া উত্তর দিলেন “ নিশ্চয়ই করিব।”

নীরজা অন্য গৃহে গেল। এমত সময়ে সুহাসিনীকে লইয়া দাসীগণ উপস্থিত হইল। সুহাসিনীর লজ্জা নাই, নির্ভিক হৃদয়ে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিল। নবাব সুহাসিনীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া

অবাক হইলেন, তাঁহার আর পলক পড়ে না। মনে মনে বলিলেন—"আহা! এমন সুন্দরী যাহার পত্নী সেই সুখী। তুচ্ছ রাজদণ্ড ভার,—সুন্দরি! তোমার হৃদয় সম্রাজ্যে বিন্দুমাত্র আধিপত্য লাভ প্রত্যাশায় শত শত সম্রাটের রাজদণ্ড তোমার পদতলে বিলুণ্ঠিত হয়।" পরে দাসী দিগকে বলিলেন "আমার নূতন গৃহে ইহাকে স্থান দাও, এবং যত দাসী আবশ্যক হয় ইহার সেবায় নিযুক্ত কর। আমি রাত্রে সেই গৃহে থাকিব।

জনৈক দাসী করপুটে কহিল "জাঁহাপনা! রমণী কয় দিবস হইতে পাগলিনী প্রায় হইয়াছে।"

নবাব বলিলেন "গোলাপ সিঞ্চন কর প্রকৃতিস্থ হইবে।"

দাসীরা অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিতেছে এমত সময়ে নবাব বলিলেন "চল আমিও যাইতেছি।"

নবাবকে যাইতে দেখিয়া নীরজা বুঝিল গতিক মন্দ। এক জন দাসী দ্বারা নবাবকে ক্ষণেক অপেক্ষা করিতে বলিল,—নবাব পুনর্ব্বার বসিলেন। দাসীদিগকে বলিলেন "তোমরা বিবীকে লইয়া যাও আমি এখনই যাইতেছি।"

দাসীরা সুহাসিনীকে লইয়া প্রস্থান করিলে, নীরজা আসিয়া বলিল "জাঁহাপনা অদ্য আপনি উহার গৃহে থাকিলে আমার কার্য্যোদ্ধার হইবে কেন?"

নবাব হাসিয়া কহিলেন "আমার ত কার্য্যোদ্ধার হইবে।"

নীরজা। সেত আছেই—আপাততঃ আমার আশা কেন ব্যর্থ করেন, আর দেখুন, সেই জন্যই উহাকে এখানে আনা হইয়াছে, নতুবা আনিবার কি আবশ্যক ছিল?

নবাব রোষ ভরে কহিলেন "তুমি রমণী, রমণীর ন্যায় থাক, আমি কি করিব তাহা জানিবার আবশ্যক নাই। আমি চিরকাল তোমার গলিত প্রসাদভোগী হইতে পারি না। আমার এই চরিত্র—ভক্তি

করিতে, কি ভাল বাসিতে ইচ্ছা হয় বাসিও—নতুবা বাসিও না, আমার তাহাতে আবশ্যক নাই, কার্য্যোদ্ধারই আমার সঙ্কল্প। রমণীকে ভাল বাসা শিরাজের প্রকৃতি নহে। তাহারা আমার পাদুকাতলেও থাকিবার উপযুক্ত নহে, সুতরাং সেইরূপ থাকিলে ভাল হয় না? আমি যে একদিন তোমায় ভালবাসিয়াছিলাম, ইহাই তোমার শ্লাঘার বিষয়, সৌভাগ্যের কথা, আর অধিক কিছু প্রার্থনা করিতে সাহসিনী হইও না। আমি কি করিব, কিসে সুখী হইব—তাহা আমি বুঝিব। শিরাজ আপন সুখ দুঃখ বুঝে, তাহাকে তোমায় কিছু শিক্ষা দিতে হইবে না। তুমি পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী, পিঞ্জরেতে পরিতুষ্ট হও। না হইতে পার—আজীবন দুঃখে মরিবে। এ কমলশেঠের প্রমোদ-কানন নহে, এখান হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই। তুমি কমলশেঠের গণিকা মাত্র ছিলে, আমার বেগম হইবার উপযুক্ত নহ, আমি কেবল দয়া করিয়া তোমায় বেগম করিয়াছি।”

নবাব আর কোন কথা না কহিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। নীরজা শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে, নিরাশ হইয়া তথায় বসিয়া চিন্তা নিমগ্না হইল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

আত্মরক্ষা।

শিরাজউদ্দৌলা নীরজার গৃহ হইতে বহিষ্ক্রান্ত হইয়া যেখানে সুহাসিনীকে পাঠান হইয়াছে তথায় চলিলেন। পথি মধ্যে সেই বৃদ্ধা—যে বৃদ্ধা ডাকাতির দিন সুহাসিনীর বাটিতে গিয়াছিল, এটী আবার সেই বৃদ্ধা যে নীরজার একদিন সর্ব্বনাশ করিয়াছে। নবাবকে আগত দেখিয়া বৃদ্ধা করজোড়ে অভিবাদন করিল।

নবাব তাহাকে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন "দূতি! তোমার কার্য্যে আমি প্রকৃতই বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছি। এই পারিতোষিক লও।" নবাব কণ্ঠ হইতে বহুমূল্য মুক্তামালা বৃদ্ধাকে প্রদান করিলেন, বৃদ্ধা পুলকিতা হইয়া কহিল "জাঁহাপনা আমি কৃতার্থ হইলাম, আপনি যে কার্য্য বলিবেন আমি প্রাণপণ যত্নে তাহা সম্পাদন করিব।"

নবাব বলিলেন—"কল্য সন্ধ্যার সময় একবার আসিও, একটী বিশেষ কার্য্যে পাঠাইব, যদি সিদ্ধ হইতে পার, যথেষ্ট পুরস্কার পাইবে।"

বৃদ্ধা মৃদু হাসিয়া কহিল "জাঁহাপনা আপনি যাহার সহায় সে যেমন কেন গুরুতর কার্য্য হউক না, সাধিত করিতে কিছুমাত্র ভীত হইবে না।"

নবাব তাহার কোন উত্তর না দিয়া মৃদু হাসিয়া চলিয়া গেলেন, যে গৃহে সুহাসিনী ছিল সেই গৃহের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন সুহাসিনীর জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছে। সুহাসিনী ক্ষণেক উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ইতঃস্তত দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া একজন পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিল "আমি কোথায়?"

দাসী। আপনি উত্তম স্থানে।

সুহা। কোথায়?

দাসী। মুর্শিদাবাদের নবাব গৃহে।

সুহাসিনী চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল "এখানে কি প্রকারে আসিলাম?"

দাসী মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল "তাহা জানিনা।"

সুহা। বিপিন কোথায়?

দাসী। বলিতে পারি না।

এমত সময়ে স্বয়ং নবাব গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নবাবকে

দেখিয়া দাসীরা গৃহান্তরে প্রস্থান করিল। সুহাসিনীর শরীর রোমাঞ্চিত হইল, বাকরোধ হইবার উপক্রম হইল। সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কে?"

নবাব হাসিয়া উত্তর করিলেন "তোমার চির কিঙ্কর, বাঙ্গলা বেহার উড়িষ্যার অধীশ্বর।"

সুহাসিনীর হৃদয়ে তখন শিরাজউদ্দৌলাকে মনে পড়িল, ভয়ে কাঁপিয়া বলিল "এ অধিনীকে কেন এখানে আনিয়াছেন?"

নবাব। আমার প্রিয় মহিষী করিতে।

তখন সুহাসিনী নবাবের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া কহিল "বাদসাহ! আমায় ছাড়িয়া দিন। আপনি আমার পিতৃতুল্য আমার পিতার ন্যায় কার্য্য করুন। রাজা পিতার সদৃশ, আমি চিরকাল আপনাকে পিতার তুল্য জানি, আমার সে ধারণা রক্ষা করুন। আমি বড় মন্দভাগিনী, বাদসাহ! আমি বাল্যাবস্থা হইতে দুঃখ ব্যতীত আর কিছু জানিনা, তথাপি এখনও আমার আশা আছে, আমার সে আশায় নিরাশ করিবেন না। আপনার অনেক পদসেবিকা দাসী আছে, আমিত কুরূপা, আমা অপেক্ষা শতাংশে রূপবতী শত শত রমণী পাইবেন। আমায় ছাড়িয়া দিন, আপনি বাদসাহ, ধর্ম্মঅবতার হইয়া একটী অসহায়া রমণীর এ জীবনের সমস্ত সুখের হন্তা হইবেন না।"

সুহাসিনী আঝোরে কাঁদিতে লাগিল। "নবাব বলিলেন, সে কি সুন্দরী তুমি এত নিদয় কেন?"

সুহাসিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "আমি এখন আপনার বন্দিনী, আপনি এখন যাহা, মনে করিবেন করিতে পারেন, কিন্তু আপনার চরণে ধরি আমায় ছাড়িয়া দিন।

নবাব "ছি সুন্দরী" বলিয়া সুহাসিনীকে আলিঙ্গন করিবার উপক্রম করিলেন।

সুহাসিনী চকিত ভাবে সরিয়া যাইয়া বলিল, "নবাব সাহেব আমি এখনও বলিতেছি যে আমার আশা ত্যাগ করুন, নতুবা যদ্যপি ঈশ্বর থাকেন, যদি সতীর গৌরব থাকে, তবে অপনি আমায় যেমন কাঁদাইতেছেন, ইহার শত গুণ আপনাকে কাঁদিতে হইবে।"

নবাব বিদ্রূপ করিয়া কহিলেন "ঈশ্বর!—সুন্দরী সে যাহাই হউক আমি তোমার আশা ত্যাগ করিব না।"

নবাব পুনরায় সুহাসিনীকে ধরিবার উপক্রম করিলেন। তখন সুহাসিনীর চক্ষু রক্তবর্ণ, স্পন্দন রহিত,—আপাদ মস্তক কাঁপিতেছে। এমত অবস্থাতেও সুহাসিনী স্বদম্ভে, স্বরোষে কহিল—"সাবধান, সতীর অঙ্গ স্পর্শ করিবেন না। আপনার সর্ব্বনাশ হইবে, রাজ্য ছার খার হইবে।"

নবাব হাসিতে হাসিতে সুহাসিনীকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলেন।

সুহাসিনী দেখিল সর্ব্বনাশ, উপায়ন্তর নাই। গৃহের দেয়ালে একটী কৃপাণ ছিল, সুহাসিনী তাহা কোষ হইতে বহিষ্কার করিয়া বলিল "সাবধান আর এ প্রাণ থাকিতে আপনি আমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিবেন না! যদ্যপি প্রাণ হারাইবার ইচ্ছা থাকে তবে অগ্রসর হউন, নতুবা নিরস্ত হউন।"

নবাবের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। বলিলেন "দাঁড়াও সয়তানী, তোমার মনোহর রূপে সিরাজ মুগ্ধ নহে। কুক্কুরের উদরস্থ হইয়া প্রাণ হারাইবি।"

সুহাসিনী হাসিয়া কহিল "পিশাচ! কাহাকে ভয় দেখাইতেছিস্?"

এমন সময়ে জনৈক দাসী বহির্দ্দেশ হইতে কহিল "জাঁহাপনা দাসী কি মুহূর্ত্তের নিমিত্ত প্রবেশ করিতে পারে?"

নবাব। কি আবশ্যক?

দাসী। সেনানী মোহন লাল উপস্থিত, তিনি শীঘ্রই আপনার সাক্ষাৎ কামনা করেন।

নবাব চমকিয়া উঠিলেন, বদন যেন শুষ্ক হইল। ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। সুহাসিনী সর্পিণীর ন্যায় গর্জ্জাইতে লাগিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রনা।

নবাব বাহিরে আসিয়া দেখিলেন মোহনলাল কর কপোলিত হইয়া চিন্তামগ্ন। নবাবকে দেখিয়া মোহনলাল উঠিয়া দাঁড়াইলেন, নবাব বলিলেন "বসো।"

মোহনলাল বসিলে নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন—"মোহনলাল আজি এত বিমর্ষ কেন? কোন কুসংবাদ আছে কি?"

মোহনলাল একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "নবাব সাহেব! আমরা পুরুষানুক্রমে আপনার অন্নে প্রতিপালিত। আপনার কোন অশুভ সংবাদ পাইলে মর্ম্মাহত হই।"

নবাব সোৎসুক ভাবে কহিলেন "হইয়াছে কি?"

মোহন। ইংরাজ যুদ্ধে বিধাতা আমাদের কপালে কি লি ছেন জানি না।

নবাব। কেন মোহনলাল?

মোহন। মির্জাফর এ যুদ্ধে কি করিবেন তাহা বুঝি না।

নবাব। কেন?

মোহন। শুনিলাম যে তিনি ইংরাজ কর্ত্তৃক উৎকোচ প্রাপ্ত হওয়ায় তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিবেন।

নবাব চক্ষু লাল করিয়া বলিলেন "কি আমার অন্নে প্রতিপালিত হইয়া আমার বিরুদ্ধাচরণ করিবে?"

মোহন। উচ্চ আশা রাখিয়াছে।

নবাব। ইংরাজ আমায় পরাভব করিবে?

মোহন। যদ্যপি আপনার সৈন্যেরা সহায়তা করে তাহা হইলে কেন না আপনি পরাহত হইবেন?

নবাবের বদন শুষ্ক হইল। মোহনলাল আবার বলিলেন "শুদ্ধ মির্জাফর নহে—শেঠেরাও ইংরাজকে সাহায্য করিতেছে।"

নবাব। যদি ঈশ্বর দিন দেন দেখা যাইবে।

মোহন। দিন পাইবার উপায়?

নবাব। মির্জাফরকে পদচ্যুত করিয়া তুমি সৈন্যাধ্যক্ষ হও।

মোহন। সে এ সময়ের কথা নহে।

নবাব। তবে উপায়?

মোহন। বিশেষ চেষ্টা করা।

নবাব। কি চেষ্টা করিব?

মোহন। শেঠেদের বাধ্য করুন, আর তাঁহারা যাহাতে কাহার সহিত কোন পরামর্শ করিতে না পারেন, তাহার চেষ্টা করুন। রাণী ভবাণী হইতে কৃষ্ণনগরাধিপতি পর্য্যন্ত ষড় যন্ত্রের ভিতর আছেন।

নবাব। প্রকাশ্যে তাহারা আমার মত কথা বলিবে, কিন্তু গোপনে আমার বিরুদ্ধাচরণ করিবার সম্ভাবনা।

মোহন। সম্পূর্ণ অথবা নিশ্চয়।

নবাব। তবে কি করিব

মোহন। বন্দী করুন।

নবাব। আর মির্জাফর সম্বন্ধে কি হইবে?

মোহনলাল অনেক ক্ষণ চিন্তা করিলেন পরে বলিলেন "জাঁহাপনা! আমি ত ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।"

নবাব। তাহাকেও বন্দী বা বধ করিব?

মোহন। তাহা হইলে মহা গোলযোগ হইবে।

নবাব। তবে উপায়?

মোহন। আপনি স্বয়ং সমরক্ষেত্রে চলুন, আপনি থাকিলে চক্ষু লজ্জাতেও সে বড় কিছু করিতে পারিবে না।

নবাব। আমি সমরক্ষেত্রে যাইতে পারিব না, আর এ সকল গুরুতর সময়ে কি লোকের চক্ষুলজ্জা থাকে?

মোহন। না থাকুক, আপনার সৈন্যেরা আপনার কথাতেও ত যুদ্ধ করিতে পারে।

নবাব বলিলেন "তবে তাহাই হইবে,—কবে যাইতে হইবে?"

মোহন। কবে কি জাঁহাপনা, এই দণ্ডে।

নবাব। এই দণ্ডে?

মোহন। যুদ্ধ কবে হইবে তাহার স্থিরতা কি?

নবাব যেন কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন—"তবে যাত্রোপযোগী আয়োজন করিতে বল। আমি প্রস্তুত হই।

মোহনলাল "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন শিরাজের হৃদয়ে সুহাসিনীর ছবি উদিত হইল। নবাব একবার মনে করিলেন সুহাসিনীকে সঙ্গে লইয়া যাই, আবার ভাবিলেন না তাহা হইবে না, সুহাসিনী সর্পিনী, তাহাকে বিশ্বাস নাই। যাহাই হউক অগ্রে যুদ্ধে জয়ী হইয়া আসি, পরে বিবেচনা।" ক্ষণেক কি ভাবিয়া বলিলেন "সুহাসিনীর অভিসম্পাত বা ফলে"! আবার বলিলেন "অমন অনেকে অভিসম্পাত করিয়াছে, তাহাতে শিরাজের একটী কেশও ছিন্ন হয় নাই।"

নবাব তথা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া যুদ্ধযাত্রার আয়োজনে নিযুক্ত হইলেন, সুহাসিনীকে ক্ষণ কালের নিমিত্ত বিস্মৃত হইলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

সূর্য্য ডুবিল।

যবন শিবির পলাশী-প্রাঙ্গনে সন্নিবেশিত হইয়াছে, নরভীতি সম্পাদনকারি শিরাজ অন্য একটী শিবিরে অবস্থিতি করিতেছেন। সেই শিবিরাভ্যন্তরে ঐ দেখ কত শত সরোজিনী ফুটিয়াছে, এই ঘোরতর যুদ্ধের সময়েও নবাব রমণীকুল মধ্যবর্ত্তি হইয়া তাহাদের সুধারস পান করিতেছেন। রাত্রি নয়ঘটিকা উত্তীর্ণ প্রায়—অশ্ব শাখায় ঐ দেখ সহস্র খদ্যোতিকা জ্বলিতেছে, আবার এদিকে শিবির মধ্যে রমণীবৃন্দের সহস্র চক্ষু হাসিতেছে। শিরাজ আননে কামের পতাকা উড়িতেছে। সুখের অবসাদে নৃত্য গীত আরম্ভ হইল। সুচারু গালিচায় রমণীগণের চারুপদ হাসিতে লাগিল। নবাব মাতোয়ারা,—আনন্দে বিভোর, রমণীকুল তাহাদের অব্যর্থ শর হানিল, নবাবের প্রাণ বিঁধিল, নবাব যদিও রমণীকুল পরিব্যাপ্ত, যদিও যুদ্ধের ভাবি আশঙ্কায়, মধ্যে মধ্যে হৃদয়ে বৃশ্চিক দংশন ব্যাকুলিত করিতেছিল, তথাপি এ সময়ে তাঁহার হৃদয়ে সুহাসিনীর রূপ ক্ষনিক প্রতিভাত হইল, তাঁহার হৃদয় কাঁদিল, প্রাণ ব্যাকুল হইল। নবাব সেই ব্যথা অনন্যমনস্কভাবে বিস্মৃত হইবার নিমিত্ত বলিলেন "নৃত্য গীত কর।"

আজ্ঞামাত্র দুইটী রমণী নৃত্য করিতে করিতে গীত আরম্ভ করিল ঃ—

সুদূর তপনে কেন নলিনী করে কামনা,
জানিসে প্রতাপ কভু হৃদয়েতে সবেনা।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল তৃতালী।

চকোরেতে শশধর, চাতকিনী জলধর
চাহে অনুক্ষণ কেন—একি আশার তাড়না।

গীত শেষ হইবামাত্র শিবিরের একপার্শ্ব হইতে গগনস্পর্শী গলায় অতি সুমধুর স্বরে কে গাহিল ঃ— —

প্রেমের জেনেছি সুখ, প্রেম আর করিব না,
যে করিবে প্রেম তারে, করিতে করিব মানা।
একি প্রেমের যাতনা, ভুলেও মন তারে ভুলেনা,
ভুলিবারে করি মনে ; কিন্তু মন যে মানেনা।
জানিনা সে কোন জন, যে সৃজিল প্রেম হেন,
সুখ আশে করি যাহা, তাহে কেন এ যাতনা ?

গীত শ্রবণ করিয়া নবাব মুগ্ধ হইলেন, বলিলেন "কে গাহিল ?"

কে উত্তর দিল " ভামিনী। "

নবাব বলিলেন " ভামিনী তুমি কি সুন্দর গাও, আমি তোমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি—এই পুরস্কার লও। "

ভামিনী নিকটবর্ত্তিনী হইলে নবাব স্বয়ং তাহার অঙ্গুলে, আপন অঙ্গুলি হইতে খুলিয়া একটী হীরকাঙ্গুরীয় দিলেন। ভামিনী পুলক প্রাণে অভিবাদন করিল। আবার নাচ চলিল, এমত সময়ে সহসা গভীর নিনাদে শব্দ হইল "ধ্রুম।" নৃত্য বন্ধ হইল, নবাবের হৃদয় কাঁপিল, বলিলেন " কি ও ? "

নর্ত্তকীদের বদন শুষ্ক হইল। বলিল " জানি না " এমত সময়ে আবার সেই গগনভেদী শব্দ হইল "ধ্রুম" "ধ্রুম" "ধ্রুম।" নবাব শুষ্কবদনে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। সিরাজ হতভাগ্য কি কুক্ষণে সিংহাসন ছাড়িলে, তোমার সিংহাসনাধিবেশনের সাধ

রাগিণী পিলু বারোঁয়া—তাল ভূতালী।

স্পৃহা আশা একবারে বিলুপ্ত হইল। নর্ত্তকীগণ উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। নবাব বলিলেন "কোথা যাও?" আর কোথা যাও, কেবা তাহার প্রতি উত্তর দেয়, যে যেখানে পাইল পলায়ন করিল। মহা হুলুস্থুল। উভয় পক্ষের সৈন্যগণের শব্দে পৃথিবী বিকম্পিত। তাহাতে কর্ণ বধিরকারী কামান গর্জ্জন হইতেছে। বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যার একাধীশ্বর তখন একাকী একটী শিবিরমধ্যে আপন ভাগ্য লিপি স্মরণ করিয়া কাঁদিতেছেন, আজি শিরাজের দারুণ সুখের অবসাদ দেখ। যে শিরাজ শত পাপ করিতে ভ্রূক্ষেপ করে নাই, আজি তাহার হৃদয় পূর্ব্ব দুষ্কর্ম্ম সকল স্মরণ করিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছে। শিরাজ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন "জগদীশ্বর"—আজি শিরাজ জগদীশ্বর মানিলেন, "হে প্রভো! আমায় কেন নবাব করিয়াছিলে, কেন আমায় পথের ভিখারী কর নাই দেব!" এমত সময়ে বাহির্দ্দেশ হইতে কে বলিল "তাহাই হইবে।"

শিরাজ চমকিয়া উঠিলেন, দেখিলেন সম্মুখে মির্জাফর। তখন শিরাজউদ্দৌলা দ্রুত ধাবমান হইয়া মির্জাফরের পদতলে পতিত হইয়া বলিলেন "সেনাপতি! সেনাপতি আমায় রক্ষা কর, ইংরাজ হস্তে দিও না,—তাহাদের সেই অন্ধকূপহত্যা মনে পড়িতেছে, আর প্রাণ কাঁপিতেছে? দেখ সেনাপতি যে শিরাজ তোমায় কত বিশ্বাস করিয়াছে, আজি সে শিরাজকে এ বিপদে ফেলিও না। আমার কাছে অঙ্গীকার কর, নতুবা তোমার পদতলে প্রাণত্যাগ করি।"

মির্জাফর কোন কথা কহিলেন না, তখন শিরাজউদ্দৌলা আবার বলিতে লাগিলেন "মির্জাফর! তোমার প্রাণ কি পাষাণে নির্ম্মিত? তোমার হৃদয়ে কি দয়া মায়ার লেশমাত্র নাই, আজি কে তোমার পদতলে? যে তোমার সহিত একবার সহাস্য আনন্দে কথা কহিবে বলিয়া কতবার ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়াছি, আজি সেই শিরাজ

তোমার পদতলে। তাহাকে উঠিতে বলিলে না—তাহাকে আশ্বাস দিলে না, ধিক্ তোমায়।”

তখন মির্জাফর গম্ভীরস্বরে বলিলেন, “নবাব! আমায় অন্যায় তিরস্কার করিলেন, আমার কোন ক্ষমতাই নাই, সমস্ত দেশ আপনার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত। আমি কি করিব। দেখুন জাঁহাপনা আমার হৃদয়কে পাষাণ বলিবেন না,—আপনি ত কখন কাঁদিতে জানিতেন না, কিন্তু আজি আপনি আমার নিকট কত কাঁদিলেন, যখন এইরূপ প্রাণের নিমিত্ত যাহারা আজন্ম কাঁদিয়াছে তাহারা কত বিনিতভাবে অজস্র কাঁদিয়াছে, কই তাহাদের ক্রন্দনে ত কখন নবাব সাহেবের মুখে হাসি ব্যতীত চক্ষে অশ্রু দেখি নাই। আরও দেখুন, লোকে বলে আপনি রাজ্যচ্যুত হইলে দেশের আতঙ্ক যায়, অত্যাচার যায়। শত লোকের—সহস্র লোকের প্রাণরক্ষা হয়, অতএব আমি আপনার মঙ্গলকাঙ্ক্ষী হইয়া কেন সহস্রের প্রতি অত্যাচার করিব?”

নবাব বলিলেন “মির্জাফর কুক্কুর, তুই আমার অন্নে প্রতিপালিত হইয়া আমার বিপক্ষতাচরণ করিলি, বিশ্বাসঘাতক হইয়া মুসলমান কুলে কালি দিলি?”

মির্জাফর ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, “আপনার অন্নে প্রতিপালিত বলিয়া যদি আপনার হইয়া অন্যায় কার্য্য করিতেও বাধ্য থাকি, তাহা হইলে আপনি কি করিয়া সমস্ত লোকের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া তাহাদের অন্যায় করিতেন?”

নবাব একবার মির্জাফরের প্রতি চাহিলেন, চক্ষে জল আসিল বলিলেন “আমি অন্যায় করিয়াছি, মির্জাফর আমি মহাপাপ করিয়াছি, কিন্তু তোমার চরণে ধরি, আমায় রক্ষা কর।”

মির্জাফর। নবাব সাহেব! আমার কি সাধ্য যে আপনাকে রক্ষা করি, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন, তিনি আপনাকে রক্ষা করিবেন।

নবাব। মিজাফর! আর আমায় নবাব বলিয়া বিদ্রূপ করিও না, আমার নবাব নামে শেষ হইয়াছে, এখন তুমি নবাব আমি তোমার ক্রীত দাস, মিজাফর একটী ভিক্ষা দাও, আমায় প্রাণে বাচাও।

মির্জাফর। হতভাগ্য নবাব! এ সকল কি পূর্ব্বে স্মরণ করেন নাই, পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত আছে তাহা কি ভাবেন নাই? দেখুন— শেঠরা বঙ্গের প্রধান ও সম্ভ্রান্ত লোক, আপনি পশুর ন্যায় কামোন্মত্ত হইয়া তাহাদের অকলঙ্ককুলে কালি দিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্রের কি দুর্দ্দশাই না করিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বরের কার্য্য দেখুন, আপনার পরিণাম দেখুন।

নবাব। মির্জাফর এ পাপীর প্রতি দয়া কর, আমার এ দগ্ধ হৃদয় আর পোড়াইও না। ব্যথিত হৃদয়ে আর শেল বিদ্ধ করিও না।

মির্জাফর। কি করিতে বলেন?

নবাব। আমার প্রাণ ভিক্ষা দাও।

মির্জাফর বলিলেন "তবে এখনি পলায়ন করুন।"

নবাব। আমায় মুর্শিদাবাদ যাইবার উপায় করিয়া দাও।

মির্জাফর মনে মনে হাসিয়া বলিলেন "বাতুল মুর্শিদাবাদ যাইতে চায়—এখন সে মুর্শিদাবাদ যে কাহার তাহা ত জানে না" প্রকাশ্যে বলিলেন "আমার সহিত আসুন।" শিরাজ তাঁহার অনুসরণ করিলেন। মির্জাফর প্রকৃতই শিরাজের মুর্শিদাবাদ যাইবার আয়োজন করিয়া দিলেন। আহা! এত দিনে শিরাজের সুখ সূর্য্য ডুবিল!

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

পরিণাম।

শিরাজউদ্দৌলা পলাশী-প্রাঙ্গন ত্যাগ করিয়া কতিপয় রক্ষী সমভিব্যাহারে মুর্শিদাবাদ পৌঁছিলেন। নবাব হৃষ্ট চিত্তে আপন ভবনে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু যাহা দেখিলেন তাহা শিরাজ এ জীবনে দেখিতে কখন প্রত্যাশা করেন নাই। দেখিলেন—গৃহে মহা হুলস্থূল বাধিয়াছে, যে সকল রক্ষী বা ক্রীতদাস নবাবের ভয়ে জড়সড় ছিল, আজি তাহারা শিরাজকে দেখিয়া সে পূর্ব্ব সম্মান দিল না। নবাব ভগ্নহৃদয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন সেখানেও তাঁহার সমস্ত মহিষী নাই, যে পারিয়াছে পলায়ন করিয়াছে। সুহাসিনীর গৃহে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন সুহাসিনী নাই, নীরজার কক্ষে গেলেন—নীরজাও নাই। তখন নবাব হতাশ হইয়া একটী পর্য্যঙ্কে পতিত হইয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন, বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যার আধিপত্য এত দিনে ঘুচিয়াছে জানিয়া হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। আহা! সংসারের কি আমূল পরিবর্ত্তন—যে শিরাজ হাসিতে ব্যতীত কাঁদিতে জানিত না আজি সেই শিরাজ কত কাঁদিল, অতি যে দীন—যে পথে পথে ভিক্ষা করিয়াও উদরান্নের জন্য লালয়িত, সেও কখন এত কাঁদিয়াছে কি না সন্দেহ। যে সকল দাস দাসী শিরাজের ইঙ্গিতে ত্রস্ত হইত, আজি তাহারাও তাঁহাকে পূর্ব্বমত সম্বর্দ্ধনা করিল না। আজি আপন ভবনে শিরাজের অঙ্গ কাঁপিতেছে, সামান্য কোন শব্দ হইলে উৎকর্ণ হইয়া তাহা শ্রবণ করিতেছেন। শুদ্ধ রাজ্য চ্যুতি চিন্তা নহে, তাহা অপেক্ষাও গুরুতর পরিণাম চিন্তা শিরাজের হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, শিরাজ তাহার প্রভাবে অস্থির হইয়া ক্রমশঃ জ্ঞান শূন্য হইতেছিলেন।

নবাব এতদাবস্থায় অবস্থিত, এমত সময়ে তথায় জনৈক কৃষ্ণবর্ণ খোজা ক্রীতদাস আসিয়া উপস্থিত। সে প্রকৃতই প্রভুভক্ত। নবাবকে দেখিয়াই কাঁদিয়া উঠিল, নবাবও কাঁদিলেন। আজি প্রভু ভৃত্যের ঘোর সহানুভূতি দেখ। ভৃত্য বলিল "জাঁহাপনা! কি সর্ব্বনাশ করিতেছেন এ যম পুরীতে আর কেন?"

নবাব সাশ্রুলোচনে বলিলেন "দাস এ গৃহ কি আমার নয়? কি সর্ব্বনাশ হইল, আমি কোথায় যাইব?"

দাস বিনীত ভাবে কহিল "আমি আজন্ম আপনার অন্নে প্রতিপালিত, বিশেষতঃ আপনি আমায় যথেষ্ট স্নেহ করেন—আমার সহিত আসুন, আমি আপনার জীবন রক্ষার উপায় করিয়া দিব।

নবাবের সেই ঘোর কালিমা প্রাপ্ত বদন ক্ষণতরে ঈষৎ উৎফুল্ল হইল, বলিলেন "চল যাইতেছি।"

দাস। জাঁহাপনা! এ বেশ ত্যাগ করুন, আর আপনার নবাবের বেশে অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট নাই। এ বেশে আপনাকে অনেকে চিনিবে।

এই কথা বলিয়া দাস একটী ফকিরের বেশ আনিয়া দিল, নবাব স্বীয় বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া সেই বেশ পরিধান করিয়া দাসের অনুসরণ করিলেন। আজি শিরাজের সকল সুখের শেষ হইল। একটী গুপ্ত দ্বার দিয়া নবাব গৃহ হইতে বহিষ্ক্রান্ত হইতেছেন, এমত সময়ে দেখিলেন—নীরজা। পাঠক! নীরজার আজি কি অপূর্ব্ব শ্রী দেখ! নীরজা সুনীল পেশোয়াজ পরিধান করিয়াছে। তাহার কারুকার্য্য অতীব মনোহর। যেন সুনীল আকাশে ঘন তারকারাশি সুবিন্যস্ত রহিয়াছে। বক্ষ ক্ষুদ্র ও মনোহর কিঙ্খাপ কাঁচুলি দ্বারা আবৃত; তদুপরি তরুণ ভাস্করের ন্যায় স্বর্ণ সম্পন্ন মূল্যবান ওড়না শোভা পাইতেছে। নীরজা এই সমস্ত পরিচ্ছদ এরূপ নিপুণতার সহিত পরিধান করিয়াছে, যে দেখিলেই মন ভুলিয়া

যায়। সেই উন্নত কুচযুগল কাঁচুলি মধ্যে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। যদিও তাহা ঈষৎ স্থূল ও অঙ্গাবরণে আবরিত, তথাপি তাহা যেন আপনাপন গরিমায় সতন্ত্র ভাবে অবস্থিত। তদুপরি গজমুক্তার মালা যেন তাহার অঙ্গশিহরিণী মায়ায় বিমোহিত হইয়া গড়াগড়ি দিতেছে। ওড়্না ফুটিয়া সুকোমল অঙ্গের বিভা প্রকাশ পাইতেছে। কেশদাম অতি সুরুচির সহিত বিন্যস্ত। তথাপি দুই এক গুচ্ছ যেন অসাবধানতার সহিত মুখপ্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু ইহাতে রমণীর শোভা হ্রাস না করিয়া বরং বৃদ্ধি করিয়াছে। চক্ষু যেন জ্বলিতেছে, তাহার বিমোহিনী শক্তি যেন সমধিক বিভাসিত হইতেছে। অধর প্রান্তে মৃদু হাসি দেখা যাইতেছিল, তাহাতে নীরজার চারু দন্তাবলীর মনোহারিতা প্রকাশ পাইতেছিল। নীরজার ক্ষুদ্র মনোহর পদযুগলে বিবিধবর্ণের মুল্যবান প্রস্তর খচিত পাদুকা শোভা পাইতেছিল। নীরজা এইরূপ সুন্দর বেশভুষা করিয়া সাহ্লাদে কোথায় যাইতেছে, এমত সময় দেখিল—শিরাজ। হৃদয় চমকিয়া উঠিল, মুখমণ্ডল ক্ষণতরে বিবর্ণ হইল, কিন্তু নীরজা কৌশলে তাহা গোপন করিয়া যেন ব্যথিত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"নাথ! এ কি বেশ?"

নবাবের চক্ষে জল আসিল; নীরজাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন "নীরজা আর আমি নবাব নহি—এখন পথের কাঙ্গালী।"

নীরজা। কোথায় যাইতেছেন?

নবাব। যেখানে প্রাণরক্ষা করিতে পারি।

নীরজা। আমি আপনার সহিত যাইব।

নবাব একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "আইস।

নবাব দাস ও নীরজা ঘোর অন্ধকার রাত্রে নিভৃত দ্বার দিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইয়া জাহ্নবীর তীরে গেলেন। তথায় একটী ক্ষুদ্র তরণী ছিল, তাঁহারা তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন; তরণী তীর বেগে ছুটিল

তখন নবাব একবার আকাশের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন নৈশ গগনে তারকারাজি যেন নবাবের দুরবস্থা দেখিয়া হাসিতেছে, শিরাজের প্রাণ চমকিয়া উঠিল। মস্তক নামিল—দেখিলেন জাহ্নবী বক্ষেও ভীষণ বিষাদময়ী দৃশ্য। সেই কৃষ্ণবরণে ক্ষুদ্র তরঙ্গ সহ কলনাদে শিরাজকে বিদ্রূপ করিতে করিতে বা ধিক্কার দিতে দিতে যেন ভাগিরথী বাহিতা। তখন নবাব তাহার তীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সেখানেও বিষাদময়ী দৃশ্য—বৃক্ষাবলী শ্যাম বরণে অসংখ্য খদ্যোতিকা ভূষণ পরিধান করিয়া যেন এক ভীষণ বেশ ধারণ করিয়াছে, তদ্দৃষ্টে নবাবের প্রাণ আবার চমকিল। যে নবাব অসংখ্য লোককে জাহ্নবী বক্ষে হাসিতে হাসিতে নিমগ্ন করিয়াছেন, আজি তাহারা ধীরে ধীরে নবাবের অনুশোচনা পূর্ণ হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল; যে সকল অবলাগণের বলপূর্ব্বক সতীত্ব হরণ করিয়াছিলেন, তাহাদের সকরুণ বিলাপ ধ্বনিতে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই, আজি তাহাদের বিষণ্ণ মুখচ্ছবি তাঁহার হৃদয়ে অজ্ঞাতসারে প্রবেশ লাভ করিতে লাগিল। শিরাজ সভীত অন্তঃকরণে নীরজার ক্রোড়ে আপন বিষণ্ণ বদন লুক্কায়িত করিয়া অবিরল অশ্রু সম্পাত করিতে লাগিলেন। নীরজা স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা তাঁহার নয়ন বারি মুছাইয়া দিতে লাগিল। যে নবাবের অসংখ্য দাস দাসী অনুচরবর্গ ছিল, আজি তাঁহার সহায় একটীমাত্র দাস ও নীরজা। নর ভাগ্যের লিখন দেখ! মানব ভবিতব্যতা দেখ, সুখের অবসাদ দেখ! জীবনের দম্ভ, ঐশ্বর্য্য, মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা, দ্বেষ, অত্যাচার প্রভৃতির অপূর্ব্ব পরিণাম দেখ। আর শিরাজের ভাগ্য লিপির ঘোর পরিবর্ত্তন দেখ

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

সুহাসিনীর আশা।

ইংরাজ যুদ্ধে মুসলমান পরাভূত হইয়াছে সংবাদ আসিলে মুর্শিদাবাদে মহা হুলস্থূল বাধিয়া যায়। নবাব গৃহাধিবাসীগণ প্রাণ রক্ষার্থ পলায়নপর হয়, সেই সময় সুহাসিনীও একটী পরিচারিকার সহিত পলায়ন করে। উভয়ে নৌকা করিয়া আজিমগঞ্জ ছাড়াইয়া এক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে তথায় প্রভাত হইল। তরণী চলিতেছে, এমত সময়ে সুহাসিনী দেখিল কে একজন ব্রহ্মচারী গঙ্গা তীরে বিচরণ করিতেছেন। সুহাসিনী দাসীকে বলিল "এই স্থানে একবার তরণী লাগাইতে বল।"

দাসী বলিল "কেন?"

সুহা। আবশ্যক আছে।

তরণী লাগিল। সুহাসিনী মূর্চ্ছিতা হইয়া তরণীপরে পতিত হইল। দাসী "একি হইল একি হইল" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ব্রহ্মচারী নিকটে ছিলেন চীৎকার শুনিয়া "কি হইয়াছে" বলিয়া তরণীর নিকটে আসিলেন। দাসী বলিল "সহসা আমার সখীর জ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে।" ব্রহ্মচারী নৌকায় উঠিলেন, সুহাসিনীকে মুর্চ্ছিতা দেখিয়া তাহার বদনে জল সিঞ্চন করিয়া সজলনয়নে কহিলেন "সুহাসিনি, প্রাণাধিকে উঠ, তোমার এ দশা কেন?" দাসী অবাক হইল, বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না। ক্ষণেক পরে সুহাসিনীর জ্ঞানের সঞ্চার হইল। চক্ষু উন্মীলন করিয়া সসব্যস্তে উঠিয়া বসিয়া বিপিনের গলদেশে বাহু বদ্ধ করিয়া বলিল "বিপিন! প্রাণেশ্বর! আজি আমি কি ভাগ্যবতী, আজি আমার হৃদয় সর্ব্বস্ব বিপিনকে পাইয়াছি।

আজি আমি সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হইলাম। আমার মুর্শিদাবাদ যাত্রা সফল হইল।" সুহাসিনী অঝোরে কাঁদিতে লাগিল; দাসীও কাঁদিতে লাগিল। বিপিন বলিলেন "প্রাণেশ্বরি, শশিমুখি, আজি আমারও সকল দুঃখের অবসান হইল, আমি শুভক্ষণে তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইয়াছিলাম। সুহাসিনি! চুপ কর, কাঁদিও না, তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমার প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া যায়।"

সুহাসিনী বলিল "নাথ! আজি আমার চক্ষে জল দেখিয়া তোমার ক্লেশ হইতেছে, কিন্তু আজি তিন বৎসর যে আমি দিবা-নিশি অবিরত কাঁদিয়াছি, কই তাহা ত একবারও নিবারণের চেষ্টা কর নাই।"

বিপিন। প্রিয়ে! সে সমস্ত বিস্মৃত হও, সে সমস্ত ঈশ্বরেচ্ছায় হইয়াছে, তোমার প্রিয়সখী নীরজাই এই সমস্ত অনর্থের একমাত্র কারণ।

সুহাসিনী বিস্মিত হইয়া বলিল "নীরজা!"

বিপিন। সে অনেক কথা পরে বলিব।

সুহা। এখন নীরজা কোথায়?

বিপিন। তাহা জানি না।

সুহাসিনী অধোবদনে রহিল, কি চিন্তা করিতে লাগিল, বিপিন বলেন "এখন কোথায় যাইতেছিলে?"

সুহা। প্রাণ ও সতীত্ব রক্ষার্থ পলাইতেছিলাম।

বিপিন। কোথা হইতে আসিতেছ?

সুহা। মুর্শিদাবাদ।

বিপিন। সেখানে কোথায় ছিলে?

সুহা। নবাব গৃহে।

বিপিন। নবাব তোমার সন্ধান কি রূপে পাইল?

সুহা। বলিতে পারি না।

বিপিন। ওঃ কি পাষণ্ড!—যুদ্ধের সংবাদ জান?

সুহা। নবাব হারিয়াছে।

বিপিনের মুখে হাসি দেখা দিল, বলিলেন "ঈশ্বর! তোমার ক্ষমতা অসীম, তুমি যে শিরাজের হস্ত হইতে বঙ্গভূমিকে উদ্ধার করিয়াছ, তন্নিমিত্ত তোমায় মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ দি।" পরে নাবিকদিগকে যথা বিহিত পারিশ্রমিক ও পারিতোষিক প্রদান করিয়া কহিলেন "সুহাসিনি! প্রাণাধিকে! এখন আমার কুটীরে আইস, আহারাদির পরে এ স্থান হইতে অন্যত্র যাওয়া যাইবে।"

সুহাসিনী বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার অনুসরণ করিল। দাসীও তাঁহাদের অনুগামিনী হইল।

তখন বেলা প্রায় নয় ঘটিকা, সূর্য্য কিরণে জাহ্নবী বক্ষ হাস্যময়ী, তটে অনন্ত বালুকাস্তূপে সূর্য্য কিরণ পতিত হইয়া সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র হীরক খণ্ডবৎ শোভা পাইতেছে। সুহাসিনী আজি জগৎ সংসারকে অপূর্ব্ব শোভাময়ী বলিয়া বোধ করিতে লাগিল। যে সুহাসিনী নবাব-প্রাসাদ হইতে এই ভাগিরথীকে দেখিয়া বিষাদিতা হইয়াছিল আজি সেই সুহাসিনী ভাগিরথীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিল, যে সুহাসিনী সূর্য্য রশ্মি সম্পাতে প্রকৃতির বিষাদময়ী মূর্ত্তি ব্যতীত অপর কিছু দেখে নাই, আজি আবার সেই সুহাসিনী প্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিলোকনে মুগ্ধা হইল। সকলে ক্রমশঃ একটী বনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। তথায় একটী লতাবৃতি পরিবৃত সুন্দর কুটির ছিল। বিপিন তাহাদিগকে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে বলিয়া স্বয়ং তাহাদের আহারাদির আয়োজন করিতে বহির্গত হইলেন। রমণীদ্বয় সেই কুটিরাভ্যন্তরে উপবিষ্ট রহিল। ক্ষণেক পরে দাসী কহিল "সখি! এ যুবা পুরুষটী কে?"

সুহাসিনী গম্ভীর ভাবে সাহ্লাদে কহিল "আমার স্বামী।"

দাসী। উনি সন্ন্যাসী কেন?

সুহাসিনী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল "সে অনেক কথা পরে বলিব।"

দাসী নীরব হইল, তখন সুহাসিনী কহিল "সখি! তুমি আমার যে কি উপকার করিয়াছ তাহা আর কি বলিব, তোমার প্রসাদে আমার জীবন সর্ব্বস্ব বিপিনকে পাইয়াছি, বলিতে কি তুমিই আমার সকল সুখের কারণ হইলে। যত কাল জীবিত থাকিব তত কাল তোমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না। আমি কে তুমি কে—আমিও তোমায় জানিতাম না তুমিও আমায় জানিতে না, তথাপি তুমি আমায় যে রূপ অন্তরের সহিত ভাল বাসিতে, স্নেহ করিতে, সে রূপ সহোদরা ভগ্নীতেও করে কি না সন্দেহ। তুমি নবাবের দাসী হইয়াও আমার প্রতি যেরূপ স্নেহ, যত্ন ও আমার দুঃখে যে রূপ সহানুভূতি প্রকাশ করিতে, সে রূপ অপরে কে করে? তখন উপায় ছিল না বলিয়া আমায় উদ্ধার কর নাই, নতুবা হয় ত আপন বিপদে উপেক্ষা করিয়াও আমার উদ্ধারে যত্নপর হইতে।"

দাসী কহিল "প্রিয়সখি! আমিও যে কি শুভক্ষণে তোমায় দেখিয়াছি তাহা আর কি বলিব, আমি বাস্তবিকই তোমায় আপন সহোদরা ভগ্নীর ন্যায় দেখি। যাহাই হউক সখী, তুমি বড় সৌভাগ্যবতী। এ সংসারে যে তোমার ন্যায় স্বামী রত্ন পাইয়াছে সেই সুখী।"

সুহাসিনী নীরবে কাঁদিতে লাগিল। তখন দাসী বলিল "সখি! আর কাঁদিও না, তোমার কাঁদিবার দিন গিয়াছে, আইস আমরা অরণ্যের মনোহর শোভা দেখি।"

সুহাসিনী ও দাসী ধীরে ধীরে কুটীর হইতে বহিষ্ক্রান্ত হইয়া বনের ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

বিপিন আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, বলিলেন "নীরজা! নীরজা! আমার কি সর্ব্বনাশ করিলে, আমায় কি কথা শুনাইলে?"

নীরজা গম্ভীরস্বরে কহিল "সত্য কথা বলিয়াছি।"

বিপিন সরোদনে বলিলেন "নীরজা তোমার চরণে ধরি আর ও কথা বলিও না।" নীরজা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, বিপিন কাঁদিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন "না নীরজা আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করিতে পারিব না, সুহাসিনী অসতী, আমার সংসারের সার, জীবনের সম্বল, সুহাসিনী অসতী! নীরজা, আমি প্রাণ থাকিতে এ কথা বিশ্বাস করিতে পারিব না।"

নীরজা হাসিয়া বলিল "কে তোমায় বিশ্বাস করিতে বলিতেছে, তুমি তাহার প্রণয়ে সুখী হও, ইহা কাহার না ইচ্ছা?"

বিপিন কাঁদিতে লাগিলেন। নীরজা পরিহাসচ্ছলে মৃদু হাসিয়া কহিল "বিপিন! চল সুহাসিনী বেগমকে দেখিয়া আসি।"

বিপিনের চক্ষু বহিয়া বেগে অশ্রুধারা বাহিত হইতেছিল, বিপিন চক্ষু মুছিয়া বলিলেন "নীরজা! পাষাণি—নিষ্ঠুরে, তোমার চরণে ধরি—চুপ কর—আমায় প্রাণে বধিও না, আমায় অকূল পাথারে ভাসাইও না। আমি প্রাণ থাকিতে তোমায় সুহাসিনীকে দেখাইব না। নীরজা আমি করপুটে অতি বিনীত ভাবে তোমার চরণে ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি, যে তুমি যেখানে যাইতেছিলে যাও, আমার সুখের হন্তা হইও না।

নীরজা পুনরপি মৃদু হাসিয়া সদর্পে কহিল "বিপিন! একদিন সেই বিন্ধ্যাচলে বলিয়াছিলে,—আমি তোমার নিকট কোন প্রকার উপকারের প্রত্যাশা করি না।—সে কথা কি সত্য?"

হৃদয় হইতে নারী স্বভাব সুলভ দয়া, মায়া, স্নেহ প্রভৃতি মধুর ও কোমল উত্তেজনা গুলি কি একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে?

নীরজা। বিপিন! তুমি আমার সুখের পথে কাঁটা দিতে পারিয়াছ, আমায় অনন্তকাল অনলে দগ্ধ করিতে পারিয়াছ, আমার সংসারের, আমার ইহ জন্মের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য করিয়াছ, তখন আমি কেন না তোমার সুখের হন্তা হইব? আর কি বলিতেছিলে বিপিন?—নারী স্বভাব সুলভ—কোমলতা, স্নেহ, মায়া, দয়া—এগুলিকে নারী হৃদয়ে আহ্বান করিতে হয় না, তাহারা আপনা আপনি বর্ত্তমান,—আরও বলি বিপিন—শুধু কোমলতা নারী হৃদয়ে বর্ত্তমান নহে, নারী হৃদয় কোমলতার রঙ্গস্থল; কিন্তু নারী হৃদয় মনে করিলে সে কোমলতাকেও বিসর্জ্জন দিতে পারে! সকল নারীতে পারে কি না বলিতে পারি না, কিন্তু নীরজা পারে। বিপিন! তুমি আমার হইতে প্রতিশ্রুত হও, আমার হৃদয় কোমল হইবে, ভালবাসা, স্নেহ, মায়া, দয়া সতত ইহাতে অপূর্ব্ব ভাবে বিরাজিত রহিবে। কিন্তু তুমি আমার না হইলে এ হৃদয়ে সুধার পরিবর্ত্তে তীব্র গরল ভাসিবে।

বিপিন এ কথার কোন উত্তর না দিয়া অঝোরে কাঁদিতে লাগিলেন, গণ্ড বহিয়া তপ্ত অশ্রুনীর প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন নীরজা ভ্রূকুটি করিয়া কহিল "বিপিন! কাঁদিও না, এ কাঁদিবার সময় নহে, আপন ভবিষ্যত চিন্তা কর, আপন হিতাহিত বিবেচনা কর।"

বিপিন অশ্রুজল অপসারিত করিয়া কহিলেন,—"নীরজা! আমি তোমার কথা শুনিয়া কাঁদি নাই, আমার ভাগ্য লিপি স্মরণ করিয়া কাঁদিতেছি। এ হৃদয়ে ত অনন্তকাল অগ্নি জ্বলিতেছে, তুমি আর তাহা অপেক্ষা কি অধিক জ্বালাইবে? তাই বলি—নীরজা! তোমার চেষ্টা ব্যর্থ হইল, এ জীবনে আমি তোমার কথা কখনই বিশ্বাস করিব না।"

তখন নীরজার সেই গম্ভীর মুখমণ্ডলে—মেঘাচ্ছন্ন গগণে ক্ষণিক দামিনী বিকাশের ন্যায় মৃদু হাসি দেখা দিল। নীরজা বলিল "বিপিন! সুধু আমার কথা কেন বিশ্বাস করিবে, আমার সহিত আইস—নবাব আমার সঙ্গে—আমিও তাঁহারই সেবিকা, তাঁহার মুখে আমাদের প্রেমের কথা শুনিবে এখন।"

বিপিন চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "নবাবের সহিত কোথায় যাইতেছ?"

নীরজা। পলাইতেছি।

বিপিন। নীরজা! তোমার প্রাণেশ্বরের প্রাণ রক্ষা করগে, আমায় ক্ষমা কর।

নীরজা হাসিয়া কহিল "সুধু আমার নয়—সুহাসিনীরও প্রাণেশ্বর, বিপিন সুহাসিনীকে ডাকিয়া দাওনা, আমরা উভয়ে আমাদের ভাগের প্রাণেশ্বরের প্রাণরক্ষা করি।"

এমত সময়ে সুহাসিনী ও দাসী তদ্দিকে আসিতেছিল। নীরজা পূর্ব্বে বিপিনের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে নাই; এখন দেখিল প্রকৃতই সুহাসিনী সেখানে আছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গে তাড়িত বেগ সঞ্চারিত হইল, ক্ষণতরে কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইল; পরে অনেক কষ্টে প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিল "বিপিন ঐ যে সুহাসিনী আসিতেছে।"

বিপিনের বদন শুষ্ক হইল, হৃদয় দুর দুর করিতে লাগিল, অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, মস্তক ঘুরিতে লাগিল, সংজ্ঞাভ্রষ্ট হইবার উপক্রম হইল, বিপিন অনেক কষ্টে আপন মস্তক ধরিয়া তথায় বসিয়া পড়িলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রতিহিংসা।

রমণীগণের মানসিক ভাব কি ভয়ঙ্কর—যে নীরজার সুহাসিনীর সহিত কত সখীত্ব ছিল, আজি আবার সেই নীরজার কার্য্যকারিতা দেখ। যে নীরজা একদিন সুহাসিনীকে বিপিনের হস্তে সমর্পণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল, সেই নীরজা কালের ক্ষণিক পরিবর্ত্তনেই বিপিনের প্রণয় অভিলাষিণী হইল, আবার বিপিনের নিকট রিক্ত হস্তে ফিরিয়া ভয়ঙ্কর ইর্ষাকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছিল, সেই ইর্ষা পরবশ হইয়া আজি আবার সুহসিনীর সর্ব্বনাশের উপায় অনুসন্ধান করিতেছে বা উদ্যোগ করিতেছে! নারী হৃদয় তোরে বলিহারি। নারী হৃদয়, কে তোমারে কোমল বলে? কে রমণীকে সরলা বলে? যে বলে বলুক, কিন্তু আমরা তোমাদের উদ্দেশে প্রণাম করিব। চক্ষু লজ্জা নাই, লোক লজ্জা নাই, কেবল আছে—হিংসা, ইর্ষা ও প্রতিহিংসা! নীরজা! তুমি আবার সেই রমণীকুলভূষণ! অতএব তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি।

সুহাসিনী সেই পূর্ব্ব অকৃত্রিম প্রণয়ের বশবর্ত্তিনী হইয়া দৌড়িয়া যাইয়া নীরজার গলদেশ বিজড়িয়া ধরিল। নীরজা যে তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, নীরজা যে ঘোর শত্রুতা সাধিত করিয়াছিল, তাহা বিস্মৃত হইল। সুহাসিনী নীরজার স্কন্ধে স্বীয় ক্ষুদ্র কমনীয় মস্তক অর্পণ করিয়া অঝোরে কাঁদিতে লাগিল। বলিল "সখী নীরজা এত কাল কোথায় ছিলে? কি করিয়া আমায় বিস্মৃত হইয়াছিলে? যাহাই হউক, এ সুখের দিনে তোমায় পাইয়া যে কি পর্য্যন্ত সুখী হইলাম তাহা আর কি বলিব।"

কিন্তু এ ক্রন্দনে নীরজার পাষাণ হৃদয় গলিল না। নিরজা মনে

মনে মৃদু হসিয়া কহিল "সখি! তুমি ও যেখানে ছিলে অমি ও সেখানে ছিলাম। তুমি ও যাহার অঙ্কে শোভা প্যাইতেছিলে, আমিও তাঁহার মন জোগাইতে ছিলাম।' সখি, সত্যকল্পা বলিতে কি আজি যে কেবল তোমার সুখের দিন দেখিয়া সুখী হইলাম তাহা নহে, আরও তোমার অনেক সুখ দেখিয়া সুখী হইয়াছি।" দাসীর প্রতি কহিল "চিনিতে পার কি?"

দাসী কহিল "বেগম সাহেব আপনাকে চিনিব না!"

সুহাসিনী নীরজার বদন প্রতি চাহিয়া রহিল, তখন তাহার চক্ষে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতে ছিল। অঙ্গ অবশ হইল। সুহাসিনীর চক্ষু পলক বিহীন হইল। এ দারুণ বাক্য শুনিয়াও তাহার চক্ষে এক বিন্দু জল দেখা দিল না, সুহাসিনী নীরজার হস্ত ধারণ করিয়া কহিল "সখি নীরজা! তুমি যত কেন বল না আমার হৃদয় কখন বিচলিত হইবে না। ঈশ্বর জানেন নবাব আমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, আমি শিরাজউদ্দৌলাকে পিতৃ সম্ভাষণ ব্যতীত যদ্যপি কখন অন্য সম্ভাষণ করিয়া থাকি তাহা হইলে হে ভগবান! আমার মস্তকে শত বজ্র নিপতিত হউক। কিন্তু নিরজা! তোমার কোমল প্রাণে এ ভাবের উদয় কেন? এই কি বাল্য প্রেমের বিনিময়? এই কি ভালবাসার পরিণাম? নীরজা! আমি যে তোমার নিরুদ্দেশে বিদগ্ধ প্রাণে কত কাঁদিয়াছিলাম, এই কি তাহার প্রতিফল দিলে? প্রিয়সখি! আমি এতকাল ত বিপিনকে না দেখিয়া জীবিত ছিলাম, এতকাল ত তাঁহার প্রীতি প্রফুল্ল মুখারবিন্দ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রাণ ধারণ করিয়াছিলাম, না হয় আমার সেই ভাগ্য লিপিই অনন্তকালের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইবে। কিন্তু তুমি আমার কি সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছ।" এবার সুহাসিনী কাঁদিল, দাসী বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা তাহার নয়ন জল মুছাইয়া দিল। সুহাসিনী আবার বলিতে লাগিল "নীরজা! আজি আমার বিপিন যা কথা বলিলেও

শোভা পাইত ;—আমি যে শিরাজউদ্দৌলার গৃহে সতীত্ব রক্ষা করিয়াছি, তাহা কাঁহার বিশ্বাস যোগ্য। তুমি যদি আমায় অসতী বলিয়া তিরস্কার করিতে, তাহা হইলে আমি আহ্লাদের সহিত তোমায় আলিঙ্গন করিতাম, কিন্তু তুমি কি বলিলে? আমি নবাব গৃহে সুখিনী হইয়াছিলাম? নীরজা! তুমি আমার মুখ ভরা হাসি দেখিয়াছ? অহো পরিতাপ! আর সহ্য হয় না, মাতঃ বসুন্ধরে! তুমি বিদীর্ণ হও, এই অনাথা অসহায়া অবলাবালাকে তোমার ক্রোড়ে স্থান দাও।"

সুহাসিনী কাঁদিতে লাগিল। নীরজা মৃদু হাসিয়া ভ্রূকুটি করিয়া বলিল "সুহাসিনি! তুমি প্রবঞ্চনা শিক্ষা করিয়াছ জানিলে এ কথা বলিতাম না। আমি অন্যায় করিয়াছি, তুমি সতী বই কি!" বিপিনের দিকে ফিরিয়া কহিল "বিপিন! তোমার সুহাসিনী সতী!"

বিপিন কোন কথা না কহিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। সুহাসিনীও তাহার কোন প্রতি উত্তর না দিয়া কাঁদিতে লাগিল।

দাসী বলিল "বেগম সাহেব মিথ্যা বলিয়া এক জনের সর্ব্বনাশ করিয়া আপনার কি ইষ্ট হইল?"

নীরজা দাসীকে ক্রোধভরে কহিল "তোমার অর্থলোভ আছে, কিন্তু আমি কি লোভে মিথ্যাকে সত্য বলিব?"

দাসী। আমরা সর্ব্বদা সুহাসিনীর নিকটে থাকিতাম, আপনা অপেক্ষা আমরা ইহার বিষয় অধিক জানি না?

তখন নীরজা দাসীকে নিভৃতে ডাকিল। দাসী নীরজার অনুগামিনী হইল, কতকদূর যাইয়া উভয়ে কি কথোপকথন হইতে লাগিল। আইস পাঠক! আমরা নীরজা ও দাসীকে কথোপকথন করিতে অবসর দিয়া অন্যত্র গমন করি।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

দুঃখের শেষ।

নীরজা দাসীকে ডাকিয়া লইয়া গেলে, সুহাসিনী বিপিনের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া বলিল "বিপিন! প্রাণেশ্বর! আজি আমার সকল আশার শেষ হইল, আমি এমনি মন্দ ভাগিনী যে হাতে রত্ন পাইয়াও হারাইলাম। জীবিতেশ্বর! আজি হইতে আমার আশা ত্যাগ কর, তুমি আমায় এখন আর ভালবাস কিনা জানি না, কিন্তু আমি তোমায় ভালবাসি, কত ভালবাসি তাহা সেই অন্তর্য্যামী ঈশ্বরই জানেন। এ জীবনে ভালবাসার বিপর্য্যয় ঘটিবেনা, যদি ঘটিত তাহা হইলে ত সুখিনী হইতাম কিন্তু তাহা হইবে না, আমাকে অনন্তকাল হতাশ্বাসের বিষের জ্বালা সহ্য করিতে হইবে। প্রাণনাথ! তুমি আমার স্পৃষ্ট দ্রব্য আহার করিও না, আমায় স্পর্শ করিও না, আমার মুখচুম্বন করিও না,—কিন্তু বিপিন আমিও কি তোমার মুখচুম্বন করিতে পাইব না? একবারও না? বিপিন! তোমার চরণে ধরি একবার আমাকে তোমার মুখচুম্বন করিতে দাও আমার সকল আশা, সকল সাধ পূর্ণ হউক, আমি এ জীবনে তোমার নিকট আর এ ভিক্ষা করিব না!" আবার কি ভাবিয়া বলিল "না বিপিন! দিয়া কাজ নাই—হয় ত তাহাতে তোমার মনে ঘৃণার উদ্রেক [illegible], নাথ! তবে একটী ভিক্ষা দাও, আমি যেন তোমার দর্শন [illegible]তে বঞ্চিত না হই। বিপিন! তুমি পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়া [illegible] হও, আমি কায়মনোচিত্তে তোমাদের উভয়ের পরিচর্য্যা করিয়া জীবন সার্থক করি।"

"সুহাসিনি! প্রাণেশ্বরি! ও কথা বলিও না, তুমি অসতী, এ কথা আমি প্রাণ থাকিতে বিশ্বাস করিতে পারিব না, যদি তাহাই হয়, তথাপি আমি তোমায় ত্যাগ করিতে পারিব না, তুমি যে স্বইচ্ছায় তোমার সতীত্ব নষ্ট করিয়াছ,—এ কথা নীরজা কোন ছার! স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব আসিয়াও যদ্যপি বলেন, তাথপি তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিব,—নীরজা ত আমাদের চির শত্রু, সুহাসিনি! নীরজার কথায় যদ্যপি তোমাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও অসতী বলিয়া ধারণা জন্মে, তাহা হইলে আমায় ঈশ্বরের নিকট দণ্ডিত হইতে হইবে—অনন্তকাল নরক যন্ত্রনা সহ্য করিতে হইবে।"

সুহাসিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "প্রাণেশ্বর! আর আমি তোমার গ্রহনের উপযুক্ত নহি, তুমি আমায় গ্রহন করিতে পার, কিন্তু তোমার সন্দেহ, মনে মনে তোমার যাতনা দিবে। নাথ! আমি তোমায় ভালবাসি—কিন্তু সেই ভালবাসার পরিণাম কি তোমায় যাতনা দেওয়া হইবে?" সুহাসিনী পূর্ব্বাপেক্ষা আরও কাঁদিতে লাগিল।

বিপিন। সর্ব্বশক্তিবান ঈশ্বরই জানেন, যে আমি তোমার সহবাসে কত সুখী হইব।

সুহাসিনী। লোকে ত তোমায় ব্যভিচারিণীর প্রণয়াশক্ত বলিবে।

বিপিন। আমি লোকের কথায় ভ্রূক্ষেপ করি না।

সুহাসিনী। সে কি বিপিন! লোকাপবাদ ভয়ে রাম গর্ভবতী সীতাদেবীকে সম্পূর্ণ সতী জানিয়াও বনে পাঠাইয়াছিলেন—তুমি সে লোকাপবাদকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে?

তখন বিপিন বলিলেন, "সুহাসিনি! রাম মনুষ্য ছিলেন না, দেবতা ছিলেন, তিনি দেবতার ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন—আমি সামান্য মনুষ্য, মনুষ্যের ন্যায় কার্য্য করিব। সুহাসিনি! আর আমার সহ্য হয়

না,—বল তুমি আমার হইবে। বল আমার বিবাহিতা পত্নী হইবে? নতুবা সুহাসিনী এই পর্য্যন্ত তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ—ঐ দেখ জাহ্নবী আমার দুঃখের সীমান্ত করিতে ঊর্দ্ধকরে ডাকিতেছে। সুহাসিনি! বল আমার হৃদয় সান্ত্বনা করিবে, বল আমাকে বিবাহ করিবে, নতুবা যাই। আর সহ্য হয় না। নীরজা তুমিই আমার প্রাণ ভাঙ্গিলে, সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য করিলে, আমি চলিলাম, কিন্তু ইহার পাপ তোমায় স্পর্শিবে। এই যে অসহায়া নিরপরাধিণী অবলাকে প্রাণে প্রাণে মর্ম্মাহত করিয়াছ, যদি ঈশ্বর থাকেন, তবে যেন তাহার প্রতিফল পাও!" বিপিন সজল নেত্রে সুহাসিনীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "সুহাসিনি! প্রাণেশ্বরি,! বল আমার হইবে, বল আমার হইলে?—লোকের এ পরিণয় সহ্য না হয়, আর লোকালয়ে যাইব না, এই ত এতকাল বনে বনে কাটাইলাম; না হয় বনই আমার দেশ হইবে, কুটিরই আমার রাজ প্রাসাদ হইবে, মৃণ্ময় বেদীই আমার রত্ন সিংহাসন হইবে। সুহাসিনি! এমন রত্ন আমার কণ্ঠহার হইলে, আর আমি কাহাকে ভয় করি, কোন সুখাভিলাষে দুঃখিত হই? তোমাকে বক্ষেধারণ করিয়া যদ্যপি অনাহারে দিনযাপন করি, তাহাতে আমার যে সুখ, সে সুখ আর কোথাও নাই। সুহাসিনি! এই কয় বৎসর অবিরত কেবল যোগাসনে তোমারই ধ্যানে মগ্ন ছিলাম, বলিতে কি তুমি আমার উপাস্যদেবী,—আজি সদয় হইয়া আবার কেন নিরদয় হও, কেন আমার প্রাণ ভাঙ্গ, কেন আমার জীবন নাশে উদ্যত হও?"

সুহাসিনী বিপিনের চক্ষু মুছাইয়া দিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল। কোন কথারই উত্তর দিতে পারিল না। বিপিন পুনর্ব্বার সুহাসিনীর মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন "প্রাণাধিকে! সুহাসিনি! বল,—আমার প্রাণে প্রাণ দাও?"

সুহাসিনী তাঁহার কোন উত্তর না দিয়া পুনরপি কাঁদিতে লাগিল।

এমত সময়ে দাসী ও নীরজা পুনর্ব্বার তথায় আসিল

"সখি! এই দেখ, নীরজা বিবি আমায় উৎকোচ দিয়াছেন।" এই বলিয়া দাসী সুহাসিনীকে সুবর্ণ তাবিজ প্রদর্শন করিল।

বিপিন বলিলেন "কিসের উৎকোচ?"

দাসী। সুহাসিনীকে অসতী বলিতে।

সুহাসিনী অবাক হইল, বিপিন একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। এমত সময়ে দাসী সবিস্ময়ে বলিল "ঐ যে নবাব সাহেব এদিকে আসিতেছেন" সুহাসিনী চমকিয়া উঠিল, দেখিল প্রকৃতই "শিরাজউদ্দৌলা।" বিপিন উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সুহাসিনী অবগুণ্ঠন দিয়া বসিল।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সুখের উষা।

নবাব শিরাজউদ্দৌলা আসিলেন, যে ব্যক্তি সুকোমল কুসুমমিব সুকুমার শয্যায় শায়িত হইয়াও ক্লেশ বোধ করিত, আজি সেই ব্যক্তি কণ্টকাকীর্ণ পথে পদব্রজে পরিভ্রমণ করিতেছে। যে সতত সুকুমার রেশমী পরিধেয় সত্ত্বেও তাহার গুরুভার মনে করিত, আজি আবার সেই ব্যক্তি ফকিরের বেশ পরিধান করিয়াছে। এখন আর শিরাজের সে হাসি নাই, যে বদন ক্রুর ও নীচাশয়তার রঙ্গস্থল ছিল,—আজি সে বদন যেন প্রীতি ও পবিত্রতার আবাস ভূমি। আজি নবাব বদন বিষাদসূচক—ভীতি ব্যঞ্জক। নীরজা নবাবকে দেখিয়া চিত্রাপিত পুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মানা রহিল, দাসী যথাযোগ্য অভিবাদন পূর্ব্বক শিরাজের কায়িক মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিল।

নবাব একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "দাসি! আর আমার অভিবাদন করিও না, নবাব বলিয়া ডাকিও না, তাহাতে আমায় বড় লজ্জা বোধ হয়—আমি আর তোমাদের নবাব নহি।"

দাসী করপুটে কহিল "সে কি জাঁহাপনা, এ অবস্থায় ব্যথিত হইবেন না, আবার ঈশ্বর আপনার প্রতি কৃপা দৃষ্টি করিবেন।"

নবাব। দাসি! আমি যে সকল দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, সে সকল স্মরণ করিয়া ঈশ্বরের নিকট দয়া প্রার্থনা করিতে ভয় পাই। তবে এই মাত্র প্রার্থনা করি, যে তিনি আমাকে কিছু দিন সেই পূর্ব্ব পাপের অনুশোচনা করিতে দিন, তাহা হইলে তাহার কতকট প্রায়শ্চিত্ত হইবে—হয় ত তাহাতে আমার যম যন্ত্রনার কতকট লাঘব হইবে।

দাসী নীরব হইয়া রহিল। নবাব নীরজাকে কহিলেন "নীরজা! আইস আমরা প্রস্থান করি, এখানে বাস করা আমাদের নিরাপদ নহে।"

নীরজা মৃদু হাসিয়া কহিল "নবাবের সহিত যাইতে পারি ফকিরের সহিত কেন ক্লেশ সহ্য করিতে যাইব?"

নবাব অবাক হইলেন, চক্ষু রক্তিমাবর্ণ হইল বলিলেন "নীরজা! তোমার এ কথায় আজি শিরাজ দুঃখিত নয়।

নীরজা। শুনিয়া সুখী হইলাম,—আপনার প্রিয় বেগম সুহাসিনীকে লইয়া যান না?

নবাব বলিলেন "সুহাসিনী কে?"

নীরজা হাসিয়া উত্তর করিল "যাহাকে হরিহরপুর হইতে এত যত্ন করিয়া আনিয়াছিলেন।"

নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন "তিনি কোথায়?"

নীরজা। আপনার সম্মুখে।

নবাবের চক্ষু নামিল, বুঝিলেন অবগুণ্ঠনবতী—সুহাসিনী। তখন নবাব সুহাসিনীর নিকট জানু পাতিয়া কর জোড় করিয়া কহিলেন "মা সুহাসিনি! তোমার অভিসম্পাতে আমি সর্ব্বশান্ত হইয়াছি। এতদিনে আমি সতীর গৌরব বুঝিয়াছি আমি মুর্খের ন্যায় তোমাকে স্পর্শ করিতে বাসনা করিয়াছিলাম, কিন্তু মা তুমি অগ্নি রূপিনী, আমি ভীত হইয়া পরাস্ত হই। মা! আমার অসীমসাহসিকতা মার্জ্জনা কর, আজি শিরাজ তোমার পদ ধরিয়া মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতে বাসনা করিতেছে; কিন্তু তোমার পবিত্র পদ স্পর্শ করিয়া কলঙ্কিত করিব না, আমি ঘোর অত্যাচারী—মহাপাপী। মা আমায় আশীর্ব্বাদ কর,—শিরাজকে তোমার পুত্র জ্ঞানে, আমার পূর্ব্বকৃত অপরাধ সকল ক্ষমা কর।"

নীরজা স্তম্ভিতের ন্যায় দণ্ডায়মানা রহিল, তখন দাসী বিপিনকে বলিল "সুহাসিনীর পবিত্রতার কথা শুন।"

নবাব জিজ্ঞাসিলেন "কি হইয়াছে?"

দাসী আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল।

তখন নবাব বলিলেন "মা! আমি কি নৃশংস, আমি না জানি তোমার কোমল মনে কত ব্যথা দিয়াছি, বিধাতঃ! আজি বুঝি সেই নিমিত্তই আমার এই দশা করিয়াছ। সুহাসিনি! মা আমার—তুমি সতীত্বের প্রতিমূর্ত্তি, আমি কত অবলার সতীত্ব নষ্ট করিয়াছি, কিন্তু তোমার ন্যায় কাহাকেও দেখি নাই, সেরূপ কাকুতি মিনতি কোথাও দেখি নাই, কৃপাণ হস্তে উগ্রচণ্ডী রূপে কেহ আমার প্রাণ নাশে উদ্যত হয় নাই। সে উপদেশ, সে মিনতি, সেই ভিক্ষা, সুহাসিনি! আর কেহই করে নাই, কিন্তু আমি পশু—আমার হৃদয়ে ত দয়া, মায়া ছিলনা, সুতরাং করিও নাই—এখন আমার এই অবস্থাই তাহার প্রতিফল।" বিপিনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন "যুবক! তুমি প্রকৃত ভাগ্যধর, যাহার অঙ্কে এরূপ সুহাসিনী

শোভা পায়, সে প্রকৃতই ধরণী মধ্যে সুখী, তাহার নিকট অধিক কি পৃথিবীর রাজ্যভার তুচ্ছ। ভ্রাতঃ! আজি পশু শিরাজ প্রণয়ের জ্বলন্ত মূর্ত্তি দর্শন করিল, "ঈশ্বর বুঝি আমায় শিক্ষা দিলেন—যে পবিত্র প্রণয় কত সুখকর দেখ্; তুই কেবল পশুবৎ আচরণ করিয়াছিলি, তাহাতে সুখ কোথায়?" ক্ষণেক কি ভাবিয়া পরে বলিলেন "ভাই আমার এ অবস্থায় আর আমি তোমার কি উপকার করিব, বরং আমি তোমার উপকার প্রার্থী, যাহাই হউক, এই অঙ্গুরীয়ক গ্রহণ কর, আমায় মধ্যে মধ্যে স্মরণ করিও, আর আশীর্ব্বাদ করিও, যাহাতে আমার হৃদয় শান্তি পায়।" নবাব কাঁদিতে লাগিলেন।

বিপিন বলিলেন "নবাব সাহেব! আপনার অনুশোচনা দেখিয়া প্রাণ বিকল হয়। প্রার্থনা করি, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর আপনাকে ক্ষমা করিবেন। আপনার চরিত্রের এ রূপ পরিবর্ত্তন যদি আজি না হইয়া পূর্ব্বে হইত,—তাহা হইলে আপনি প্রাতঃস্মরণীয় লোক হইতেন।"

নবাব হাসিয়া কহিলেন "ভাই তাহা কি হইতে পারে? ধনান্ধতা ও প্রভুত্বে কি মনুষ্যের জ্ঞান থাকে?" সুহাসিনীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন "মা! বল আমায় মার্জ্জনা করিলে, আমি বিদায় হই, তোমার নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতে আমার প্রাণ কাঁদিতেছিল, ঈশ্বরেচ্ছায় সে আশা পূর্ণ হইয়াছে,—মা! তোমার অবোধ সন্তান জ্ঞানে আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর।"

সুহাসিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "নবাব সাহেব! আমি আপনাকে ক্ষমা করিলাম, ঈশ্বরের নিকট অবিরত প্রার্থনা করিব, যাহাতে তিনিও আপনাকে ক্ষমা করেন।'

নবাব বিপিনকে বলিলেন "ভাই তবে আসি?—তুমিও বিদায় দাও, তুমিও ক্ষমা কর।"

বিপিন, বলিলেন " আসুন। "

তখন নবাব রক্তিম লোচনে নীরজার দিকে ফিরিয়া কহিলেন " নীরজা—নারকী—সয়তানী, তুমিই আমার সর্ব্বনাশের হেতু, তুমি যদ্যাপি সুহাসিনীকে ক্লেশ দিতে না আনিতে কহিতে, তাহা হইলে হয় ত সতীর দীর্ঘ নিশ্বাস আমার রাজ্যে পতিত হইত না, আমার রাজ্য ছারখার হইত না। সুধু তাহাই নয়, তুমি সুহাসিনীর সখী হইয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলে, এখনও সর্ব্বনাশ করিতেছিলে। জানি না কেন বসুন্ধরা এ পাপের বোঝা বহিতেছেন। নীরজা! তোমার ন্যায় হৃদয় সম্পন্না স্ত্রীলোকের সংসারে থাকা অন্যায়, আমি তোমাকে একদিন ভাল বাসিয়াছিলাম, আজি ভালবাসার কার্য্য করি; আর যাহাতে তুমি অধিকতর পাপ করিয়া অধিক পাপী না হও, তাহা করিলাম।" এই বলিয়া একটী শাণিত ছুরিকা নীরজার হৃদয়ে বিদ্ধ করিলেন। নীরজা বসিয়া পড়িল।

সকলে " কি করিলেন—কি করিলেন, " বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, নবাব তথা হইতে দ্রুত প্রস্থান করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হইলেন। তখন নীরজা সজল চক্ষে বলিল " নবাব! তুমি প্রকৃতই বন্ধুর কার্য্য করিয়াছ, আমি স্বয়ং পাপী, সুতরাং আশীর্ব্বাদ করিতে পারিব না, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন তোমার বর্ত্তমান জীবনে তোমায় সুখী করেন। "

ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

সকলের শেষ।

নীরজার অবিরত শোণিতস্রাব হইতে লাগিল, তাহার দেহ পাণ্ডুবর্ণ হইতে আরম্ভ হইল। নীরজা সুহাসিনীকে আলিঙ্গন করিয়া মুখচুম্বন করিল। বলিল "সুহাসিনি! প্রিয়সখী সুহাসিনি! আমি কি পাষাণী, আমি তোমার প্রেমপুরিত কমনীয় প্রাণে না জানি কত ব্যথা দিয়াছি, সখি! আমি পরলোকে কি করিয়া ত্রাণ পাইব?"

সুহাসিনী কাঁদিয়া বলিল "সখি! ও কথা বলিও না।"

তখন নীরজার অধরে ক্ষীণ হাসি দেখা দিল বলিল "আর কি বলিব না সখি, আমার অন্তিমকাল ত অতি নিকট, কিন্তু তুমি আমায় ক্ষমা কর, আমি এ জীবনে তোমার যত অনিষ্ট করিয়াছি, এত আর কাহার করি নাই। সুহাসিনি! তুমি যে আমায় প্রাণতুল্য ভালবাসিতে, বুঝি আমি তাহারই প্রতিফল দিয়াছি। আজি আমার পূর্ব্ব কার্য্য সকল স্মৃতিপথে আসিতেছে, আর প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে।

সুহাসিনী কহিল "সখি! সে সকল আর চিন্তা করিও না।"

নীরজা পুনরপি মৃদু হাসিয়া কহিল "সুহাসিনী পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।"

সুহাসিনী কাঁদিতে লাগিল। নীরজা বলিল "সুহাসিনি! কাঁদিও না, কাঁদিবার পূর্ব্বে এই মহাপাতকিণীর জীবন অখ্যায়িকা শুন, তোমার শৈশব সহচরী ও প্রিয়সখী হইয়া, তোমার কত অনিষ্টের চেষ্টা করিয়াছি, তাহা আগে শুন, তাহার পর যদ্যপি ইচ্ছা হয়,

তাহা হইলে আমার মৃত্যুতে কাঁদিও—দেখ সুহাসিনী তোমার অজ্ঞাতে আমি মনে মনে বিপিনের প্রণয়াভিলাষিণী হই—সখি! যে দিন রায়েদের বাগানে বিপিন তোমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া তাহার একদিন পরে তোমাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত শিবিকা পাঠাইবার কথা বলিয়া যান, আমি সে দিন গোপনে তথায় গিয়াছিলাম। বিপিন প্রস্থান করিলে তুমি শোকাতুরা হইয়া মূর্চ্ছিতা হইলে, আমিই তোমায় তথায় নানা উপায়ে সজ্ঞান করি। তাহার পর অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছিলাম যাহাতে তুমি বিপিনের নিকট না যাও, কিন্তু তুমি অনন্ত প্রণয় রূপিণী, তুমি কেন কপটাচারিণী ব্যভিচারিণীর কথা শুনিবে? তুমি শুনিলে না। তোমার প্রণয় অটল রহিল। আমার প্রাণ তাহা সহ্য করিতে পারিল না। হৃদয়ে ভয়ঙ্কর অগ্নি জ্বলিতে লাগিল, বিবেকশূন্যা হইলাম। তোমার সেই ভালবাসা"—সুহাসিনীর মুখচুম্বন করিয়া বলিল "সুহাসিনি! তোমার এই মধুমাখা সরল বদন খানি ভুলিলাম—সেই বালবন্ধুতা, সেই অকৃত্রিম প্রেম, সেই ভালবাসা, সেই সহানুভূতি প্রভৃতি সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়া তোমার সর্ব্বনাশ করিতে কৃতশঙ্কল্পা হইলাম, তোমায় দুঃখ সাগরে চিরকাল তরে নিমর্জ্জিত করিয়া আপন আশাতীত সুখানুসন্ধানে যত্নবতী হইলাম—তোমায় প্রবঞ্চনা করিয়া সেই কথিত দিনে, শিবিকারোহনে বিন্ধ্যাচলে আসি—বিপিনকে যৌবন উপহার দি—বিপিন দেবতা আমার উপহার পদতলে বিদলিত করিলেন। আমি হিংসায় বিপিনের শত্রু হইলাম। মুর্শিদাবাদ গেলাম—শেঠেদের বাটীতে—উঃ! জল" সুহাসিনী জল দিল, নীরজা জল পান করিয়া আবার বলিতে লাগিল "শেঠেদের বাটীতে কমল পিশাচ—প্রাণ বিদীর্ণ হও—ছলে কৌশলে আমার সতীত্ব নষ্ট করিল। তাহার বাটী হইতে পলায়ন করিয়া নবাবের বেগম হইলাম, তখন মনে করিলাম তোমার

ও বিপিনের সর্ব্বনাশের এই সময়, তোমায় ও বিপিনকে আনিতে লোক পাঠাইলাম।—প্রাণ যায়—জল” সুহাসিনী আবার কাঁদিতে কাঁদিতে জল দিল, নীরজা বলিল “তোমায় পাওয়া গেল, বিপিনের অনুসন্ধান হইল না। কিন্তু হঠাৎ সেই সময়ে যুদ্ধ হওয়ায় তুমি বাঁচিলে, আমি এতদিন মরিয়াছিলাম, বুঝি আজি বাঁচিলাম। সুহাসিনী আমায় ক্ষমা কর।” নীরজা এই কথা বলিতে বলিতে চীৎকার করিয়া উঠিল, সুহাসিনী দেখিল নীরজার বদন পাণ্ডুবর্ণ ও চক্ষের ক্রোড় কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে, নীরজা অনেকক্ষণ আকাশের দিকে তীব্র দৃষ্টি প্রয়োগ করিয়া রহিল, পরে সভীতস্বরে কহিল “সুহাসিনি! আমায় ধর, ধর, ঐ দেখ আকাশে কে একজন কৃষ্ণবর্ণ কৃতান্তসম, লৌহ গদা লইয়া আমায় মারিতে আসিতেছে। ঐ ব্যাঘ্র, ঐ সর্প, সুহাসিনী আমায় ধর, আমায় আক্রমন করিতে আসিতেছে।” নীরজা সংজ্ঞা শূন্য হইল। সুহাসিনী চীৎকার করিয়া উঠিল, বিপিন নীরজার বদনে জল দিতে লাগিলেন, ক্ষণেক পরে নীরজার পুনর্ব্বার জ্ঞানের সঞ্চার হইল। দেখিল বিপিন স্বয়ং নীরজার মস্তক আপন ক্রোড়ে লইয়া সুশ্রূষা করিতেছেন। তখন নীরজা সজল নয়নে বলিল “বিপিন! তোমায়ও বলি আমায় ক্ষমা কর, অবলা না জানিয়া তোমার ন্যায় অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়াছিল, তোমার ক্ষতি হয় নাই তাহা নহে—কিন্তু প্রতিদানে আমিই ভয়ঙ্কর যন্ত্রনা সহ্য করিয়াছি। বিপিন! আমি ত মৃত্যু শয্যায়, আর ক্ষণেক পরে আমার জীবন প্রদীপ অনন্ত তরে নিবিবে, কিন্তু এ অন্তিমকালে বল যে আমায় ক্ষমা করিলে।”

বিপিনের চক্ষে জল আসিল, বলিলেন “নীরজা আমি তোমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিলাম, ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি—তুমি [illegible] অনন্তধামে যাইয়া সুখী হও।”

বিপিন! অনন্তধামে কি?—আমার নিমিত্ত শত সহস্র নূতন নরক সৃষ্ট হইয়াছে।" তখন আবার সুহাসিনীর দিকে ফিরিয়া কহিল "সখি! আজি আমার আর সুখ ধরিতেছে না। সুহাসিনি, তুমি কাঁদিও না, একবার হাস, দেখ, আমি তোমার স্বামীর ক্রোড়ে, স্বর্গে হয় ত একজন দুইজনকে ভালবাসিতে পারে,—ঈশ্বর! তাহা হইলে যেন সেখানে বিপিনের সহিত মিলিত হই। আর হে জগদীশ্বর যদ্যপি কখন পৃথিবীতে নারী করিয়া জন্ম দাও, তাহা হইলে বিপিনের ন্যায় স্বামী দিও। আর আশীর্ব্বাদ করি—না না আমার ন্যায় পাপিয়সীর আশীর্ব্বাদের ক্ষমতা নাই—ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমাদিগকে চিরসুখী করেন। চিরদিন—জন্ম জন্ম তোমরা যেন সুখে কালাতিপাত করিতে পার। বিচ্ছেদ যেন কোন কালে তোমাদের কোমল ও কমনীয় অঙ্গ স্পর্শ করিতে না পারে। আর শেষ কথা সুহাসিনি! তোমার ন্যায় পবিত্র সতীকে আমি কত কি অন্যায় কথা বলিয়াছি, ভাই! সেই বাল্যস্বভাব-সুলভ ভালবাসা পরবশ হইয়া আমাকে ক্ষমা কর, আর আমার সময় নাই।"

সুহাসিনী কাঁদিতে কাদিতে বলিল "তাহাই করিলাম।"

নীরজার অধর প্রান্তে হাসি দেখা দিল। বলিল "সুহাসিনী আজি আমি কি ভাগ্যবতী, আমি বিপিনের ক্রোড়ে প্রাণত্যাগ করিতেছি। বিপিন! আজি তুমি আমায় যত যাতনা দিয়াছিলে তাহা বিস্মৃত হইলাম। হে ঈশ্বর! আমি ঘোর পাতকিনী অত্যাচারিণী তথাপি তুমি এই মৃত্যুকালে আমার সকল দুঃখের অবসান করিলে, তোমার দয়াময় নামের সার্থকতা সম্পাদন করিলে।

এই কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ চমকিয়া উঠিল, চক্ষের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল, দেহ পাণ্ডুবর্ণ হইল,—নীরজার জীবন প্রদীপ

নিবিল। নীরজা প্রাণ শূন্য, জ্ঞান শূন্য,—বিপিনের ক্রোড়ে অনন্তকালের জন্য চক্ষু মুদিল।

সুহাসিনী কাঁদিয়া বলিল "নীরজা আমায় জন্মের মত ত্যাগ করিলে? ভগ্নী উঠ, আমার সহিত সহাস্য আননে কথা কও—আমি তোমার সকল কথা বিস্মৃত হইয়াছি। নীরজা! আর একবার সেই বাল্যকালের অকৃত্রিম স্নেহ পরবশ হইয়া আমায় আলিঙ্গন কর, আমাদের মিলনে আহ্লাদ প্রকাশ কর। নীরজা! কোথায় আমরা তোমার সহবাসে সুখী হইব,— না তুমি আমাদিগকে ত্যাগ করিলে, চিরদিনের তরে দুঃখ সাগরে ভাসাইলে—ভগ্নি! এই কি তোমার ভালবাসা?"

সকলে কাঁদিতে লাগিলেন,—অনেকক্ষণ ক্রন্দনের পর তাঁহারা তিন জনে নীরজার মৃত দেহ ভাগিরথী তীরে লইয়া গেলেন, কাষ্ঠ আহরণ করিয়া তথায় চিতা প্রস্তুত করিলেন। তাহাতে সুন্দর রূপে নীরজার শেষ কার্য্য সম্পাদন করিলেন। নীরজা পুড়িয়া ভস্ম হইল;—পরে তাঁহারা অতি যত্নে চিতা ধৌত করিয়া সেই স্থানে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নীরজার সমস্ত জাগতীয় কার্য্যের শেষ হইল।

নীরজার মৃত্যুতে সুহাসিনী অত্যন্ত অধীরা হইল। বিপিন অনেক প্রকারে তাহাকে সান্ত্বনা করিলেন, যে বিপিনের নীরজার প্রতি ঘোরতর ঘৃণা ছিল, আজি সুহাসিনীর দুঃখ দেখিয়া তাহা একেবারে তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইল। বিপিন অন্তরে—নীরজার জন্য শোক পাইলেন।

ক্ষণেক পরে বিপিন সুহাসিনীকে তাঁহার কুটীরে লইয়া গেলেন তথায় দুই একদিন থাকিলেন। পরে সুহাসিনীর শোক কিছু প্রশমিত হইলে, বিপিন নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে শিবিকা ও বাহক সংগ্রহ করিয়া সুহাসিনী ও পরিচারিকাসহ স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বলা

বাহুল্য যে সুহাসিনী ও বিপিনের পিতা মাতা তাঁহাদিগকে পাইয়া যেন আকাশের চন্দ্র হাতে পাইলেন। কিছু দিবস পরে তথায় অতি সমারোহ সহকারে বিপিন ও সুহাসিনীর বিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হইল।—উভয় বংশের চির শত্রুতার এতদিনে শেষ হইল।

কিছু দিবস পরে নবদম্পতির একটী সুসন্তান হইল, এবং উভয়ে বিপুল প্রণয়ে উভয়ে উভয়ের নয়নানন্দস্বরূপ—তাহাতে আবার উভয়ের নয়নাভিরাম প্রিয় কুমার লইয়া অতি সুখে জীবন যাত্রা অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

সমাপ্ত।
